১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

# পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ১৭তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ চৈত্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ২ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩৪ হিজরি | ১৫ আমান, ১৩৯২ হি. শা. | ১৫ মার্চ, ২০১৩ ঈসাব্দ

## আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়া'র ৬৭তম জলসা সালানা ২০১৩

# Luxury Forever...

**Bashundhara**
Size : 1285-1750 sft

**Dhanmondi**
Size : 1350 sft

**Zigatola**
Size : 1285 sft

**Nurer Chala**
Size : 1210-1215 sft

**Mirpur**
Size : 1275-1350 sft

**Nordha**
Size : 1165-1350 sft

**Land Wanted**

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

## Kounik Properties Ltd

**Corporate Office** : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

## veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

## Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

## AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

**Mobile: 01713001536, 01973001536**

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

| Jessore Office | Bogra Office | Chittagong Office |
|---|---|---|
| Palbari More, New Khairtola | Kanas Gari, Sherpur Road | 205, Baizid Bostami Road |
| Jessore. Tel : 67284 | Bogra. Tel : 73315 | Ctg. Tel : 682216 |

ameconniaz@yahoo.com

# সম্পাদকীয়

mwPcÎ

## ২৩ মার্চ : ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণতার অবিস্মরণীয় এক দিন

আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে মার্চ মাস একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ১৮৮৯ সনের মার্চ মাসের ২৩ তারিখে ঐশী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক 'বাবে লুদ' তথা লুধিয়ানা শহরে উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে আবির্ভূত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর হাতে ৪০ জন সত্যান্বেষী সাধক পুরুষ বয়আত গ্রহণ করে ইসলাম আহমদীয়াতের অগ্র-যাত্রার শুভ সূচনা করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঐশী নির্দেশ লাভ করে জগদ্বাসীকে আহ্বান জানান, 'আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্'। অপবাদ আরোপকারী বিদ্বেষ পরায়ণদের উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) আরও বলেন, "আমি জানি খোদা তাআলা আমার সঙ্গে আছেন। আমি যদি পিষ্টও হয়ে যাই, পদদলিত হই এবং ক্ষুদ্রকায় এক অণুর চেয়েও নিজেকে নিষ্পেষিত হতে দেখি তবুও আমিই জয়ী হবো। আমার সঙ্গে যিনি আছেন তিনি ছাড়া আমাকে কেউ জানে না। আমি আদৌ বিনষ্ট হবো না। শত্রুর সকল প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং বিদ্বেষপোষণকারীদের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। হে অজ্ঞ এবং অন্ধরা! আমার পূর্বে কি কোন সত্যবাদী ধ্বংস হয়েছে যে, আমি ধ্বংস হবো? কোন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা কি কখনো অপমানের সাথে বিনাশ করেছেন যে, আমাকে তিনি বিনাশ করবেন? নিশ্চয়ই স্মরণ রাখবে এবং কান পেতে শোনে রাখো, আমার আত্মা বিনাশ হবার নয় এবং আমার প্রকৃতিতে অকৃতকার্যতার রেশমাত্র নেই" (আনোয়ারুল ইসলাম, পুস্তক)।

১৮৮২ সনের শুরু থেকে আহমদীয়া সিলসিলাহ্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর উপর প্রত্যাদিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে ওহী নাযিল হয়ে চলছিল, কিন্তুতাঁর মনোযোগ সেদিকে কিছুকাল পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়নি, কারণ ওহীর এ ধারাবাহিকতার পেছনে আল্লাহ্ তাআলা কী উদ্দেশ্য নিহিত রেখেছেন এবং রূহানীয়তের কোন্ উচ্চতম আসনে তাঁকে সমাসীন করতে তিনি ইচ্ছা করেছেন, তিনি জানতেন না কেনই বা তাঁর মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হবে, যেহেতু তিনি কোন পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, বরং নীরবে-নিভৃতে লেখনি ও বাক্য দ্বারা ইসলামের খেদমত করতেই তিনি গৌরব ও আনন্দ অনুভব করতেন। অনেক বিশিষ্ট পূণ্যবান ব্যক্তি এ সময়ে হুযূর (আ.)-এর নিকট বয়আত গ্রহণের আবেদন জানালেও প্রত্যেককে তিনি একই জবাব দিতেন, 'আমি প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ নই'। অবশেষে ১৮৮৮ সনের শেষের দিকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বয়আত নেয়ার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেন, 'যখন তুমি সংকল্প কর আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা কর এবং আমার সম্মুখে আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা (জামা'তের নেযামের) তৈরী কর। যে ব্যক্তি তোমার হাতে বয়আত করবে। আল্লাহ্র হাত তার হাতের উপর থাকবে'। (প্রথম ইশতেহার, ডিসেম্বর, ১৮৮৮)

আল্লাহ্ তাআলার এ সুস্পষ্ট আদেশ প্রাপ্তির পর সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'তক্‌মীলে তবলীগ আওর গুযারেশে জরুরী' শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বয়আত নেয়ার ঘোষণা করেন। এতে হুযূর (আ.) কেবল মাত্র পুণ্যবান ও ঈমানে সুদৃঢ় শিষ্যগণকে বয়আত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তিনি (আ.) লিখেছেন 'আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যারা সত্যকে পেতে চায়, তারা সত্যিকার ঈমান, অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জনের প্রশিক্ষণ পেতে আমার নিকট বয়আত করবে। আমি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে তাদের বোঝা হালকা করিয়ে দিতে যত্নবান থাকবো। খোদা তাআলা আমার দোয়া ও মনোনিবেশে তাদেরকে আশিসমন্ডিত করবেন। তবে শর্ত এই যে, আসমানি শর্তাবলী পালনে তারা মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকবে'। সেই সাথে এতে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে তিনি (আ.) সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি অর্থাৎ জাগতিক এক বাধা পাড়ি দিয়ে লুধিয়ানা শহরে আসার আমন্ত্রণ জানান। এ বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হুযূর (আ.) লুধিয়ানা শহরে গমন করেন এবং ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ মরহুম সূফি আহমদ জান সাহেবের বাসভবনে সত্যান্বেষী পুণ্যবান শিষ্যগণের প্রথম বয়আত গ্রহণ করেন। খোদা তাআলার বিশেষ ইচ্ছায় তাঁর মা'মুরের দ্বারা পবিত্র এ রূহানী জামা'তের ভিত্তি এভাবেই গড়ে ওঠে। আর আজও সারা বিশ্বের ২০২টি দেশে তাঁর (আ.) স্থলাভিষিক্ত খেলাফতের আশিসময় ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে কোটি কোটি মানুষ তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ও ইমাম মাহদী হিসেবে বরণ করে চলছে। আলহামদুলিল্লাহ্!

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দেশের সত্যান্বেষীদেরও সত্য মসীহ্-মাহদীকে চেনার এবং তাঁকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

**১৫ মার্চ, ২০১৩**


| | |
|---|---|
| **কুরআন শরীফ** | ২ |
| **হাদীস শরীফ** | ৩ |
| **অমৃত বাণী** | ৪ |
| হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জার্মানীর হমবুর্গস্থ বাইতুর রশীদ মসজিদে প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (২৩ মার্চ ২০১২) | ৫ |
| **দোয়া-ই আমাদের অস্ত্র** মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ | ১৪ |
| **খেলাফত : বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পন্থা** মুহাম্মদ খলীলুর রহমান | ২০ |
| **হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্ম প্রচার** মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান | ২৪ |
| **স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় আহমদীয়াত** | ২৭ |
| **শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)** মাহমুদ আহমদ সুমন | ২৮ |
| **হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাজারো নিদর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)** সংকলন: মোজাফফর আহমদ রাজু | ৩০ |
| **প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি** মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল | ৩২ |
| **আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়া'র ৬৭ তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত** | ৩৪ |
| **জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি** | ৩৫ |
| **সংবাদ** | ৩৬ |
| বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী | ৪০ |

# কুরআন শরীফ

## সূরা ইবরাহীম-১৪

وَقَالَ مُوسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ
جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝٩

৯। আর মূসা (এও) বলছিল, তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই যদি অকৃতজ্ঞ হও সেক্ষেত্রে (মনে রেখো) আল্লাহ্ নিশ্চয় অমুখাপেক্ষী (ও) প্রশংসাভাজন।'

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ
وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ۛ
جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِىْٓ اَفْوَاهِهِمْ
وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا
تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝١٠

*১০। তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ নূহের জাতির, আদ, সামুদ আর তাদের পরে যারা ছিল, তাদের সংবাদ এসে পৌঁছেনি? আল্লাহ্[১৪৫৬] ছাড়া তাদেরকে কেউ জানে না। তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ যখনই তাদের রসূলরা এসেছিল, তারা তখন (অহংকার ভরে) তাদের হাত তাদের মুখে[১৪৫৭] রেখে দিয়েছিল এবং বলেছিল, 'যে শিক্ষা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা অস্বীকার করছি। আর যে (শিক্ষার) দিকে তোমরা আমাদের ডাকছ, সেই বিষয়ে আমরা অবশ্যই এক অস্বস্তিকর সন্দেহে রয়েছি।'

১৪৫৬। এই বাক্যাংশ স্পষ্ট ব্যক্ত করেছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর বংশ ছাড়াও অন্যান্য জাতিতে আল্লাহ্ তাআলা নবী প্রেরণ করেছেন, যেমন ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পূর্বে 'আদ' ও 'সামুদ' জাতি এবং আরো ছিল অন্যান্য জাতি, যাদের অস্তিত্বের কথা আল্লাহ্ ছাড়া এখন আর কেউ জানে না। ইব্রাহিমী বংশধরের মধ্যে প্রেরিত নবীগণের উল্লেখ তো কুরআন এবং বাইবেল উভয়েই রয়েছে।

১৪৫৭। * ['ফারাদ্দু আইদিয়াহুম ইলা আফওয়াহীহিম' অর্থাৎ তারা (অহংকার ভরে) তখন তাদের হাত তাদের মুখে রেখে দিয়েছিল। এই অভিব্যক্তির একাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে। কেউ নিজ মুখে হাত রাখলে এর অর্থ দাঁড়ায় বাধা সৃষ্টি করা। আলোচ্য অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। নিশ্চয়ই এ কাজটি অবিশ্বাসীদের প্রতি আরোপিত হয়েছে। তাই এর দু'টো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর একটা অর্থ হলো, তারা নবী ও তাঁর অনুসারীদের সাথে সব ধরণের আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানালো। এমন অবস্থা তখন সৃষ্টি হয়, যখন প্রতিপক্ষের যুক্তির সামনে মানুষ নির্বাক ও পরাস্ত হয়। তখন তারা বয়কটের পথ বেছে নেয়। কারণ, তখন তাদের কাছে বলার আর কিছু থাকে না।

এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, অস্বীকারকারীরা নবীগণের মুখে তাদের হাত রেখে দিয়েছিল। এ অভিব্যক্তিটি আলাপ আলোচনা প্রত্যাখ্যানের দিকে ইঙ্গিত করলেও এর ভিন্ন একটি আঙ্গিক রয়েছে।

আলোচ্য অভিব্যক্তির অর্থ হবে, অস্বীকারকারীরা নবীগণকে প্রচার বন্ধ করতে বাধ্য করে এবং বলে, তোমরা তোমাদের মুখ বন্ধ রাখ। আয়াতের শেষাংশও এ ব্যাখ্যার সমর্থন করে, যেখানে অস্বীকারকারীদের বক্তব্য এভাবে দেয়া আছে; 'যে (শিক্ষা) সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা অস্বীকার করছি। আর যে-(শিক্ষার) দিকে তোমরা আমাদেরকে ডাকছ, সে বিষয়ে আমরা এক অস্বস্তিকর সন্দেহে রয়েছি।' (মাওলানা শের আলী সাহেব কর্তৃক অনুদিত কুরআন করীমের ইংরেজী অনুবাদে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

# হাদীস শরীফ

# মু'মিনরা একে অপরের ভাই

**কুরআন :**

"নিশ্চয় মু'মিনরা একে অপরের ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন করো, আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো, যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়" (সুরাতুল হুজুরাত : ১১)।

**হাদীস :**

আন আবিহুরায়রাতা আন্না রসূলাল্লাহে ক্বালা তুফ্‌তাহু আবওয়াবুল জান্নাতে ইয়াওমাল ইসনায়নে ওয়া ইয়াওমাল খামীসে ফাইউগফারু লিকুল্লি আবদিন লা ইউশরিক বিল্লাহি শাইয়ান ইল্লা রাযুলান কানাত বায়নাহু ওয়া বায়না আখীহে শাহনাউ ফাইউকালু আনযিরু হাযায়নে হাত্তা ইয়াসতালিহা আনযিরু হাযায়নে হাত্তা ইয়াসতালিহা। (মুসলিম)

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশ্‌তের দরজা খুলে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করে না, আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যে লোকের সাথে তার মুসলমান ভাইয়ের শত্রুতা রয়েছে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়, এদের অবকাশ দাও, যেন নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে। এদের অবকাশ দাও, যেন নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :**

আমাদের জীবন এক চলমান বাস্তবতা। এ বাস্তবতার সামনা-সামনি হতে হলে এমন এক পরিপূর্ণ বিধান ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে, যা মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার ও সৌহার্দ্রে ভরে দিতে পারে। পবিত্র কুরআন আমাদের অন্তরকে পরিষ্কার ও সৌহার্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে, যা উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কাউকে অবজ্ঞা করা বা কাউকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা এমন ব্যাধি, যা মানবতাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়।

তাই কুরআন বলে, 'তোমরা হিংসা, আত্মগরিমা ও অহংকার হতে মুক্ত হও'।

হুযূর (সা.) আমাদেরকে এমনই একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখানে হুযূর (সা.) জানাচ্ছেন আল্লাহ্‌র রহমতের কথা। শত্রুতার জন্মদাতা হচ্ছে, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মগরিমা ও অহংকার।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) জানাচ্ছেন, আল্লাহ্‌ এ বিষয়টিকে অপসন্দ করেন। তিনি শাস্তি দিতে চান, তথাপি তিনি তাঁর দয়া ও মমতার কারণে বান্দাকে সুযোগ দেন, যেন মানুষ নিজের সংশোধন করে নিতে পারে।

এ বিষয়ে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তাঁর পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ্‌'-তে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ্‌ করুন, আমরা যেন শত্রুতায় আক্রান্ত না হয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ এক-উম্মতে পরিণত হতে পারি, আমীন।

**আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্‌ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

# অমৃতবাণী

## প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের উদ্দেশ্য

**হযরত ইমাম মাহদী (আ.)**

আমি স্বপ্নে দেখছি যে, লোকেরা এক জীবনদাতাকে খুঁজছে। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার সামনে উপস্থিত হল এবং আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল 'হাযা রাজুলুন ইউহিব্বু রাসূলাল্লাহ্' অথাৎ ইনিই সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)কে ভালবাসেন। এ কথার অর্থ, (আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যের) পদ লাভের জন্য বড় শর্ত হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ভালোবাসা, যা এই ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। (রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করতে পারে না, কেননা আমি দুনিয়া হতে নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক- জগতের অংশ প্রদান করা হয়েছে, তারা আমাকে গ্রহণ করেছে ও করবে। আমাকে যে ত্যাগ করে, সে তাঁকে ত্যাগ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমার সাথে যিনি সংযোগ স্থাপন করেন, তিনি তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করেন, যাঁর নিকট হতে আমি এসেছি। আমার হাতে এক প্রদীপ আছে। যে ব্যক্তি আমার নিকট আসবে, সে অবশ্যই সেই আলো হতে অংশ লাভ করবে। কিন্তু যে-ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণাবশতঃ দূরে সরে পড়বে, সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে।

এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমা'তে প্রবেশ করবে, সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু হতে নিজ প্রাণ বাঁচাবে। (রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)

আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কুরআনের রহস্য ও তত্ত্বজ্ঞানে আমাকে সকল মানবাত্মার উপর প্রাধান্য দান করা হয়েছে। আমি কুরআন শরীফের তফসীর লিখতে বার বার প্রতিযোগিতার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। যদি কোন বিরুদ্ধবাদী-মৌলভী এটি গ্রহণ করত, তা হ'লে খোদা তাআলা অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতেন। সুতরাং কুরআনের যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান আমাকে দান করা হয়েছে, এটি আল্লাহ্‌র এক নিদর্শন। আমি খোদার ফযল হতে আশা রাখি যে, শীঘ্র দুনিয়া দেখে নিবে, আমি সত্যবাদী। (রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

আমি নি:সঙ্গ নই, বরং সম্মানিত-খোদা আমার সাথে রয়েছেন। সেই খোদা হতে নিকটতর আর কেউ আমার নেই। তাঁর কৃপাতেই আমি এক প্রাণপূর্ণ-আত্মা পেয়েছি, যেন দু:খ সহ্য করেও তাঁর ধর্মের সেবা করতে পারি এবং ইসলামী-আন্দোলনকে পূর্ণ-উদ্দীপনা ও সত্যতার সাথে পূর্ণ করতে পারি। এ কাজের জন্যই তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। এখন আমি কারও বাধাতেই ক্ষান্ত হওয়ার নই। (রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা)

এক মুত্তাকী ব্যক্তির (আমাকে চেনার) জন্য এটাই যথেষ্ট যে, খোদা তাআলা আমাকে ধ্বংস করেননি, যেভাবে তিনি কোন প্রতারককে ধ্বংস করেন। আমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দেহ ও আত্মার ওপর এত অনুগ্রহ করেছেন, যা গণনাতীত। আমি খোদার তরফ হতে ওহী ও ইলহাম প্রাপ্তির দাবী তখন করেছিলাম, যখন আমি যুবক ছিলাম আর এখন তো আমি বৃদ্ধ। আমার এই দাবীর পর ছাব্বিশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন বয়সে আমার চেয়ে যারা ছোট ছিল, তারা গত হয়েছেন এবং তিনি আমাকে দীর্ঘায়ু দান করেছেন। আমার প্রত্যেক বিপদের সময় তিনি আমার পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু থাকেন। অতএব, এক প্রতারকের কখনও এ বৈশিষ্ট্য হতে পারে কি? (রূহানী খাযায়েন, ১১তম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)

# জুমুআর খুতবা

**সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৩ মার্চ ২০১২-এর (২৩ আমান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।**

# হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমন ও আমাদের করণীয়

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

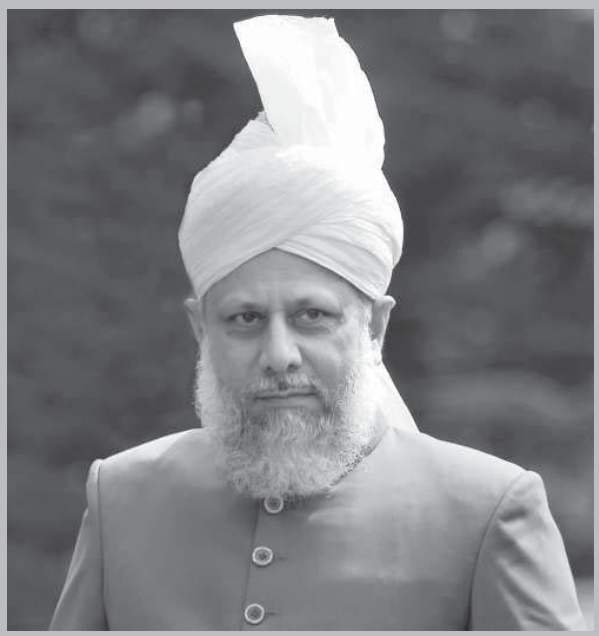

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য অত্যন্ত আনন্দঘন ও কল্যাণময় একটি দিন যার সাথে জুমুআর কল্যাণও একীভূত হয়েছে। কেননা ১২৩ বছর পূর্বে আজকের দিনে ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এর সকল অনুসঙ্গ সহ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও যুগ মাহদীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং বয়আতের সূচনার মাধ্যমে আখেরীনদের জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা প্রথম যুগের (সাহাবাদের) সাথে একীভূত হয়েছেন। আর আমরাও সেসব সৌভাগ্যবানের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি যারা এথেকে কল্যাণমন্ডিত।

অতএব প্রত্যেক আহমদী যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার দাবী করে তাকে ভালোভাবে এ বিষয়টি হৃদয়ে গেঁথে নিতে হবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করা আমাদের প্রতি একটি গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করে। ইসলামের পুনর্জাগরণের যে কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল তা তাঁর (আ.)-এর অনুসারীদের জীবনে এক বিপ্লব সাধনের দাবী করে, যাতে আমরা সেসব কল্যাণ লাভ করতে পারি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত।

অতএব প্রতি বছর যখন ২৩ শে মার্চ আসে তখন আমাদের শুধু এজন্য আনন্দিত হবার কিছু নেই যে, আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.) দিবস উদ্‌যাপন করছি অথবা আলহামদুলিল্লাহ্ আমরা এ জামাতে অন্তভূর্ক্ত হয়েছি অথবা জামাতের গোড়াপত্তনের ইতিহাস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীসমূহ সম্বন্ধে অবগত হয়েছি অথবা জলসার আয়োজন করেছি। এতটুকুই যথেষ্ট নয় অথবা এ সব করাই যে সব কিছু তা নয়। বরং সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের

দেখা উচিত বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িতআবলীর কোন্ কোনটি আমরা পালন করছি। আজকের দিন আমাদের পর্যালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসার দিন। বয়আতের পর অর্পিত দায়িত্বাবলীর পর্যালোচনারও দিন। বয়আতের শর্ত সমূহের উপর প্রণিধানের দিন আর স্বীয় অঙ্গীকার নবায়নেরও দিন। বয়আতের শর্ত সমূহ পালনের চেষ্টায় সংকল্পবদ্ধ হবার দিন। মহানবী (সা.)-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ায় যেখানে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ পবিত্রতা ও প্রশংসার গুণগান গাওয়ার দিন সেখানে খোদার প্রিয় (সা.)-এর প্রতি লক্ষ লক্ষ দরূদ প্রেরণের দিনও বটে।

অতএব এ বিষয়টির গুরুত্ব সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এ গুরুত্ব বয়আতের শর্তাবলী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা ও তা বাস্তবায়ন করার সাথে সম্পৃক্ত। এ বিষয়টিকে স্মরণ করানোর জন্য আজ আমি পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় তিনি আমাদের কাছে কি চান তা বয়আতের শর্তাবলী আলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবো।

***প্রথম শর্ত হল:*** যার উপর আমল করার অঙ্গীকার আহমদীয়াত গ্রহণকারী করে থাকে তাহলো, ***'বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত সে শির্ক হতে পবিত্র থাকবে। শির্ক এড়িয়ে চলবে'।***

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ***'অন্তরে হাজার হাজার মূর্তি লালন করে কেবল মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণ করাকে তৌহীদ বলে না। বরং যে ব্যক্তি নিজের কোন কাজ, পরিকল্পনা, প্রতারণা বা কৌশলকে খোদার মত মর্যাদা দেয়, অথবা কোন মানুষের ওপর সেভাবে নির্ভর করে যেভাবে খোদা তা'লার প্রতি ভরসা করা উচিত অথবা নিজ প্রবৃত্তিকে খোদার ন্যায় মর্যাদা দান করে, এসব অবস্থায় খোদা তা'লার নিকট সে এক মূর্তি পূজারী। সোনা রূপা অথবা পিতল দিয়ে বানানো মূর্তি যার প্রতি ভরসা করা হয় মূর্তি বলতে কেবল তাই বুঝায় না বরং প্রতিটি বস্তু, কথা, কর্ম*** (অর্থাৎ কোন কথা, কোন বস্তু, কোন কর্ম) ***যাকে সেই সম্মান দেয়া হয় যা পাবার একমাত্র যোগ্য হলেন খোদা, তা খোদার দৃষ্টিতে মূর্তি বা প্রতিমা। একথা অবশ্য সত্য যে তওয়াতে এসব সূক্ষ্ম অংশীবাদীতার বিশদভাবে উল্লেখ নেই তবে পবিত্র কুরআন সূক্ষ্ম অংশীবাদীতার বিবরণে পরিপূর্ণ। অতএব কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করার মাধ্যমে এই মূর্তিপূজা যা যক্ষার ন্যায় চিমটে ছিলো তা মানুষের অন্তর থেকে দূর করে দেওয়াও আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় ছিল। সে যুগে ইহুদীরা এ ধরনের অংশীবাদীতায় নিমজ্জিত ছিল আর তাদেরকে এ থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা তওয়াতের ছিল না কারণ তওয়াতে এ সূক্ষ্ম শিক্ষা ছিলো না। অন্য কারণ হলো, এ ব্যাধি যা সব ইহুদীর মাঝে ছেয়ে গিয়েছিল তা এক পবিত্র তৌহীদের দৃষ্টান্তের দাবী করছিল যা জীবন্তরূপে এক পূর্ণ মানবের মাঝে দৃশ্যমান হবে।***

***স্মরণ রেখো! প্রকৃত তৌহীদ যার অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান এবং যার সাথে সম্পৃক্ত হবার মাঝেই মুক্তি নিহিত তাহলো খোদা তা'লার সত্তাকে প্রত্যেক প্রকার অংশীবাদীতা' হোক তা মূর্তি বা মানুষ' 'চাঁদ অথবা সূর্য' 'নিজের প্রবৃত্তি' অথবা স্বীয় পরিকল্পনা, চালাকী বা ধূর্ততা হতে পবিত্র জ্ঞান করা। তাঁর বিপরীতে কাউকে শক্তিমান বলে জ্ঞান না করা রিযিকদাতা মনে না করা, কাউকে সম্মানদাতা ও লাঞ্চনাকারী বলে মনে না করা।*** (অর্থাৎ কাউকে এই মনে না করা যে সে সম্মানদাতা অথবা লাঞ্চনাকারী বরং খোদা তা'লাই সম্মান দেন এবং লাঞ্ছিত করেন।) ***কাউকে সাহায্যদাতা বা সাহায্যকারী বলে মনে না করা। দ্বিতীয়তঃ নিজ ভালবাসাকে শুধু তাঁর জন্যই বিশুদ্ধ করা, নিজ ইবাদতকে তাঁর জন্য নিবদ্ধ করা নিজ বিনয় তাঁর জন্য নিবেদন করা। আশা-ভরসা তাঁর মাঝেই নিবদ্ধ রাখা, কেবল তাঁকে ভয় করা। অতএব এ তিন বিশেষত্বহীন তৌহীদ পরিপূর্ণ হতে পারে না'।*** (তিন প্রকার বিশেষ বিষয়গুলো কি কি?)

তিনি (আ.) বলেন, ***'প্রথমত সত্তার দিক থেকে তৌহীদ অর্থাৎ তাঁর স্বত্তার বিপরীতে সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্বহীন জ্ঞান করা।*** (যা কিছু পৃথিবীতে আছে সেগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা)। ***সব কিছুকে লয়শীল ও অন্তঃসারশুন্য মনে করা।*** (প্রতিটি বস্তু লয়শীল নিজ সত্তায় কোন মূল্য রাখে না। বিলুপ্ত হয়ে যাবে এর কোন অর্থ নেই। আল্লাহ্ তা'লার সামনে সব কিছুই অলীক) ***দ্বিতীয়তঃ গুণাবলীর দিক হতে তৌহীদ অর্থাৎ রবুবীয়্যত (লালন পালনকারী) ও উলুহিয়্যাত (উপাস্য)-এর গুণাবলী সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারো প্রতি আরোপ না করা।*** (অর্থাৎ প্রতিপালনকারী হলেন কেবলমাত্র আমাদের খোদা। তিনিই আমাদের লালন-পালনকারী তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই সকল শক্তির উৎস) ***বাহ্যিকভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিপালনকারী ও কল্যাণদাতা দেখা যায়।*** (বিভিন্ন ধরনের যে প্রতিপালনকারীদের দেখা যায় যাদের দ্বারা আমরা উপকৃত হই) ***এসব তাঁর-ই প্রদত্ত এক বিধান বলে বিশ্বাস করা।*** (অর্থাৎ যে সব লোক দ্বারা আমরা উপকৃত হচ্ছি আমরা এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লার কারণেই পাচ্ছি। এ সব আল্লাহ্ তা'লার বিধানের অংশ) ***তৃতীয়তঃ নিজ ভালবাসা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দিক থেকে তৌহীদ অর্থাৎ দাসত্বের বিভিন্ন লক্ষণ যেমন ভালবাসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অন্য কাউকে খোদা তা'লার শরীক না করা। তাঁর মাঝেই বিলীন হওয়া।***

***বয়আতের দ্বিতীয় শর্ত হল: 'মিথ্যা, ব্যভিচার, কুদৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও কদাচার অন্যায়, অসাধুতা আর বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের সকল পথ থেকে বিরত থাকবে এবং প্রবৃত্তির তাড়না যত প্রবলই হোক না কেন এর বশবর্তী হবে না'।***

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ***'যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ প্রবৃত্তির সে সকল তাড়না থেকে মুক্ত না হবে যা সত্য বলার পথে অন্তরায় ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে সত্যভাষী বলে বিবেচিত হবে না। কেননা মানুষ যদি কেবল এমন ক্ষেত্রে সত্য বলে যেখানে তার কোন ক্ষতি হয় না অর্থাৎ নিজ সম্মান অথবা সম্পদ বা জীবনের হুমকির ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে বসে এবং সত্যকে এড়িয়ে চলে তাহলে উম্মাদ বা শিশুদের তুলনায় তার কি-ই বা শ্রেষ্ঠত্ব'।***

তিনি (আ.) আরো বলেন, ***'কোন ধরনের স্বার্থ ছাড়া অযথা মিথ্যা বলবে পৃথিবীতে এমন কেউ নেই। অতএব এমন সত্য যা কোন ক্ষতির আশংকায় বিসর্জন দেয়া হয় তা কোন ভাবেই প্রকৃত সচ্চরিত্রের মাঝে গণ্য হতে পারে না।***

***সত্য বলার যথাযথ স্থান, কাল সেটিই যখন নিজের জীবন অথবা সম্পদ অথবা সম্মান পদদলিত হবার আশঙ্কা থাকে।***

*এক্ষেত্রে খোদা তা'লার শিক্ষা হল,*

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

*(সূরা আল্ হাজ্জ: ৩১)*

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

*(সূরা আল্ বাকারা: ২৮৩)*

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

*(সূরা আল্ বাকারা: ২৮৪)*

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

*(সূরা আল্ আন'আম: ১৫৩)*

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

*(সূরা আন্ নিসা: ১৩৬)*

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

*(সূরা আল্ আহযাব: ৩৬)*

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

*(সূরা আল্ আসর: ৪)*

لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

*(সূরা আল্ ফুরকান: ৭৩)*

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, *প্রতিমাসমূহের পূজা এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো অর্থাৎ মিথ্যাও এক প্রকার মূর্তিস্বরূপ যার প্রতি নির্ভরকারী খোদার প্রতি নির্ভরতা পরিত্যাগ করে। তাই মিথ্যা বলার ফলে খোদাকেও হারাতে হয়। যখন তোমাদেরকে সত্য সাক্ষীর জন্য আহ্বান করা হয় তখন সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকার করবে না এবং সত্য সাক্ষ্যকে গোপন করবে না আর যে এমনটি করবে তার হৃদয় পাপী। যখন তোমরা কথা বলবে তখন সে কথাই কেবল বলবে যা প্রকৃতই সত্য ও ন্যায়সঙ্গত তা তোমাদের কোন নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানই হোক না কেন। সত্য এবং ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আর তোমাদের প্রত্যেকটি সাক্ষ্য যেন খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে হয়। যদি সত্য বলার ফলে তোমাদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে অথবা এর ফলে যদি তোমাদের মাতা-পিতা বা সন্তান-সন্ততি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবুও মিথ্যা বলবে না। কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে সত্য সাক্ষ্য প্রদানে যেন বিরত না রাখে। সত্যবাদী নারী-পুরুষ উভয়ে বড় বড় পুরস্কার লাভ করবে। তাদের (অর্থাৎ সত্যভাষী নারী-পুরুষের) অভ্যাস এরূপ যে তারা অন্যদেরকে সত্য বলার সদুপদেশ দেয় এবং তারা মিথ্যার আসরে আসন গ্রহণ করে না'।*

এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) আরো বলেন, *'দ্বিতীয় শর্তের মাঝে অনেক কথা অন্তর্ভূক্ত। ব্যভিচারের নিকটেও যেও না। অর্থাৎ এমন আসর থেকেও দূরে থেকো যার দ্বারা এমন চিন্তা সৃষ্টি হতে পারে। আর এমন পথ অবলম্বন করবে না যে পথে চলার ফলে এ পাপের আশঙ্কা থাকে। যে ব্যভিচার করে সে নোংরামির সীমা ছাড়িয়ে যায়।* (বর্তমানে যে সব টিভি প্রোগ্রাম হয়, বিভিন্ন চ্যানেল রয়েছে, কতক আবার ইন্টারনেটেও আসে, এ সবকিছু এমন জিনিস যা এ নোংরামির প্রতি আকর্ষণ করে। চোখের ব্যভিচার বলতেও কিছু আছে, এর থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক এমন জিনিস যা মন্দের দিকে নিয়ে যায় তা এড়িয়ে চলো। ব্যভিচারের পথ অত্যন্ত মন্দ অর্থাৎ এটি কাঙ্খিত গন্তব্যে বাঁধা প্রদান করে এবং তোমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের জন্য এটি খুবই ভয়ংকর। তোমাদের গন্তব্য কি হওয়া উচিত? আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং এটিই অন্তিম গন্তব্য আর এ পথে ঐ সকল বিষয় বাধ সাধে।)

এরপর দ্বিতীয় শর্তে অন্যান্য বিষয়ের অন্তর্গত হলো, দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কু-দৃষ্টি'। এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, *'কুরআন শরীফ মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা এবং দুর্বলতা সমূহকে দৃষ্টিতে রেখে অবস্থানুযায়ী শিক্ষা প্রদান করে, কতইনা উত্তম পথ অবলম্বন করেছে,*

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ

*(সূরা আন্ নূর: ৩১) অর্থাৎ তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের ছিদ্র সমূহের সুরক্ষা করে। এটি এমন এক কর্ম যদ্বারা তাদের আত্মশুদ্ধি লাভ হবে। 'ফুরুজ' দ্বারা কেবল লজ্জাস্থানকেই বুঝায় না বরং প্রত্যেক ছিদ্র যেমন কান ইত্যাদিও এর অন্তর্ভূক্ত।*

*আর এক্ষেত্রে না মাহরাম মহিলাগণ* (অর্থাৎ এমন মহিলা যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) *তাদের গানবাজনা ইত্যাদি শুনতে বারণ করা হয়েছে। অধিকন্তু স্মরণ রেখো! হাজার হাজার অভিজ্ঞতা দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, যে সকল বিষয় থেকে আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেন অবশেষে মানুষকে তা থেকে বিরত হতেই হয়'।*

তিনি (আ.) আরো বলেন, *'বাহ্য বিচারের আচরণ বিধি বা শর্তসমূহ ইসলাম নর-নারী উভয়ের জন্য আবশ্যক করেছে। মহিলাদেরকে যেখানে পর্দার আদেশ প্রদান করা হয়েছে সেখানে একইভাবে পুরুষদেরকেও এর তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চোখ অবনত রাখা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য, খোদা তা'লার আদেশাবলীর বিপরীতে নিজ অভ্যাস, রীতি-নীতিকে পরিত্যাগ করার বিষয়াবলী এমন বিধান যেক্ষেত্রে ইসলামের দরজা অতি সঙ্কীর্ণ আর এ কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তি এ দরজায় প্রবেশ করে না'।*

পাপাচার ও কাদাচার এড়িয়ে চলার বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, *'যখন এরা* (অর্থাৎ মুসলমান বা অন্য ধর্মাবলম্বীরা) *পাপাচারে সীমাতিক্রম করছিল আর খোদা তা'লার আদেশাবলীর অসম্মান ও আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন সমূহের প্রতি অবজ্ঞা তাদের হৃদয়ে স্থান করল, ইহকাল ও এর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পড়ল তখন আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) একইভাবে, হালাকু, চেঙ্গিস খাঁনদের দ্বারা ধ্বংস করিয়েছেন। লেখা আছে যে, সে সময় আকাশ থেকে আওয়াজ আসতো "আইয়ূহাল কুফ্ফারুকতুলুল ফুজ্জার" অর্থাৎ হে কাফিরগণ! পাপাচারীদেরকে হত্যা করো। মোটকথা পাপাচারী-কদাচারী খোদার দৃষ্টিতে অস্বীকারকারীদের তুলনায় অধিক লাঞ্ছিত ও ঘৃণ্য বলে পরিগণিত।*

অতঃপর বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, *'সেসব লোক যারা কেবলমাত্র খোদা তা'লার প্রতিষ্ঠিত জামা'তর্ভূক্ত হবার কারণে তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে এবং তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে, তাদের সাথে তোমরা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না বরং তাদের জন্য নিভৃতে দোয়া কর যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সেই অন্তর্দৃষ্টি এবং তত্ত্বজ্ঞান দান করেন যা তিনি নিজ অনুগ্রহে*

*তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। তোমরা নিজেদের পবিত্র আদর্শ এবং উত্তম চাল-চলনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাও যে, তোমরা উত্তম পথ অবলম্বন করেছ। স্মরণ রাখবে! তোমাদেরকে বারংবার এ উপদেশ দেয়ার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি যে, সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা এবং বিবাদের স্থানকে এড়িয়ে চল আর গালমন্দ শুনলেও ধৈর্য ধারণ কর। উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মন্দের প্রতিউত্তর দাও আর যদি কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে উদ্যত হয় সেক্ষেত্রে এমন স্থান থেকে প্রস্থান কর এবং নম্রতার সাথে উত্তর দেয়াই শ্রেয়।*

*আমি যখন শুনি, এই জামাতের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি কারো সাথে ঝগড়া করেছে, এমন আচরণকে আমি আদৌ পছন্দ করি না এবং যে জামা'ত বিশ্বে একটি অনুপম আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার কথা সেই জামা'ত তাক্বওয়া বিবর্জিত পথ অবলম্বন করুক তা খোদা তা'লাও চান না। উপরন্ত আমি তোমাদেরকে এ-ও বলে দিচ্ছি, এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা এত জোর দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি এই জামাতের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও যদি ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রেখে কাজ না করে সে যেন মনে রাখে, সে এই জামাতের অন্তর্ভূক্ত নয়। আমাকে যে নোংরা গালি দেয়া হয় তা চরম ক্রোধ ও উত্তেজনার কারণ হতে পারে কিন্তু (আমি বলব) এই বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে দাও তোমরা এর বিচার করতে পারবে না। আমার বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও। তোমরা এ সমস্ত গালি শুনেও ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখবে।* (পাকিস্তানে আহমদীদের এটিই বারবার বলা হয় কেননা, সেখানে লোকেরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নোংরা গালি দেয়ার ক্ষেত্রে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এর একমাত্র সমাধান হলো, দোয়া এবং অধিকহারে দোয়া করা)।

এরপর তিনি (আ.) প্রবৃত্তির উত্তেজনা থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে বলেন, *'সেই কথা মান্য করো যার স্বপক্ষে জ্ঞান ও বিবেক সায় দেয় আর যা সম্পর্কে খোদা তা'লার গ্রন্থাবলীও একমত। তিনি বলেন, ব্যভিচার করো না, মিথ্যা বলো না, কু-দৃষ্টি দিও না এবং সব ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ, অন্যায় ও প্রতারণা, নৈরাজ্য এবং বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাক। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় পরাভূত হয়ো না এবং পাঁচ বেলার নামায পড়। কেননা মানুষের স্বভাবে পাঁচ ভাবেই পরিবর্তন এসে থাকে এবং নবী করীম (সা.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞ থাক, তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর কেননা, তিনিই চরম অমানিসার পর নতুনভাবে খোদা লাভের পথ দেখিয়েছেন।*

*এরপর বয়আতের তৃতীয় শর্ত হলো: 'বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল করীম (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে, প্রত্যহ নিজ পাপ সমূহের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও নিয়মিত ইস্তেগফার পড়বে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে প্রত্যহ তাঁর গুণ কীর্ত্তণ করবে'।*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, *'হে সেই সমস্ত লোক! যারা নিজেদেরকে আমার জামাতের সদস্য বলে মনে কর, আকাশে তোমরা তখনই আমার জামা'ত হিসাবে গণ্য হবে যখন তোমরা সত্যিকার অর্থে তাক্বওয়ার পথে পদচারণা করবে। তাই নিজেদের পাঁচ বেলার নামায এমন ভীতি ও আত্মবিলীনতার সাথে পড় যেন তোমরা খোদা তা'লাকে প্রত্যক্ষ করছ এবং তোমাদের রোযাসমূহ খোদা তা'লার জন্য সততার সাথে পূর্ণ কর। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে যাকাত আদায়ের যোগ্য সে যেন যাকাত দেয় এবং যার উপর হজ্জ্ব আবশ্যক হয়েছে আর এতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নেই সে যেন হজ্জ্ব করে। প্রত্যেক পুণ্য কাজ যথাযথ ভাবে প্রতিসম্পাদন কর এবং মন্দকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় স্মরণ রেখো! তাক্বওয়া বিবর্জিত কোন কাজই আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছতে পারে না। প্রত্যেক পুণ্যের মূল হলো তাক্বওয়া। যে কাজে এই মূল নষ্ট হবে না সেই কাজও বিনষ্ট হবে না'।*

এরপর তিনি (আ.) বলেন, *'নামায এমন জিনিস যার এর মাধ্যমে ঊর্ধ্বলোক মানুষের দিকে ঝুঁকে পড়ে* (অর্থাৎ যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানা হয় বা প্রাপ্য দেয়া হয় আল্লাহ্ তা'লা অতি নিকটে এসে যান) *যে প্রকৃত অর্থে নামায পড়ে সে মনে করে, আমি মরে গেছি এবং তার আত্মা বিলীন হয়ে খোদার দোরগোড়ায় সেজদাবনত থাকে। যে ঘরে এ ধরনের নামায হবে সেই ঘর কখনও ধ্বংস হবে না। হাদীসে আছে, যদি নূহ-এর যুগে নামায থাকতো তাহলে সেই জাতি কখনও ধ্বংস হতো না। হজ্জ্ব, রোযা, যাকাত মানুষের জন্য শর্ত সাপেক্ষ কিন্তু নামায শর্তযুক্ত নয়; সবগুলো বছরে একবার করে পালনীয় কিন্তু নামাযের ক্ষেত্রে প্রতিদিন পাঁচবার পড়ার নির্দেশ। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত নামায যথাযথভাবে পড়া হবে না ততক্ষণ সেই কল্যাণরাজিও লাভ হবে না যা এর মাধ্যমে লাভ হয় এবং এই বয়আতের কোন উপকারই সাধিত হবে না'।*

এরপর তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, *'রাতে উঠো এবং দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর পথ দেখান। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণও ধীরে ধীরে সুশিক্ষা পেয়েছিলেন। তারা প্রথমে কী ছিলেন? কৃষকের বীজ বপনের মত ব্যাপার ছিল। এরপর মহানবী (সা.) পানি সিঞ্চন করেছেন, তিনি তাঁদের জন্য দোয়া করেছেন। বীজ উন্নত ছিল, জমি উর্বর ছিল তাই এই পানি সিঞ্চনে ভাল ফল এসেছে। মহানবী (সা.) যেভাবে হাঁটতেন তারাও সেভাবে হাঁটতেন। তারা দিন বা রাতের অপেক্ষা করতেন না। তোমরা সত্য অন্তকরণে তওবা করো, তাহাজ্জুদে উঠো, দোয়া করো, আত্মসংশোধন করো, দুর্বলতা পরিহার করো এবং নিজেদের কথা ও কাজকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির অধিনস্ত করো'।*

এরপর তিনি (আ.) দরূদ সম্পর্কে বলেন, *'মানুষ প্রকৃতপক্ষে বান্দা বা দাস। দাসের কাজ হলো, মালিক যে নির্দেশ দেয় তা শিরোধার্য করা। তেমনিভাবে তোমরা যদি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণ লাভ করতে চাও তাহলে তার দাস হয়ে যাওয়া আবশ্যক। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,*

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

*(সূরা আয্ যুমার: ৫৪) এখানে বান্দা বলতে দাসই বুঝানো হয়েছে, পুরো সৃষ্টিকূল নয়। রসূল করীম (সা.)-এর দাস হবার জন্য আবশ্যক, তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা এবং তাঁর কোন হুকুম অমান্য না করে সকল আদেশ পালন করা'।*

এরপর ইস্তেগফার সম্পর্কে তিনি (আ.)

বলেন, *'যদি কেউ আল্লাহ্‌র সন্নিধান হতে শক্তি প্রার্থনা করে অর্থাৎ ইস্তেগফার করে তাহলে রূহুল কুদুস বা ফিরিশ্‌তার সাহায্যে তাদের দুর্বলতাসমূহ দূর হতে পারে এবং তারা পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। যেভাবে আল্লাহ্‌র নবী ও রসূলগণ রক্ষা পেয়ে থাকেন। যারা গুনাহ্‌গার হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে ইস্তেগফারের উপকারিতা হলো, তারা পাপের অশুভ পরিণাম অর্থাৎ শাস্তি হতে রক্ষা পায়।* (ভুলবশতঃ গুনাহ্‌ হয়ে গেলে ইস্তেগফার করার ফলে এই গুনাহ্‌র কুফল হতে মানুষ রেহাই পায়, আল্লাহ্‌ তা'লার শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।) *কেননা আলো আসলে অন্ধকার অবশিষ্ট থাকতে পারে না। যেসব অপরাধী ইস্তেগফার করে না অর্থাৎ খোদার কাছে শক্তি প্রার্থনা করে না তারা নিজেদের অপরাধের শাস্তি পেতে থাকে'।*

*এরপর চতুর্থ শর্ত হলো: 'প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশে আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্ট জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে হাত, জিহ্বা বা অন্য কোন উপায়ে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবে না'।*

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) বলেন, *'এর মাঝে প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, মার্জনা বা ক্ষমা করা অর্থাৎ কারো অপরাধ ক্ষমা করা। এতে করে যে অর্থে হিতসাধন হয় তা হলো, যে গুনাহ্‌ করে সে এক প্রকার ক্ষতি সাধন করে এবং এর ফলে সেও শাস্তি পাওয়া বা কারারুদ্ধ হওয়া এবং জরিমানার যোগ্য সাব্যস্ত হয়। অথবা সে এমন হয়ে থাকে যে মানুষ স্বয়ং তার বিরুদ্ধে হাত তুলতে পারে। অতএব তাকে ক্ষমা করে দেয়া সমিচীন হলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া তার হিতসাধনের নামান্তর। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো,*

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

*(সূরা আলে ইমরান:১৩৫)*

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

*(সূরা আশ্‌ শূরা:৪১)*

*অর্থাৎ প্রকৃত পুণ্যবান তারা যারা ক্রোধের পরিস্থিতিতে নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং ক্ষমার স্থলে অপরাধ ক্ষমা করে। মন্দের প্রতিদান ততটুকুই যতটুকু মন্দ করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি এমন ক্ষেত্রে অপরাধ ক্ষমা করে যেখানে ক্ষমার ফলে তার ক্ষতি নয় বরং সংশোধন হয় অর্থাৎ যথাযথ স্থানে হতে হবে অপাত্রে যেন না হয়* (অর্থাৎ ক্ষমা করা যেন লাভ জনক হয়) *তাহলে এর উত্তম প্রতিদান পাবে'।*

এরপর আরো বলেন, *'মানুষের উচিত ঔদ্ধত্য প্রদর্শন, নির্লজ্জ আচরণ, সৃষ্ট জীবের সাথে অসদাচরণ করা থেকে বিরত থাকা। ব্যক্তিস্বার্থের বশবর্তী হয়ে কারো প্রতি বিদ্বেষ রাখা উচিত নয়। কঠোরতা ও নম্রতা স্থানকালভেদে প্রদর্শন করা উচিত'।*

এরপর বিনয়াবলম্বন সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, *'ঐশী শাস্তি এসে তওবার পথ বন্ধ করে দেয়ার পূর্বেই তওবা করো। যখন জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে এত ভয়ভীতি দেখা যায় সেখানে খোদা তা'লার আইনকে ভয় না করার কী কারণ থাকতে পারে। বিপদ যখন মাথার উপর এসে যায় তখন এর স্বাদ গ্রহণ করতেই হয়। প্রত্যেকের তাহাজ্জুদে উঠা এবং পাঁচ বেলার নামাযে কুনুত যোগ করা উচিত। প্রত্যেকের এমন বিষয় পরিহার করা উচিত যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে এবং তওবা করা উচিত। তওবার অর্থ হলো, সকল মন্দ কাজ এবং খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয় এমন প্রত্যেক কাজ পরিহার করে নিজের মাঝে এক প্রকৃত পরিবর্তন আনয়ন করা আর সামনে অগ্রসর হওয়া আর তাক্বওয়া অবলম্বন করা। এর ফলেও খোদার দয়া বা কৃপা লাভ হয়। মনুষ্য স্বভাবগুলোকে শালীনতার গন্ডিভুক্ত করা উচিত।* (মানব স্বভাবকে সচ্চরিত্র দ্বারা সজ্জিত করার চেষ্টা করো) *ক্রোধের স্থান যেন বিনয় ও নম্রতা নিয়ে নেয়। আখলাকের সংশোধনের পাশাপাশি সামর্থ অনুযায়ী সদকাও দাও।*

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

*(সূরা আদ্‌ দাহ্‌র:৯) অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অভাবীদেরকে, এতীমদেরকে এবং বন্দীদেরকে খাবার প্রদান করে এবং বলে, আমরা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দিয়ে থাকি এবং আমরা সেই দিনকে ভয় করি যা অত্যন্ত ভয়াবহ। মোটকথা দোয়া ও তওবার ভিত্তিতে কাজ করো এবং সদকা দিতে থাকো যেন আল্লাহ্‌ তা'লা তোমাদের প্রতি কৃপা ও করুণার ব্যবহার করেন'।*

*এরপর পঞ্চম শর্ত হলো: 'সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পিছপা হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে'।* (আল্লাহ্‌ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে)

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) বলেন, *'অর্থাৎ মানুষের মাঝে উন্নত মানের মানুষ সে-ই যে খোদা তা'লার ইচ্ছায় বিলীন হয়ে যায়, সে তার জীবন বিকিয়ে দিয়ে বিনিময়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টিকে ক্রয় করে।* (অর্থাৎ নিজের জীবন বিক্রি করে আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টি ক্রয় করে, নিজের জীবনের কোন পরওয়া করে না)। *তারাই সেসব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত রয়েছে। খোদা তা'লা এই আয়াতে বলছেন,* (এই আয়াত উল্লেখ করা হয় নি কিন্তু যাহোক আয়াতের তিনি তফসীর বর্ণনা করছেন) *সেই ব্যক্তি সকল দুঃখ-গঞ্জনা হতে পরিত্রাণ লাভ করে যে আমার রাস্তায় আমার সন্তুষ্টির পথে নিজের জীবন বিক্রি করে এবং প্রাণান্তকর সাধনার মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, স্বীয় পুরো সত্তা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, তা সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য এবং সৃষ্টির সেবার জন্য বানানো হয়েছে'।*

এরপর তিনি (আ.) আল্লাহ্‌ তা'লার ভালবাসা লাভের প্রেক্ষাপটে বলেন, *'খোদার প্রিয় বান্দা নিজ প্রাণ খোদার রাস্তায় বিলীন করে আর এর বিনিময়ে সে খোদার সন্তুষ্টি ক্রয় করে নেয়। তারাই সেসব লোক যারা খোদার বিশেষ রহমতের যোগ্যপাত্র'।*

এরপর খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, *'প্রত্যেক মু'মিনের বাস্তব অবস্থা এমনই, সে যদি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পূর্ণরূপে তাঁর হয়ে যায় তাহলে খোদা তা'লা তার ওলী বা বন্ধু হয়ে যান। কিন্তু যদি ঈমানের প্রাসাদ নড়বড়ে হয় তাহলে অবশ্যই ঝুঁকি থেকে যায়। আমরা কারো মনের অবস্থা জানি না। কিন্তু সে যখন নিখাঁদ খোদার হয়ে যায় তখন খোদা তা'লা তার বিশেষ হিফাযত করেন। যদিও তিনি সকলের খোদা কিন্তু যারা একনিষ্ঠ তাদের উপর খোদা স্বীয় জ্যোতির বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। আর খোদার জন্য একনিষ্ঠ*

*বলতে যা বুঝায় তাহলো, আমিত্ব ও অহমকে এমনভাবে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে ফেলা যেন এর কোন কণাও অবশিষ্ট না থাকে। এজন্য আমি জামা'তকে বারংবার বলি, বয়আত করাতেই গর্ব করো না। হৃদয় পবিত্র না হলে হাতে হাত রাখায় কী লাভ হবে।* (অর্থাৎ বয়আতের জন্য হাত সামনে বাড়ানোয় কি লাভ) *কিন্তু যে সত্য অন্তঃকরণে অঙ্গীকার করে তার বড় বড় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং সে এক নতুন জীবন লাভ করে।*

*এরপর ষষ্ঠ শর্ত হলো: 'কুসংস্কার এবং কু-প্রবৃত্তির অনুবর্তী হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম (সা.)-এর আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে'।*

এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা বলেছেন তা উল্লেখ করার পূর্বে আমি একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, *'যে ব্যক্তি আমার রীতিনীতি বা কর্মপন্থার কোনটিকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে* (রসূলের আদেশ-এর কথা হচ্ছে) *যে, মানুষ তা অনুসরণ আরম্ভ করে ফলশ্রুতিস্বরূপ সুন্নত প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তিও সুন্নত অনুসরণকারীর সমান প্রতিদান পাবে আর তার (প্রথম ব্যক্তি) প্রতিদানে কোন কমতি আসবে না। আর যে ব্যক্তি (ধর্মে) কোন বি'দাত বা নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটায় আর মানুষ তা অনুসরণ করে, তবে সে ব্যক্তিও বিদাত অনুসরণকারীদের পাপের অংশীদার হবে। আর সে বি'দাতে লিপ্ত লোকদের পাপ কিঞ্চিত পরিমাণও হ্রাস পাবে না'।*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, *'দেখো! আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,*

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

*(সূরা আলে ইমরান: ৩২) খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন হবার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যই একমাত্র পথ। এছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই যা তোমাদেরকে খোদার সাথে মিলিত করবে। এক অদ্বিতীয় খোদার অন্বেষণই মানুষের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত। শিরক্ ও বি'দাত এড়িয়ে চলা আবশ্যক। অভ্যাসের দাস ও কামনা-বাসনার পূজারী হওয়া অনুচিত। দেখো! আমি পুনরায় বলছি, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যিকার পথ অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন পথে মানুষ সফল হতে পারে না। আমাদের কেবল একজনই রসূল রয়েছেন এবং এ রসূলের প্রতি একটিই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যার অনুসরণে আমরা খোদা তা'লাকে লাভ করতে পারি। বর্তমানে পীর-ফকীরদের উদ্ভাবিত পথ, গদ্দীনশীন ও প্রভাবশালীদের অভিসম্পাত, দোয়া, দরূদ এবং ওযীফাহ্ সমূহ মানুষকে সরল ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার মাধ্যম। অতএব তোমরা এসব এড়িয়ে চলো। এরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়ার মোহর ভঙ্গ করতে চায়, যেন নিজেদের পৃথক শরীয়ত বানিয়ে নিয়েছে। তোমরা স্মরণ রাখো! কুরআন শরীফ ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশের আনুগত্য এবং নামায রোযা প্রভৃতি যেসব আবশ্যক কার্যক্রম রয়েছে, এগুলো ছাড়া খোদার কৃপা ও করুণাদ্বার উম্মুক্ত করার অন্য কোন চাবি নেই। সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট যে এসব পথ পরিত্যাগ করে নতুন কোন পথ উদ্ভাবন করে। সে ব্যক্তি ব্যর্থতা নিয়ে মরবে যে খোদা ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলীর অধিনস্ত হয় না বরং অন্য পথে তাঁকে সন্ধান করে'।*

*অতঃপর সপ্তম শর্ত হচ্ছে: 'অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে'।*

অহংকার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, *'আমি সত্যি সত্যি বলছি, কিয়ামত দিবসে শিরকের পর অহংকারের ন্যায় বড় কোন পরীক্ষা বা আপদ আর নেই। এটি এমন এক আপদ যা উভয় জগতে মানুষকে ব্যর্থ করে। খোদা তা'লার কৃপা সব একেশ্বরবাদীর তদারক বা তত্ত্বাবধান করে, কিন্তু অহংকারীর নয়।* (আল্লাহ্ তা'লাকে মান্যকারী ও তাঁকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞানকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লার করুণা নিজ ছায়ায় রাখে এবং তার গুণাহ্ সমূহ ক্ষমা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অহংকার ক্ষমা করেন না)। *শয়তানও একেশ্বরবাদী হবার দাবী করত। কিন্তু যেহেতু তার মাথায় অহংকার ছিল আর সে আদমকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলো, যে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে প্রিয় ছিল এবং তাঁর ছিদ্রান্বেষণ করল, এজন্য সে ধ্বংস হল এবং অভিশাপের বেড়ি তার ঘাড়ে চাপানো হল। অতএব অহংকারই ছিল প্রথম সেই গুনাহ্ যেজন্য এক ব্যক্তি চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল।*

*যদি তোমাদের কোন এক দিকেও অহংকার ও লোক দেখানো অভ্যাস থাকে বা আত্মশ্লাঘা থাকে বা অলসতা থাকে, তবে তোমরা খোদা তা'লার নিকট গ্রহণীয় হবে না। আমাদের যা কিছু করার তা করেছি! কেবল এমন কিছু বিষয় নিয়েই আত্মপ্রতারণায় মগ্ন হবে এমন যেন না হয়* (বয়আত করেছি, এটিই যথেষ্ট)। *কেননা খোদা তা'লা তোমাদের ভেতর আমূল পরিবর্তন দেখতে চান। তিনি তোমাদের কাছে এক মৃত্যু চান যার পর তিনি তোমাদেরকে পুনঃজীবিত করবেন'।*

এরপর মিসকিনদের সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেছেন, *'যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্ধান চাও তবে মিসকিনদের হৃদয়ের কাছে সন্ধান কর। এজন্যই নবীগণ মিসকিনের বেশে জীবন যাপন করেছেন। অনুরূপভাবে উচ্চ বংশের মানুষ নিম্নবংশের লোকদেরকে হাসি ঠাট্টা করাও অনুচিত। কেউ যেন একথা না বলে যে, আমার বংশ বড়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যখন আমার কাছে আসবে, তখন এ প্রশ্ন করা হবে না যে তুমি কোন বংশের সাথে সম্পর্ক রাখ? বরং প্রশ্ন করা হবে, তোমার কর্ম কেমন? অনুরূপভাবে খোদার নবী (সা.) তাঁর কন্যাকে বলেছেন, "হে ফাতেমা (রা.)! খোদা তা'লা বংশ দেখবেন না। তুমি যদি কোন মন্দ কাজ কর তবে খোদা তা'লা তোমাকে এজন্য ক্ষমা করবেন না যে তুমি রসূলের কন্যা। অতএব, তুমি সর্বদা ভেবে চিন্তে কাজ কর।"*

*অতঃপর অষ্টম শর্ত হচ্ছে: 'ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে'।*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, *'ইসলামের জীবিত হওয়া আমাদের কাছে এক ফিদিয়া চায়। সেটি কি? সেটি হচ্ছে আমাদের এ পথে মৃত্যু বরণ করা। এ মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন নিহিত। মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার জ্যোতির্বিকাশ এরই উপর নির্ভর করে।*

*এটিই সেই জিনিস অন্য ভাষায় যার নাম ইসলাম। খোদা তা'লা এখন এ ইসলামকেই জীবিত করতে চান। সেই মহান অভিযান সফল করার জন্য নিজ সন্নিধান থেকে এক মহা কার্যক্রম জারি করা অবশ্যক ছিল যা সবদিক থেকে ফলপ্রসূ হবে। অতএব সেই প্রজ্ঞাময় ও সর্ব শক্তিমান খোদা এ অধমকে সৃষ্টির সংশোধনে প্রেরণ করে এমনটিই করেছেন'।*

অতএব তাঁর (আ.) উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীর সংশোধন করা। আমরা যারা তাঁর অনুসারী, আমাদের এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করা আবশ্যক।

*অতঃপর নবম শর্ত হচ্ছে: 'আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে'।*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, *'স্মরণ রেখো! খোদা তা'লা সৎকর্ম খুবই পছন্দ করেন। তিনি চান, তাঁর সৃষ্টির প্রতি যেন সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়। যদি তিনি পাপচার পছন্দ করতেন তবে পাপ করার তাকিদ করতেন, কিন্তু খোদা তা'লার মহিমা এর উর্ধ্বে। (সুবহানাহু তা'লা শানুহু)। অতএব, তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখো, স্মরণ রেখো যে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সে যে ধর্মেরই হোক না কেনো, সহানুভূতি প্রদর্শন কর। বিনা ব্যতিক্রমে সবার সাথে সদাচরণ কর। কেননা এটিই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা।*

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

*(সূরা আদ্ দাহর:৯) যেসব বন্দীরা আসতো তাদের অধিকাংশই কাফির ছিল। ইসলামের সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখো। আমার মতে পূর্ণাঙ্গীন চারিত্রিক শিক্ষা একমাত্র ইসলামেই বিদ্যমান'।*

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, *'আমার খুব কষ্ট হয় যখন আমি দেখি ও শুনি যে কেউ এ অপকর্ম করেছে কেউ সে অপকর্ম। আমি এসব বিষয়ে সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমি জামা'তকে এখনো সেই শিশুর ন্যায় মনে করি যে, হাটি হাটি পা পা করছে। কিন্তু আমি এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, খোদা তা'লা এ জামা'তকে পূর্ণতা দান করবেন। এজন্য তোমরাও চেষ্টা, সাধনা, পরিশ্রম ও দোয়ায় নিয়োজিত থাকো যেন খোদা তা'লা কৃপা বর্ষণ করেন। কেননা তার করুণা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না। যখন তার করুণা বর্ষিত হয় তখন তা সকল পথ উন্মোচন করে'।*

তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, *'তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া কর এবং তাদের প্রতি নিজ জিহ্বা বা হাত দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে উৎপীড়ন করো না এবং সর্বদা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে তৎপর থাক। কারো প্রতি সে তোমার অধীন হলেও, অহংকার প্রদর্শন করো না এবং কেউ গালি দিলেও তুমি তাকে গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সাধু এবং জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হও। অনেক ব্যক্তি এরূপ আছে, যারা বাহ্যতঃ সহিষ্ণু, কিন্তু অভ্যন্তরে নেকড়ে সদৃশ।* অনেকে এমন আছে যারা বাহ্যতঃ স্বচ্ছ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সাপের মত। *কাজেই তোমরা কখনো তাঁর সন্নিধানে গ্রহণীয় হবে না যে পর্যন্ত তোমাদের ভেতর ও বাহির এক না হবে। বড় হয়ে ছোটদের স্নেহ কর তুচ্ছতাচ্ছিল্য নয়। যদি বিদ্যান হও তবে বিদ্যাহীনদের আত্মগরিমাবশতঃ অবমাননা না করে সদুপদেশ দিবে। যদি ধনী হও তবে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ থেকে সাবধান থাকবে।'*

*অতঃপর দশম শর্ত হচ্ছে: 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সব আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ আলায়হেস্ সালামের) সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবকসুলভ অবস্থার মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যাবে না'।*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, *'এ নবী সে সব বিষয়ে আদেশ দেয় যা বিবেক বিরোধী নয় এবং সেসব বিষয় থেকে বারণ করে যা বিবেক পরিপন্থী। পবিত্র জিনিস বৈধ করে এবং অপবিত্র জিনিস অবৈধ আখ্যায়িত করে। জাতির মাথা থেকে সেই বোঝা অপসারণ করে যার তলায় তারা চাপা পড়ে ছিল এবং সেই গলবন্ধ থেকে মুক্তি দেয় যার কারণে ঘাড় সোজা করে দাঁড়ানো সম্ভব হত না। অতএব যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আপন ভূমিকা রেখে তাকে শক্তি জোগাবে এবং সাহায্য করবে এবং সেই নূরের অনুসরণ করবে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে দুনিয়া ও পরকালের বিপদাবলী থেকে মুক্তি পাবে'।*

অর্থাৎ এগুলো শরীয়তের বিধি-নিষেধ। এগুলোই ন্যায়সঙ্গত বিধি-নিষেধ যা পালন করা আবশ্যক। এর মাধ্যমেই পার্থিব বেড়ী থেকে এক ব্যক্তির মুক্তি লাভ সম্ভব।

তিনি (আ.) বলেছেন, *'এখন আমার প্রতি ধাবিত হও কেননা এটিই সময়। যে ব্যক্তি আমার দিকে ধাবিত হবে, তাকে আমি সে ব্যক্তির সাথে তুলনা করি যে কোন প্রবল তুফানের সময় জাহাযে আরোহণ করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে মানে না, আমি দেখছি যে সে নিজেকে ঝড়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে কিন্তু তার কাছে বাঁচার কোন উপায় নেই। আমি সত্যিকার শাফী* (মধ্যস্থতাকারী) *যে সেই বুযূর্গ শাফীর প্রতিচ্ছায়া* {অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর ছায়া} *এবং তাঁর প্রতিবিম্ব, যাঁকে সে যুগের অন্ধরা গ্রহণ করে নি এবং তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে'।*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে পুনরায় বলেছেন, *'হে আমার প্রিয়গণ! আমার বন্ধুগণ! আমার সত্তারূপী বৃক্ষের সবুজ সতেজ শাখা সমূহ! যারা খোদা তা'লার কৃপায় আমার হাতে বয়আত করেছ এবং নিজ প্রাণ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ এই পথে উৎসর্গ করেছ!* (এরপর কে তার প্রিয় তা স্পষ্ট করছেন) *আমার বন্ধু কে? এবং আমার প্রিয় কে? সে-ই যে আমাকে চেনে। আমাকে কে চেনে? সে-ই যে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে যে, আমি* (খোদা কর্তৃক) *প্রেরিত হয়েছি। সে আমাকে সেভাবে গ্রহণ করে যেভাবে প্রেরিতরা গৃহীত হয়। পৃথিবীবাসী আমাকে কবুল করতে পারে না, কেননা আমি এ পৃথিবীর নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে পর জগতের অংশ দেয়া হয়েছে, তারা আমাকে গ্রহণ করে এবং করবে। যে আমাকে পরিত্যাগ করে সে তাঁকে পরিত্যাগ করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। যে আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সে তাঁর সাথে বন্ধন রচনা করে যাঁর পক্ষ*

*থেকে আমি এসেছি। আমার হাতে একটি প্রদীপ আছে। যে আমার কাছে আসে সে অবশ্যই সেই আলোর অংশীদার হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণার বশবর্তী হয়ে দূরে সরে যায় সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে। এ যুগের নিরাপদ ও সুরক্ষিত দুর্গ আমি* (আমি দৃঢ় ও নিরাপদ দুর্গে রয়েছি) *যে আমাতে প্রবেশ করবে সে চোর ডাকাত ও হিংস্র প্রাণী হতে নিজের প্রাণ বাঁচাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে আমার চৌহদ্দি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় সে চতুর্দিক থেকে মৃত্যুর সম্মুখীন। তার লাশও নিরাপদ থাকবে না।*

*আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই যে পাপ পরিত্যাগ করে পুণ্য অবলম্বন করে আর বক্রতা পরিহার করে সততা ও সরলতা অবলম্বন করে এবং শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা (দাস) হয়ে যায়। প্রত্যেকে যে এমন করে সে আমাতে আর আমি তাতে। তবে কেবল সে-ই এমন করতে সক্ষম যাকে আল্লাহ্ এক পবিত্র আত্মার ছায়ায় আশ্রয় দেন। তখন সে তার নিজ অবাধ্য প্রবৃত্তির জাহান্নামে নিজের পা রাখে আর তা এমন শীতল হয়ে যায় যেন কখনো সেখানে আগুন ছিলই না।*

(অর্থাৎ মানুষ যখন পাক-পবিত্র হয়ে যায় তখন নিজ প্রবৃত্তির নরকে পা রাখে বা যখন সে নিজকে পবিত্র করে তখন তার নফসের অগ্নি ঠান্ডা হয়ে যায়)। *তারপর সে ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকে। এক পর্যায়ে তার মাঝে আল্লাহ্‌র রূহ বিরাজমান হয় এবং একটি বিশেষ জ্যোতির বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বপ্রতিপালক তার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন।*

(অর্থাৎ তার আত্মায় আল্লাহ্ নিজ আরশ স্থাপন করেন) তখন তার ভেতরকার পুরনো মানুষটি জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় আর সেখানে একটি নতুন পবিত্র মানবাত্মা তাকে দান করা হয় আর আল্লাহ্ তা'লাও নবরূপে তার সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং বেহেশতী জীবনের সকল পবিত্র উপকরণ এ জীবনেই পেয়ে যায়।

অতএব এই হলো সেই শিক্ষা এবং সেই আকাঙ্খা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কার্যে পরিণত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন এবং প্রকৃতঅর্থে বয়আতকারীর মাপকাঠি হিসেবে এটিকে নির্ধারণ করেছেন। কাজেই আজকের দিনে আমাদের পর্যালোচনা করে দেখা আবশ্যক, আমরা এসব শর্তমোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালিত করছি কি? আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল দুর্বলতা ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। সেগুলো দূরীভূত করুন। আমাদের শক্তিদান করুন যেন আমরা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনতে পারি। আমাদের মাঝে যদি কোন পুণ্য থাকে তাহলে তার মান যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ্ যেন সেগুলোর মান উন্নত করার আমাদেরকে সুযোগ ও শক্তি দান করেন, যেন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হই।

আজ আমি সাবধাণতাবশতঃ পাকিস্তান সম্পর্কে কিছু নোট সাথে রেখেছিলাম। আজ ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এই সূত্র ধরে পাকিস্তানী আহমদীদের বলব, আপনারা দোয়া করুন। আজকাল পাকিস্তান যে অবস্থায় নিপতিত তা খুবই ভয়াবহ।

আল্লাহ্ তা'লা এ দেশকে রক্ষা করুন, আহমদীদের খাতিরেই রক্ষা করুন কারণ আহমদীরা এদেশের অস্তিত্বের জন্য অনেক দোয়া করেছে। (তারপরও অনেক কিছু বলা হয়)। এজন্য আমি কতক উদ্ধৃতি এবং কিছু তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরবো যেন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আহমদীরা এ দেশ গঠনের জন্য কতবড় ভূমিকা পালন করেছে।

'দওরে জাদীদ' নামে একটি পত্রিকা ছিল। তা ১৯২৩ সালের এক সংখ্যায় চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব (রা.) সম্পর্কে লিখেছে। *'পাঞ্জাব কাউন্সিলের মুসলমানরা নিশ্চয় পাঞ্জাবের মুসলমানদের প্রতিনিধি বলে আখ্যায়িত হবার পূর্ণ অধিকার রাখে। এক সময় যখন প্রয়োজন পাঞ্জাবের পক্ষ থেকে একজন যোগ্য প্রতিনিধি ইংল্যান্ডে পাঠানোর প্রয়োজন অনুভূত হলো তখন সর্বজন শ্রদ্ধেয় চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁনের গুণ ও মান সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ল।*

*তাই চৌধুরী (জাফরুল্লাহ্ খান) সাহেব নিজ খরচে লন্ডন যান আর এতো চমৎকারভাবে ও দক্ষতার সাথে ইংরেজ সরকার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সামনে (হিন্দুস্থানের) সমস্যাগুলো তুলে ধরেন যে, পাঞ্জাবের মুসলমানরাই কেবল এর প্রশংসা করেনি বরং সরকারও অনেকটা প্রভাবিত হয়েছে'।*

এ হলো সে সব ঘটনা এবং এমন সমুজ্জ্বল বাস্তব ঘটনা যা কমপক্ষে সাংবাদিকতা পেশার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি কখনো অস্বীকার করতে পারবে না। তারপর নামকরা সাহিত্যিকদের একজন মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর তাঁর 'হামদরদ' পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সালের সংখ্যায় লিখেছেন: *'আমরা যদি এখানে এ কয়েকটি বাক্যে জনাব মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব এবং তাঁর সুসংহত জামাতের কথা উল্লেখ না করি তাহলে অকৃতজ্ঞতা হবে যারা ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্যের উর্দ্ধে থেকে নিজেদের পূর্ণ মনোযোগ মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নিবেদিত করে রেখেছেন। সে সময় দূরে নয় যখন সুসংহত এই ইসলামী দলটির কর্মকান্ড মোটের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য আর বিশেষ করে সেসব ব্যক্তির জন্য আলোকবর্তিকা প্রমাণিত হবে যারা মসজিদে বসে ইসলামের সেবার অন্তসারশুন্য কিন্তু বড় বড় বুলি আওড়ায়'*।

অর্থাৎ মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর সাহেব আহমদীয়া জামাতের ভূমিকার কেবল প্রশংসাই করেছেন না বরং মুসলমান ফির্কা বলে গণ্য করেছেন। অথচ পাকিস্তানের ইতিহাসের পাতা থেকে বর্তমানে আহমদীয়া জামাতের নাম বের করে ফেলার হীন চেষ্টা চলছে আর আইনের দিক থেকে তো এমনিতেই আমাদের মুসলমান বলে গণ্য করে না।

অনুরূপভাবে অপর একজন সম্মানিত সাহিত্যিক খাঁজা হাসান নিযামী সাহেব গোল টেবিল বৈঠক সম্পর্কে লিখেছেন, *'গোল টেবিল বৈঠকে হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরেজ সবাই চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁনের যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, মুসলমানদের মাঝে এমন মানুষ যদি কেউ থেকে থাকে যিনি আদৌ কোন বাজে ও অনর্থক কথা বলেন না, বর্তমান যুগের জটিল রাজনীতিকে ভাল করে বুঝেন তাহলে তিনি হচ্ছেন চৌধুরী জাফরুল্লাহ খাঁন।'* (মুনাদী পত্রিকা ২৪ অক্টোবর, ১৯৩৪ সালের সংখ্যা, সূত্রঃ পাকিস্তানের ইতিহাস ও জামাতে আহমদীয়া।)

তারপর ডাঃ আশেক হোসেন বাটালবী লিখেছেন, গোল টেবিল বৈঠকে মুসলমান

প্রতিনিধিদের মধ্যে আগা খাঁন এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব সবচেয়ে সফল ব্যক্তি প্রমাণিত হয়েছেন। (সূত্র: ইকবালের শেষ দুই বছর, প্রকাশক: ইকবাল একাডেমী পাকিস্তান।)

স্বয়ং কায়েদে আযম নিজের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তণ এবং হিন্দুস্তানে ফিরে আসা সম্পর্কে লিখেছেন: *'আমি অনুভব করছিলাম যে, আমি হিন্দুস্তানের কোন সাহায্য করতে পারব না।* (মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ হিন্দুস্তান ছেড়ে যখন লন্ডন চলে যান সে সময়কার কথা) *হিন্দু মন-মানসিকতায়ও ইতিবাচক কোন পরিবর্তন আনতে পারব না আর না-ই মুসলমানদের চোখ খুলতে পারব তাই অবশেষে লন্ডনে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলাম।'* এ কথা রইস জাফরী সাহেবের বইতে লেখা আছে। তখন আহমদীয়া জামা'ত তাকে হিন্দুস্তান ফেরত আনার চেষ্টা করেছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লন্ডন মসজিদের ইমাম মওলানা আব্দুর রহীম দরদ সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন, হিন্দুস্তানে ফেরত এসে মুসলমানদের অধিকার আদায়ের মানসে তাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য কায়েদে আযমের উপর চাপ সৃষ্টি করো। অবশেষে কায়েদে আযম হিন্দুস্তানে ফেরত আসেন এবং মুসলমানদের সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করতে সম্মত হন এবং অবলিলায় তিনি বলেন, The eloquent persuasion of the Imam left me no scope. অর্থাৎ লন্ডন মসজিদের ইমামের এমন সাবলিল এবং সুগভীর প্রেরণা ও জোরালো সদুপদেশের সামনে আমার জন্য না বলার আর কোন সুযোগ ছিল না।"

তারপর 'মীম সীন' নামে পরিচিত প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব মোহাম্মদ শফি সাহেব লিখেছেন, একমাত্র জনাব লিয়াকত আলী খাঁন এবং মওলানা আব্দুর রহীমই জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্কে স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেশে ফেরত এসে জাতীয় রাজনীতিতে স্বীয় ভূমিকা পালনে সম্মত করেন। যার ফলে জিন্নাহ্ সাহেব ১৯৩৪ সালে হিন্দুস্তানে ফেরত আসেন এবং কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। (সূত্র দৈনিক পাকিস্তান টাইম, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে প্রকাশিত)

যারা কঠোর বিরোধী ছিলেন তারাও একটি কথা স্বীকার করেছেন। "মুসলিম লীগ আওর মির্যাইওঁকী আঁখ মাচোলী পার তাবসেরা" নামে আহরারীরা ১৯৪৬ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে, যাতে খুব স্পষ্ট করে লিখেছে, *'জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কোয়েটায় বক্তৃতা করেছেন। এই বক্তৃতায় তিনি মির্যা মাহমুদ সাহেবের (আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা) মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়ার নীতির প্রশংসা করেছেন। তারপর কেন্দ্রীয় মধ্যম নির্বাচন শুরু হলে মির্যায়ীরা (আহমদীরা) সবাই মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল।'*

প্রখ্যাত আহলে হাদীস আলেম মৌলভী মীর ইব্রাহিম শিয়ালকোটী নিজ বই "পয়গামের হিদায়েত ও তাঈদে পাকিস্তান এবং মুসলিম লীগ" এ লিখেছেন, *'আহমদীদের ইসলামী পতাকাতলে এসে যাওয়া এ কথার প্রমাণ যে, সত্যিকারঅর্থে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র দল'।* অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে আহমদীরা মুসলমান এবং পাকিস্তান গঠনে তারা গুরু দায়িত্ব পালন করেছে।

বাউন্ডারী কমিশনের সামনে হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব অনেক বড় (পাকিস্তানের পক্ষে) অবদান রেখেছেন। তার এই খিদমত সম্পর্কে তখনকার দৈনিক "নাওয়ায়ে ওয়াকত" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হামীদ নিযামী সাহেব বড় জোরালো ভাষায় লিখেছেন। অথচ আজকাল নাওয়ায়ে ওয়াকত আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখে থাকে, তাদের পলিসি বদলে গেছে। কারণ তারা ইহজাগতিক লাভের সন্ধানে আছে।

*'বাউন্ডারী কমিশনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়ে গেল। চারদিন যাবত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি-প্রমাণ সমৃদ্ধ অতি জ্ঞান-গর্ভ এবং অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বিতর্ক করেছেন। সাফল্য দান করা আল্লাহ্‌র হাতে। কিন্তু যত সুন্দরভাবে ও দক্ষতার সাথে স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব মুসলমানদের মামলা পরিচালনা করেছেন তা থেকে মুসলমানরা অবশ্যই নিশ্চিন্ত হয়েছে যে, তাদের পক্ষ থেকে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত দাবী যথাযথ ও সর্বোত্তমভাবে ক্ষমতাসীনদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। স্যার জাফরুল্লাহ্ খাঁন মামলার প্রস্তুতির জন্য খুবই কম সময় পেয়েছেন। কিন্তু আন্তরিকতা ও যোগ্যতার কারণে তিনি অতি উত্তম ভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা নিশ্চিত, পাঞ্জাবের সকল মুসলমান, ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য ভুলে গিয়ে তার অবদান স্বীকার করবে ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে'।*

১৯৫৩ সালের দাঙ্গা চলাকালে আমাদের জামাতের বিষয়টি তদন্ত কমিশনের সামনে উপস্থাপিত হলো। বিচারপতি মুনীর জজ ছিলেন। তিনি লিখেন, *'আহমদীদের বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে যে, বাউন্ডারী কমিশনের সিদ্ধান্তে গুরুদাসপুরকে হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হলো আহমদীদের বিশেষ ভূমিকা। অর্থাৎ চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন ঐ কমিশনের সামনে বিশেষ ধরনের যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছিলেন যাকে কায়েদে আযম মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।*

*কিন্তু এই আদালতের প্রেসিডেন্ট (বিচারপতি মুনীর) যিনি ঐ বাউন্ডারী কমিশনের সদস্য ছিলেন (সে সময় বাউন্ডারী কমিশনে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের সাথে ছিলেন) সেই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করে যা গুরুদাসপুরের জন্য তিনি প্রদর্শন করেছেন।*

*এই বাস্তব সত্যটি বাউন্ডারী কমিশন কর্মকর্তাদের কাগজপত্রে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত। এ বিষয়ে যে আগ্রহ রাখে সে স্বানন্দে সেই রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখতে পারে। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন মুসলমানদের অত্যন্ত নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন। এতদসত্ত্বেও কোন কোন জামা'ত তদন্ত আদালতের সামনে যেভাবে তার উল্লেখ করেছে তা অত্যন্ত লজ্জাকর ও অকৃতজ্ঞতার শামিল'।*

অধিকাংশ রাজনৈতীক দলের এই লজ্জাকর অকৃজ্ঞতা এখন বেড়েই চলেছে। দেশের অবস্থা সবার সামনে স্পষ্ট। তাই আজ এ দিনের (অর্থাৎ ২৩ মার্চ) প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানীরা স্বদেশের জন্য অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা একে সেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন যেদিকে দেশটি অগ্রসর হচ্ছে।

**(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)** [পুণ:মূদ্রিত]

# দোয়া-ই আমাদের অস্ত্র

**মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

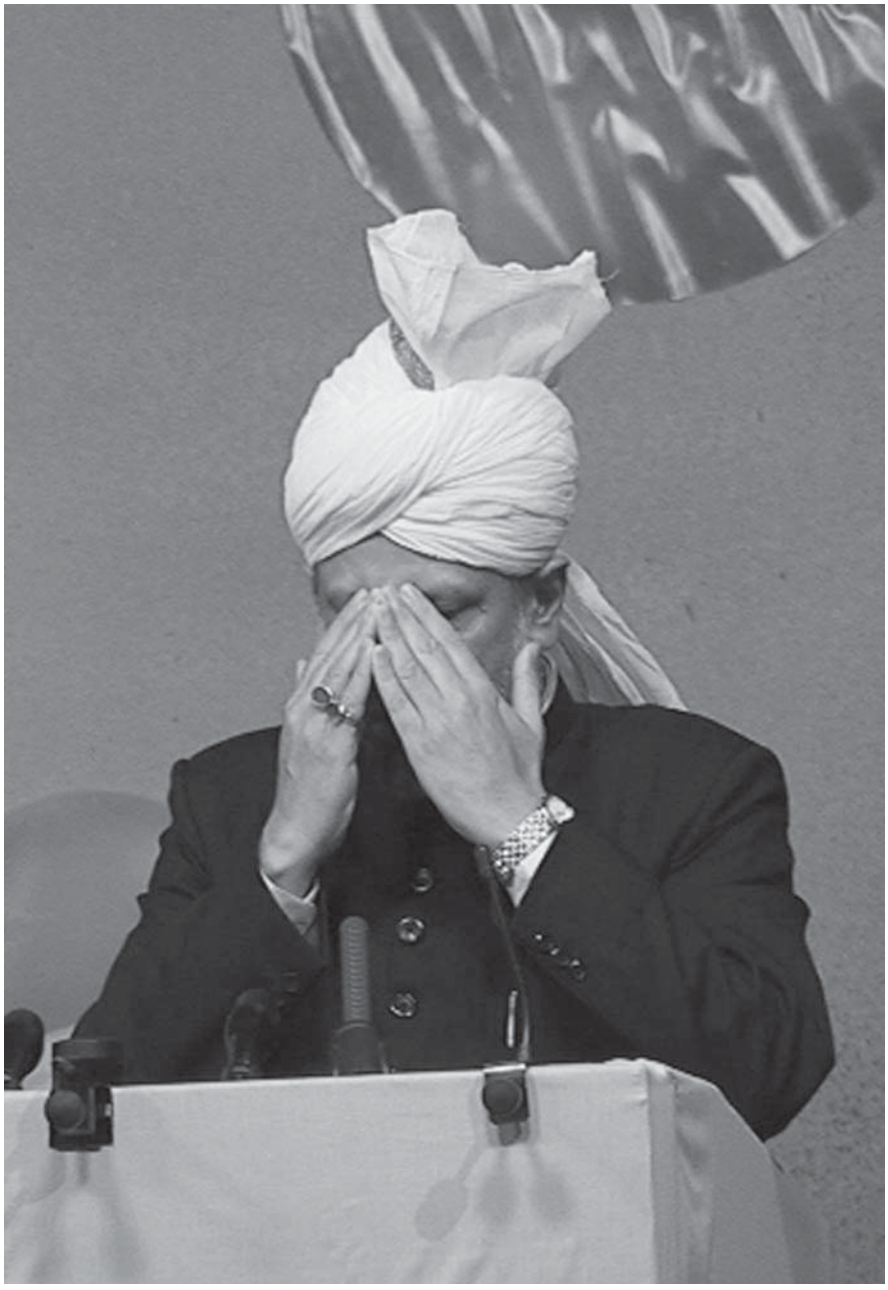

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

এবং আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল) নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনা কারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়। (সূরা বাকারা-১৮৭)

ইসলাম এমনই এক ধর্ম, যেখানে আল্লাহ্ মানুষের সাথে কথা বলেন, আল্লাহ্ মানুষের ডাক শোনেন, মানুষের চাহিদা পুরন করেন। অন্য কোন ধর্মে এভাবে এমন সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয় নি। এখানে বলা যায় যে, এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ আমাদের ডাকে সাড়া দিবেন, তথা আমাদের দোয়া কবুল করবেন। আমাদের অভাব দূর করবেন। আমাদের প্রান প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,

“আদ দোয়ায়ো মুখ্‌খুল ইবাদাতে” অর্থাৎ ইবাদতের সারাংশ দোয়া।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন,

“দোয়ার মাহাত্ম্য এই যে, দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সু-সম্পর্ক গড়ে উঠে। দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয় এবং দোয়া মানুষকে অযৌক্তিক-কথা থেকে সরিয়ে রাখে। মানুষের আসল কাজ হোল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা। তারপর সুযোগ রাখা হয়েছে, মানুষ নিজের সাংসারিক প্রয়োজনেও দোয়া করবে। এটি এজন্য রাখা হয়েছে যে, অনেক সময়

সংসার-জীবনের কঠিন সমস্যাগুলো মানুষকে ধর্মীয় কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।"(তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ আ. সূরা বাকারা, পৃ: ২৭৬) এটি আমাদের জন্য বিরাট সুসংবাদ ও বিরাট নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। বীমা বা ইন্সিওরেন্স প্রয়োজন নেই। ধর্মের সেবায় নিয়ত করে গাড়ী, বাড়ী, করতে পারেন। যদি আপনি জামাতের সেবা করেন, তাহলে আপনি নিরাপদ ইনশাআল্লাহ্।

অর্থাৎ জাগতিক সুযোগ-সুবিধার জন্য দোয়া করা উচিৎ, যেন ধর্মের সেবার শক্তি-সামর্থ লাভ হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন, "আল্লাহ্‌র সন্ধান পাওয়ার আসল পথ আর মাধ্যম হচ্ছে দোয়া।" (তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ আ. সূরা বাকারা, পৃ: ২৭৬) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন হয়ে গেলে আর কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, " এটি সত্যি এবং নিশ্চিত-বিষয় যে, আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের দোয়া শোনেন, অনুমোদন করেন। কিন্তু আজে বাজে দোয়া নয়। মানুষ আবেগের বশবর্তী হয়ে পরিনাম না ভেবে কিছু চায়, সে জানে না যে, এর ফল কি হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মঙ্গল চান এবং পরিনাম দেখেন।" অর্থাৎ এমন দোয়া, যার পরিনাম তার জন্য কল্যাণকর নয়, আল্লাহ্ কবুল করেন না। এমন দোয়া নামঞ্জুর হওয়াটাই এর গ্রহনযোগ্যতা।

"সুতরাং দোয়া এমন জিনিস, যদ্বারা মানুষ বিপদাপদ, সংকট এবং কষ্ট থেকে রেহাই পেতে পারে। (তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ আ. সূরা বাকারা, পৃ: ২৭৯)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

"দোয়া এমন জিনিস, যদ্বারা এমন দূরারোগ্য ব্যাধি, যার সম্পর্কে ডাক্তারগণ বলেছেন যে, এর চিকিৎসা নাই; এমন ব্যাধির চিকিৎসা হচ্ছে দোয়া।"

(তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ আ. সূরা বাকারা, পৃ: ২৭৬)

অনেকে দোয়ার যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না। দোয়া, তথা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখতে হয় যে, তিনি কবুল করবেন। অনেক বেশী দোয়া করতে হয়; অক্লান্ত দোয়া করে যেতে হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়ার কল্যানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছে। অগনিত মানুষ মৃত্যুর মুখে থেকে ফেরত এসেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "যে-ব্যক্তি দোয়ার সাথে (সংগতি রেখে কার্য্যকর পদক্ষেপ) ঠিক কাজ করে না, সে আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করে। দোয়ার পূর্বে মানুষের উচিত, নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করে পরিশ্রম করা। (তারপর দোয়া করা)। ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীমের অর্থ এটাই।"

(তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ আ. সূরা বাকারা, পৃ: ২৭৯)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "সকল সমস্যার সমাধান দোয়ার মাধ্যমে হয়ে যায়।"(তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ আ. সূরা বাকারা, পৃ: ২৭১) এ বাক্যটি বার বার পড়ুন। অক্লান্ত বিরতিহীন দোয়া করে যেতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "ইসলামের সত্যতা এবং বাস্তবতা দোয়ার মধ্যে নিহিত। কারণ, যদি দোয়া করা না হয়, তো নামায বেফায়দা, যাকাত অনর্থক, অনুরূপভাবে বাকী সকল কর্মকান্ড অর্থহীন।" (তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সূরা বাকারা, পৃ: ২৭১) এটি প্রমান করতেই হযরত মসীহ্ মাউদ (আ.) আবির্ভুত হয়েছেন যে, বিজয় তরবারির জোরে হয় না, দোয়ার জোরে হয়।

হুযুর (আ.) বলেন, "দোয়া এমন শক্তিশালী জিনিস, যার কল্যানে শুকনা-কাঠ আবার সবুজ হতে, এবং মৃতকে জীবিত করতে পারে। এর প্রভাব বড় শক্তিশালী।" (তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ আ. সূরা বাকারা, পৃ: ২৭১)

তিনি আরও বলেছেন,"এটি অবশ্যই সত্য যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের অধিকাংশ দোয়া কবুল করে থাকেন; বরং দোয়া কবুল হওয়াটাই অনেক বড় মোজজা।" (হাকীকাতুল ওহী-পৃ:১৮)

যুগে যুগে আউলিয়ায়ে কেরাম এলহাম পেয়েছেন। কোন কালেও আল্লাহ্‌র এলহাম বন্ধ হয়নি।

"আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু মানবজাতির কল্যানের জন্য যে পথ খুলেছেন তা একটিই, অর্থাৎ দোয়া। যখন কোন বান্দা অধির হয়ে কাঁদতে কাঁদতে এই পথে প্রবেশ করে, তখন প্রিয় দয়ালু-খোদা তাকে পাক পবিত্র চাদর পড়িয়ে দেন এবং নিজ মহিমার প্রভাব তার উপর এতটা ছড়িয়ে দেন যে, সে অযথা কোন কাজ এবং অনর্থক কোন কিছু করা থেকে বহু দূরে অবস্থান নেয়।" (তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ আ. সূরা বাকারা, পৃ: ২৭১)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সারা জীবন সকল কাজ দোয়ার মাধ্যমেই করেছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দোয়া করেছেন। হুযূর (সা.) এর সকল সাফল্য দোয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। হিজরতের সময় নিজ-গৃহ থেকে বেড়িয়েছেন, কেউ দেখে নি। শত্রু অনেক চেষ্টা করেও হুযূর (সা.) এর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি।

বদরের যুদ্ধে তরবারির শক্তিতে বিজয় অর্জিত হয় নি, সম্ভব ছিল না। এই জয়ের জন্য আল্লাহ্ তাঁর ফেরেস্তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন। হুযুর (সা.) ফেরেস্তাদের সাহায্যে জয় লাভ করেছেন। বাহুবলে কোনদিন সম্ভব ছিল না।

মক্কা বিজয় হয়েছে দোয়ার বিনিময়ে, অসাধারণ ঐশী-সাহায্যে। মক্কা বিজয়ের পর তিনি শত্রুদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু কেউ বিদ্রোহ করেনি কেন? বিদ্রোহ কি হতে পারত না? কিন্তু হয় নি। আল্লাহতা'লা হুযুর (সা.) এর পক্ষে অসাধারণ-শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন:

"ঐ যে আরবের মরু-প্রান্তরে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল। লক্ষ লক্ষ মৃত ব্যক্তি (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে মৃত) কিছু দিনের মধ্যেই (আধ্যাত্মিক) জীবন লাভ করেছিলেন। যারা বংশ পরাম্পরায় দূর্নীতি পরায়ন ছিল, তারা ঐশী রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে গিয়েছিলেন; চোখের অন্ধরা দেখতে শুরু করেছিলেন এবং বোবাদের মুখ থেকে আল্লাহ্‌র মারেফাতের (রুহানী জ্ঞান ভরা) কথা বের হতে লাগল। পৃথিবীর বুকে এমন এক মহা-বিপ্লব সংঘটিত হোল, যা পূর্বে কখনো কেউ দেখে নি, কেউ শোনে নি। তোমরা কি জান যে, সেটি কি ছিল? সেটি একজনের অন্ধকার রাতের দোয়ার ফলে ঘটেছিল, যিনি আল্লাহ্‌র খাতিরে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলেন।

তাঁর সেই দোয়ার ফলে সারা জগতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল এবং সেই আশ্চর্য্যজনক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, যা সেই অসহায় ও নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা ঘটে যাওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।" (হযরত মুহাম্মদ (সা.)

এর দোয়ার ফলে এমনটি ঘটেছিল। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়া বারেক ও সাল্লেম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'আমি আমার ব্যক্তিগত-অভিজ্ঞতার আলোকে দেখছি যে, দোয়ার প্রতিফল পানি এবং আগুনের কর্মক্ষমতার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। বরং প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু সমূহের মধ্যে এমন মহাশক্তিশালী ক্রিয়াশীলতা সৃষ্টির ক্ষমতা নেই, যেমন দোয়ার মধ্যে আছে।" (বারাকাতুদ দোয়া-পৃ: ১৩,১৪) আপনারা জানেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আগুন তাঁর কোন ক্ষতি করেনি।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর জীবনের ঘটনাবলী পড়ে দেখুন। তাঁরা কিসেথেকে কী হয়েছিলেন। হুযুর নবীয়ে করীম (সা.) বলেছেন: "আসহাবী কান্‌নুজুম", আমার সাহাবা আকাশের নক্ষত্রের মত আলোকবর্তিকা। তাদের যে কারো অনুসরণ কর তো হেদায়াত পাবে। হযরত মসীহ্ মাউদ (আ.) আরবী কাসীদায় বলেছেন, 'সাদাফতাহুম কাওমান যিল্লাতান ফাজায়ানতা হুম কাসবিকাতিন ইকয়ানী'- অনুবাদ: 'তুমি আরবজাতিকে গোবরের মত নগন্য অবস্থায় পেয়েছিলে এবং তুমি তাদেরকে সোনার টুকরোর মত বানিয়ে দিলে'।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের সম্পর্কে বলেছেন, "রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহু।" তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট। সাহাবাগণের মাঝে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, তা পড়ে দেখার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

"আমাকে দোয়া-কবুলিয়াতে নিদর্শন দেয়া হয়েছে। যার ইচ্ছা সে আমার সাথে প্রতিযোগীতা করে দেখতে পারে।" (মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ:৫৪) কিন্তু কেউ প্রতিযোগীতায় অবতীর্ন হয়নি। অর্থাৎ যদি কেউ প্রতিযোগীতায় নামতো, সে পরাজিত হোত। আমাদের বিরোধীরা দোয়ার উপর বিশ্বাস রাখেন না। দোয়ার উপর বিশ্বাস থাকলে আমাদের ঘরবাড়ী বা মসজিদে আগুন দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। তারা আমাদের বাড়ীঘরে, মসজিদে আগুন দিয়ে, আমাদের শহীদ করে আল্লাহকে নারাজ করেছেন। হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নি:শ্বাসে কাফেররা ধ্বংস হবে। এর অর্থ এটাও যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর দোয়ার ফলে তাঁর শত্রুরা পরাজিত হবে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

"আমি আবার বলছি, মুসলমানদের এবং বিশেষ করে আমাদের জামাতের জন্য দোয়াকে অবমূল্যায়ন করা উচিৎ না, অবহেলা করা উচিত না। কারণ, এই দোয়াই তো এমন জিনিস, যা আমাদের গর্বের বিষয়।"(তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ আ. সূরা বাকারা, পৃ: ২৭৬)।

"আমি একবার ভাবছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার বা অনুগ্রহরাজীর উৎস বা শিকড় কোথায়? আল্লাহ্ তা'লা আমার অন্তরে ঢেলে দিলেন, 'উদয়ুনী আস্তাজিব লাকুম' তোমরা আমার কাছে দোয়া কর, আমি কবুল করব।" (সূরা মোমেন-৬১)।

"কোন মানুষ পাপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না, যতক্ষন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ না হয়।"(মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ:৩৩৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন, "নিদর্শনের উৎস দোয়াই। এটি 'ইসমে আজম' এবং এর দ্বারা দুনিয়ার যে কোন রাজার রাজত্ব ধ্বংশ হতে পারে। একজন মু'মিমনের অস্ত্র হচ্ছে দোয়া।" (মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ:২০২)

আমাদের বিরোধীরা প্রথম দিন থেকেই বিরোধীতা করে আসছেন। বিরোধীরা দিন দিন বিরোধীতা বাড়িয়েই চলেছেন। তারা কী পেয়েছেন? আমরা তো এগিয়েই চলেছি। সংখ্যায় আমরা এখন বিশ কোটির বেশী হয়ে গিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ্!

তিনি (আ.) আরো বলেছেন,

"যদি তোমরা চাও যে ভাল থাক এবং তোমাদের গৃহে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করুক, তাহলে অনেক দোয়া করতে থাক। তোমাদের ঘরগুলো দোয়া দিয়ে ভরে দাও। যে ঘরে সব সময় দোয়া হয়, আল্লাহ্ তা'লা সে ঘরকে ধ্বংশ করেন না।"(মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৩২)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'অত্যাচারী, পাপাচারীর দোয়া কবুল হয় না।' (মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ: ৬৮২)

এটি তো আমরা সবাই বুঝি, পাপ অনুষ্ঠিত হলে তার চিকিৎসা এস্তেগফার।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

'স্মরণ রাখ, যে-ব্যক্তি অন্য জনের অধিকার বা প্রাপ্য তাকে না দিয়ে নিজে চেপে রাখে, তার দোয়া কবুল হয় না। কারণ সে জালেম।'(মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ: ১৯৫) অর্থাৎ যার যা পাওনা, তাকে তা দেয়া হয়না। পাওনাদারকে ঠকানো হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

"আমরা তো দোয়া করি, খোদা আমাদেরকে জামাতের লোকদেরকে নিরাপদে রাখুন এবং দুনিয়ার মানুষের সামনে হযরত নবী করীম (সা.) এর সত্যতা যেন প্রমানিত হয় এবং মানুষের মধ্যে যেন আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান সৃষ্টি হয়।"(মালফুযাত, ৪র্থ খন্ডপৃ:২৬১)

তিনি (আ.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'লা বার বার আমার প্রতি এলহাম করেছেন, 'উজিবু কুল্লা দোয়ায়েকা' আমি তোমার সকল দোয়া কবুল করব।'

তিনি (আ.) বলেছেন, 'স্মরণ রাখ, যতদিন তোমরা মুত্তাকী হবে না, ততদিন দোয়া কবুল হবে না।' (মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৩০)

মুত্তাকি হতে হলে প্রতিদিন তওবা করতে হয়, এস্তেগফার করতে হয়, আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইতে হয়। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত এটি সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাজার হাজার দোয়া কবুল হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

"আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, আমার হাজার হাজার দোয়া কবুল হয়েছে। যদি লিখতে বসি, তাহলে একটি বড় বই হবে।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃ:৩১১)

হাজার হাজার আহমদী, গায়ের আহমদী, হিন্দু , মুসলমান প্রয়োজনের সময় এসে হুযুর (আ.) কে দোয়ার অনুরোধ করেছে। হুযুর দোয়া করেছেন। তাদের কষ্ট দূর হয়েছে।

খাকসার নিজেও সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাত পেয়েছি। তাঁরা নিজেদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, কিভাবে দোয়া কবুল হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) অনেক সময় জুমআর খুতবায় সাহাবায়ে কেরামের ঘটনা শুনিয়ে থাকেন। আমি দু'একটি ঘটনা বলছি।

একবার হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী

সাহেবের ছেলে আব্দুর রহীম খান খুব অসুস্থ হলেন। এমন কি মরনাপন্ন হলেন। কোন ভাবেই আরোগ্য লাভের লক্ষণ দেখা গেল না। হযরত (আ.) দোয়া করলেন, বলা হোল, অটল তকদীর (সে ভাল হবে না)। তখন হযরত (আ.) দোয়ার মধ্যেই বললেন, হে আল্লাহ্! আমি শাফায়াত করছি। সাথে সাথে এলহাম হোল, কার এ সাহস যে, বিনা অনুমতিতে শাফায়াত করতে পারে? হুযুর (আ.) নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।ভয় পেয়ে কেঁপে উঠলেন। তারপর আবার এলহাম হোল, 'ইন্নাকা আনতাল মাজায'- তোমাকে শাফায়াতের অনুমতি দেয়া হোল। তখন হুযুর (আ.) অনেক প্রাণবিগলিত চিত্তে দোয়া করলেন। তারপর দোয়া কবুল হোল। ছেলেটি আস্তে আস্তে সুস্থ্য হয়ে উঠল। (হাকীকাতুল ওহী, পৃ:২১৯)

হাকীকাতুল ওহী, তিরিয়াকুল কুলুব, নুযুলে মসীহ্, ইত্যাদি গ্রন্থে দোয়া কবুলের অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নিজ-সন্তান মোবারক আহমদ অসুস্থ্য হলেন। অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। বার বার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন। হযরত (আ.) দোয়া করেই যাচ্ছিলেন। মহিলারা ছেলের পাশে বসে ছিলেন। এক সময় কোন মহিলা উচ্চ স্বরে বললেন, এখন শেষ কর, ছেলে তো মারা গেছে। তখন হযরত (আ.) দোয়া থেকে উঠে এসে ছেলের শরীরে হাত রাখলেন এবং আল্লাহ্র প্রতি ধ্যান-নিবদ্ধ করলেন, মনোযোগ দিলেন। ২/৩মিনিট পরে ছেলে আবার নি:শ্বাস নিতে শুরু করল। ছেলে জীবন লাভ করল।" হুযূর (আ.) বলছেন, তখন আমার মনে পড়ল হযরত ঈসা (আ.) এর মৃতকে জীবিত করার ঘটনাও নিশ্চয়ই এরকমই ছিল। কিন্তু পরে লোকেরা অনেক কিছু বানিয়ে নিয়েছে।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃ: ২৫৩)

অর্থাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। মৃত্যু নিশ্চিত ছিল, কিন্তু হযরত (আ.) এর সাথে আল্লাহ্র ভালোবাসা ছিল, তাই মৃত্যু হয়নি, পুনর্জীবন লাভ করেছেন। নয়ত মৃত-ব্যক্তি জীবিত হবে না, কখনো না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন নি। কোন মৌলভী বা মাওলানা ছিলেন না। আল্লাহ্ তাঁকে এক রাতে ৪০,০০০ আরবী ভাষার রূট বা ধাতু শিখিয়েছেন। তারপর হুযুর (আ.) বেশ কতকগুলো বই আরবী ভাষায় লিখেন। তার মধ্যে সূরা ফাতেহার তফসীর অন্যতম। আবার তাঁর উপর আরবী ভাষায় খুতবা ও এলহাম হয়েছে, যা খুতবা এলহামীয়া নামে প্রকাশিত। হযরত (আ.) প্রায় ৮০খানার বেশি বই লিখেছেন। অনেকগুলো বইয়ের উপর চ্যালেঞ্জ দেয়া আছে। তফসীর কারকগণ সূরা ফাতেহার তফসীর ২/৪পৃষ্ঠার বেশী লিখতে পারেন নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সূরা ফাতেহার তফসীর লিখেছেন প্রায় ৩০০পৃষ্ঠার বেশী।

কুরআন শরীফের যে-কোন সূরার তফসীর লেখার জন্য হুযুর (আ.) চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহন করেন নি। আল্লাহ্র ফযলে হযরত (আ.) এর লেখার উপর ভর করে আমরা সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করছি। আল্লাহ্ তা'লা হুযুর (আ.)কে কুরআন ও হাদীসের এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিখিয়েছেন, যদ্বারা প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহন করছে। এটি হযরত (আ.) এর প্রতি আল্লাহ্র শক্তিশালী সমর্থন ও দোয়ার কবুলিয়াতের নিদর্শন।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও একথাই বলেছেন যে, এই যুগে জাগতিক-শক্তি দিয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ জয়লাভ করবেন না, বরং দোয়ার কল্যানে আল্লাহ্র রহমতে বিজয় হবে। (মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ফিতান বাব যিকরুদ্দাজ্জাল)

কার দোয়া বেশী কবুল হয়? যিনি প্রভু প্রতিপালক রাব্বুল আলামীন কে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। **ওয়াল্লাযিনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাললিল্লাহ।** (সূরা বাকারা:১৬৬) মু'মিননগণ আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশ্ত। আমাদের খোদা-ই আমাদের সর্বোচ্চ আনন্দ। কেননা, আমি তাঁকে দেখেছি এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য্য তাঁর মাঝে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়ে হলেও এ সম্পদ লাভ করা উচিত। এ মুক্তা ক্রয় করতে যদি নিজকে পুরোপুরি বিলীন করতে হয়, তবুও করা উচিত। হে বঞ্চিতরা! এই প্রস্রবনের দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদেরকে প্লাবিত করবে। এটি জীবনের উৎস, যা তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে।" (কিশতিয়ে নূহ, আমাদের শিক্ষা, )

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেকে খোদার মাঝে বিলীন করে খোদাকে পেয়েছেন। আমাদের জন্য আজ মহা সুসংবাদ এই যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদকে মানতে পেরেছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মান্য করার ফলে আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বানী অনুসারে আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকারকৃত খেলাফতের নেয়ামত লাভ করেছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে আহমদীয়া খেলাফত সূরা নূরের ৫৬ আয়াত মোতাবেক কায়েম হয়েছে।

কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আহমদীয়া খেলাফতের হাতে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও কুরআনের বিজয় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা খাতামান নাবীঈনের (সা.) বিজয় হতে চলেছে। কুরআন শরীফে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'লার সকল ভবিতব্য অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে।

হাম হুয়ে খায়রে উমাম তুঝসেহি আয় খায়রে রাসূল- 'হে সর্ব শ্রেষ্ঠ কল্যাণ মন্ডিত মহানবী (সা.)! তোমার মাধ্যমে আমরা শ্রেষ্ট উম্মত হয়েছি।'

হে আহমদী জামাতের অন্তর্ভূক্তরা! চল আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পালনে আত্মনিয়োগ করি। আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে। খেলাফতকে যথাযোগ্য মূল্য দিতে হবে। খলীফা হুযুরের সকল নির্দেশ মহব্বতের সাথে, বিনয়ের সাথে পালন করতে হবে। জান-প্রাণ ধন-সম্পদ সবকিছু কুরবান করে খলীফার সকল কল্যাণময় নির্দেশ পালন করে যেতে হবে। নেযামের আনুগত্য করতে হবে। ফরয মনে করে দাওয়াত ইল্লাল্লাহ্ করতে হবে। যারা দাওয়াত ইল্লাল্লাহ করেন, তারা আল্লাহ্র নিদর্শন দেখেন।

এরজন্য সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.)-এর প্রত্যেক জুমআর খুতবা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, প্রতিদিন পাঁচ বেলা নামায বাজামা'ত আদায় করতে সচেষ্ট হতে হবে। রাতে ঘুমানোর পূর্বে প্রাণভরে অনেক দরূদ পড়ে ঘুমাতে হবে। গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামাযে কান্নাকাটি করতে হবে।

প্রিয় নবী মহানবী (সা.) বলেছেন, গভীর রাতে তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহ তালা আমাদের খুব কাছে চলে আসেন এবং আমাদের কাকুতি-মিনতিভরা ক্রন্দনময় দোয়া কবুল করেন।

আহমদীয়া জামাতের ১২৪ বছরের ইতিহাস

সাক্ষী, যুগ-খলীফার অনুগত আল্লাহর বান্দাদের দোয়া আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন। যারা যুগ-খলীফাকে ভালবাসেন, তাঁর জন্য দোয়া করেন, তাদের প্রতি অবশ্যই করুনাময় আল্লাহ করুনা করেন ও করবেন। এটি কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি।

হতভাগা সে, যে এখনও এর প্রতি সচেতন হচ্ছে না, লাভবান হচ্ছে না। আজ যারা আল্লাহর দয়া ও কৃপা লাভ করতে চান, তাদের উচিত, আমাদের এই খেলাফতের আনুগত্য করা, সে যে-ই হোন না কেন। যারা দোয়া-কবুলের নিদর্শন দেখতে চান, তারা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরুন। আল্লাহ তালার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করুন 'বাদশাহ তেরে কাপড়োঁ সে বরকত ঢুন্ডেঙ্গে', বাদশাগণ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কাপড় তথা খলীফার জামা'ত থেকে কল্যাণ কামনা করছেন- আমরা কেন বঞ্চিত হব? আমরা কেন দোয়ার প্রতি মনোযোগী হব না! দোয়া করে যেতে হবে, দিনের পর দিন; মাসের মাস; বছরের পর বছর- আজীবন দোয়া করে যেতে হবে। অবশ্যই দোয়া কবুল হবে। কিছু দোয়া তো মৃত্যুর পরে কবুল হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

"আমি মনে করি, শেষ-বিজয় দোয়ার মাধ্যমেই হবে এবং আম্বীয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামেরও এটাই পদ্ধতি ছিল। যখন দলিল প্রমাণে কাজ হয় না, তখন শেষ অস্ত্র হলো দোয়া। যেমন আল্লাহ তালা বলেছেন, **ওয়াসতাফতাহু ওয়া খাবা কুল্লু যাব্বারিণ আনিদ।** (সূরা ইব্রাহীম: ১৬) অর্থ: আর তারা (আল্লাহর কাছে) বিজয় প্রার্থনা করলো এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারী শত্রু ধ্বংস হয়ে গেল।

"খুব স্মরণ রাখিও, দোয়াই সেই হাতিয়ার বা অস্ত্র, যা আমাকে আসমান থেকে প্রদান করা হয়েছে এ যুগে বিজয়ের জন্য। হে আমার বন্ধুদের জামা'ত! তোমরা একমাত্র এই অস্ত্রের সাহায্যে জয়ী হতে পার। সকল নবীগণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই অস্ত্রের খবর দিয়েছেন। সবাই বলেছেন, মসীহ মাওউদ দোয়া এবং মহা-সম্মানিত রাব্বুল আলামীন খোদার দরবারে কান্নাকাটি করেই বিজয় লাভ করবেন----- যুদ্ধ এবং মানুষের রক্তপাত ঘটিয়ে নয়।" (তফসীর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) পৃ:২৯১)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে প্রতিদিন কিভাবে দোয়া করতেন?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

"আমি সর্বপ্রথম নিজের জন্য দোয়া করি, হে আল্লাহ্ ! আমার দ্বারা সেই কাজ করাও, যদ্বারা তোমার (ইয্যাত ও জালাল) সম্মান ও প্রতাপ প্রকাশ পায়। আর তোমার সন্তুষ্টি পুরোপুরি অর্জন করতে পারি।

দ্বিতীয়ত: আমার পরিবারের জন্য দোয়া করি, যেন আমার চোখের স্নিগ্ধতার কারণ হয়, আমার শান্তির কারণ হয়।

তৃতীয়ত: নিজ সন্তানদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করি, তারা যেন সবাই ধর্মের সেবক হয়।

চতুর্থত : আমার আন্তরিক বন্ধুদের জন্য নাম ধরে ধরে (দোয়া করি)।

পঞ্চমত : জামাতের সকলের জন্য (দোয়া করি), তাদেরকে আমি চিনি বা না চিনি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দোয়া করে গেছেন:

"হে আমার কাদের খোদা! আমার বিনীত দোয়াগুলো কবুল কর। এ জাতির কান এবং হৃদয় খুলে দাও এবং আমাদেরকে ঐ সময় দেখাও, যখন এই পৃথিবী থেকে কল্পিত-খোদার ইবাদত উঠে যাবে এবং পৃথিবীতে খাঁটি অন্তরে তোমার ইবাদত করা হবে। আমাদের এই ভূপৃষ্ঠ তোমার ন্যায়পরায়ন এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী বান্দাদের দ্বারা এভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, যেমন সমুদ্র পানিতে পরিপূর্ণ। তোমার রাসূলে করিম হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মহিমা এবং সত্যতা মানব হৃদয়ে অবস্থান করবে। আমীন।

হে আমার কাদের খোদা! আমাকে পৃথিবীতে এই পরিবর্তন দেখাও এবং আমার দোয়াগুলোকে কবুল কর, কারণ সকল ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী তুমি। হে শক্তিশালি, কাদের খোদা! এমনই কর। আমীন, সুম্মা আমিন। "

১০০ বছর পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরেও প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি আহমদী জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আমি এপ্রিল ১৯৬৬ সালে আহমদী হয়েছিলাম। ১৯৬৮ সালে রাবওয়াহ গিয়েছিলাম। তখন এই দারুত তবলীগ কেমন ছিল। এখানে কোন পাকা মসজিদ ছিল না। টিনের বারান্দায় নামায হোত। সারা বছরে ২/৪ জন মানুষ আহমদী হোতেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আহমদীয়াত তথা ইসলামের যে বিজয়ের কথা বলেছেন, সে বিজয় আল্লাহ্‌তালার প্রতিশ্রুত-বিজয়। এ বিজয় অবশ্যই হবে। তবে আমরা তো সে বিজয়ের সূচনা দেখছি। আমি দেখছি, আহমদীরা উন্নতি করছে। আমি অনেক দেখেছি,কেউ নতুন আহমদী হয়েছে-তাকে খালি হাতে বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। ২০/২২ বছর পর দেখছি, সে আল্লাহ্‌র সাহায্যে নিজস্ব বাড়ী-ঘর করে আনন্দে সংসার করছে, জামাতের সেবা করছে। আমি নিশ্চিত, যারা জামাতের সেবা করেন, দোয়া করেন, খলীফাকে ভালবাসেন, তাদের উন্নতি অব্যাহত থাকবে।কিন্তু আমি এটাও দেখছি, কেউ কেউ দুনিয়ার মোহে, দুনিয়ার লোভে সংসার-প্রেমে ডুবে যাচ্ছে এবং তারা অধ:পতনে যাচ্ছে। একদিন তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন, তাদেরকে হেদায়াত দিন।

আহমদীদের অগ্রগতি ও উন্নতিতে আহমদীয়াতের বিজয়। আহমদী জামা'তগুলোর উন্নতিতে আহমদীয়াতের বিজয়। প্রতিবছর নতুন দেশে আহমদীয়াতের প্রসার ঘটছে, এটি আহমদীয়াতের বিজয়। প্রতিবছর সবদেশে আহমদী জামা'তগুলো সম্প্রসারিত হচ্ছে।বড় হচ্ছে,শক্তিশালী হচ্ছে। কোথাও আহমদীয়াত থেমে থাকছে না। দেশে দেশে নতুন নতুন জামা'ত হচ্ছে।

আমাদের সবচেয়ে বড় বিজয় আল্লাহ্‌র রহমতে এম টি এ-র প্রতিষ্ঠা। আজ পৃথিবীর প্রায় সব অংশে এম টি এ শোনা ও দেখা যাচ্ছে।এর প্রসার ও প্রভাব, এর প্রতিফলন বা প্রতিক্রিয়া অনেক গভীর।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন পৃথিবীর সকল মানুষকে এক-ধর্মে একত্রিত বা জমা করার জন্য। ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর সকল জাতি ও সকল মানুষের ধর্ম।হযরত মহানবী মুহাম্মদ (সা.) খাতামান নাবীয়ীন, সকল মানুষের জন্য নবী। হযরত আদম (আ.) এর যুগে সকল মানুষ এক ধর্মে ও এক জাতিতে পরিনত হয়েছিলেন, যারা তাঁর সাহচর্যে এসেছিলেন।তারপর বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আল্লাহ্‌র নবীগণ আসতে থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে পরিণত হতে থাকে। অঞ্চলগুলো ভিন্ন ভিন্ন ছিল,তাদের ভাষাও ভিন্ন ছিল।কিন্তু ইসলাম আল্লাহ্‌র সর্বশেষ ধর্ম, সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত

মানুষের জন্য। কুরআন সকল মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র বানী।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)ইসলাম ও কুরআনের শিক্ষাকে অতি উত্তম পদ্ধতিতে মক্কা-মদিনা ও আশপাশের অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।কুরআন শরীফ থেকে জানা যায় যে, সমগ্র বিশ্বের মানুষকে ইসলাম ধর্মে নিয়ে আসার কাজ হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে (সূরা সাফ্‌ফ:১০)। সারাংশ এই যে,হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জামা'ত তথা আহমদীয়া খেলাফতের আসল কাজ এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষকে ইসলাম ধর্মে নিয়ে আসা-এক জাতিতে পরিণত করা। পৃথিবীর সকল মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও কুরআন শরীফে বর্ণিত ইসলাম গ্রহণ করবে। অন্য কারো ইসলাম নয়। একে বলা হয়েছে উম্মতে ওয়াহিদা (এক জাতি)। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর আহমদীয়া খেলাফতও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বরকত মন্ডিত খেলাফত। সূরা জুমআর আয়াত অনুসারে এটি মুহাম্মদ (সা.) এর যুগ। সূরা জুমআর সারাংশ এটাই যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ইসলাম গ্রহনের মাধ্যমে উম্মতে ওয়াহিদা সৃষ্টি হবে।

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া এমটিএ এমন একটি টর্চ-লাইট বা সার্চ-লাইট, যা দিয়ে আমরা দেখছি যে,আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত (কুরআনে বর্ণিত) উম্মতে ওয়াহিদার শুভ সূচনা হয়ে গেছে। এই বিংশ শতাব্দী অর্থাৎ আগামী একশ বছরে আহমদীয়া খেলাফতের হাতে ইসলামের বিজয় হবে এবং উম্মতে ওয়াহিদা পুর্নাঙ্গরূপ লাভ করবে।

আপনারা এমটিএ কে বোঝার চেষ্টা করুন, এমটিএ দেখার অভ্যাস করুন। যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) জুমুআর খুতবায় এরশাদ করেন, সারা পৃথিবীর সকল দেশের নিবেদিত-প্রাণ আহমদীরা যখন এম টি এ-র সামনে বসে খুতবা শোনেন-তখন সেটি হয় উম্মতে ওয়াহিদার বাস্তব-চিত্র। হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) যখন কোথাও জলসার বক্তৃতা প্রদান করেন, তখন সমগ্র পৃথিবীর আহমদী জামা'তগুলো এম টি এ-র সামনে বসে নিজ নিজ ভাষায় এর অনুবাদ শোনেন, তখন সেটি হয় উম্মতে ওয়াহিদার বাস্তব রূপ। আর এটি সকল অর্থে পরিপূর্ণ উম্মতে-ওয়াহিদা হয়ে দাঁড়ায়, যখন প্রিয় খলীফা হুযুর দোয়া পরিচালনা করেন। সমস্ত পৃথিবীর সকল আহমদীরা হাত তুলে হুযুরের সাথে দোয়ায় শামীল হয়ে যায়। হুযুর যখন আমীন বলেন, তখন পৃথিবীর সকল আহমদীরা আমীন বলে। এটিই উম্মতে ওয়াহিদার পরিপূর্ণ বাস্তব-চিত্র। সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত একই ইমাম মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এবং আল্লাহ্‌র নির্বাচিত যুগ-খলীফা মানুষের বর্তমান যুগ-ইমাম।

এম টি এ-র মাধ্যমে আজও দুনিয়ার মানুষ নিজ নিজ ভাষায় ইসলামের শিক্ষা লাভ করছে। ভবিষ্যতের মানুষ অবশ্যই এম টি এ-র মাধ্যমে ইসলাম শিখবে,কুরআন ও হাদীসের দরস শুনবে। দুনিয়ার মানুষ সবাই একই ইসলাম শিখবে। কুরআন ও হাদীসের একই ব্যাখ্যা দেয়া হবে। প্রত্যেক দেশের মসজিদগুলোতে আহমদী জামাতের মুরুব্বী সাহেব বা মওলানা সাহেব মানুষকে কুরআনের এক প্রকার ব্যাখ্যা দিবেন। প্রতি শুক্রবারে যুগ-খলীফার খুতবা সবাই শুনবে।

ফলে সকল মুসলমান একই জামাতের সদস্য হয়ে থাকবে।বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ফেরকার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হবে না।এরই নাম উম্মতে ওয়াহিদা।সূরা আলে ইমরান-এর ১০৪ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে। সারা পৃথিবীর সকল মুসলমান একই জামা'ত হয়ে থাকবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে খেলাফতের রজ্জুকে শক্ত হাতে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। আমীন।


IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

## আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

## আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Graphics Design
4. Elementary English
5. Familiar with Office Etiquette & Manners

## ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. কোর্স বাবদ প্রদেয় ঃ ভর্তি ফি -১০০.০০ টাকা, কোর্স ফি -৫০০.০০ টাকা এবং সার্টিফিকেট ফি -১০০.০০ টাকা
সর্বমোট ৭০০.০০ টাকা।

## বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

**সৈয়দ খালেদ হাসান**
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৫৫৮৩১৯৬২৬, ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

**মোহাম্মদ ইউনুস আলী**
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

# খেলাফত : বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পন্থা

*মুহাম্মদ খলীলুর রহমান*

**(২য় কিস্তি)**

### ২। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ইসলামী-খেলাফত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচালনাধীন ঐশী-সাহায্য এবং সমর্থনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক আন্দোলন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলেছে। আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে ইতিমধ্যে বর্তমানে ২০২টি দেশে এই আন্দোলনের কাজ চলছে এবং যে-বীজ বপিত হয়েছে, তা ঐশী-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগামী বছর-গুলোতে বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত হবে এবং ফুলেফলে সুশোভিত হবে। বর্তমানে এই আন্দোলন যুগ-খলীফার নেতৃত্বাধীনে ইসলামের তালীম, তরবীয়াত ও তবলীগের জন্যে সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সুদূর-প্রসারী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এগিয়ে চলছে।

### (ক) শান্তিবাণী প্রচার-পদ্ধতিঃ

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন: "ধর্মের ব্যাপারে কোন শক্তি প্রয়োগ নাই" (সূরা বাকারা)। কোন কোন ইসলাম-বিরোধী ব্যক্তিবর্গ অভিযোগ করতে দ্বিধা করেন না যে, ইসলাম 'এক হাতে তলোয়ার এবং অন্য হাতে কুরআন' দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। এমনকি দুর্ভাগ্য-জনক হলেও সত্য যে, ***মুসলমান-পন্ডিতদের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তি এবং সংগঠন ইসলামের নামে শক্তি-প্রয়োগ নীতিতে শুধু বিশ্বাসীই নয়, সুযোগ-সুবিধা পেলে পেশী-শক্তি এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন না। এই কারণে ইসলামের সত্যিকার শান্তিবাদী-শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে পবিত্র কুরআনের আলোকে, সময়োচিত পন্থা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে, সদুপদেশ এবং উত্তম-আদর্শ ও যুক্তি-জ্ঞানের মাধ্যমে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলাম প্রচার করে চলেছে*** (নহল : ১২৬)।

***দ্বিতীয়তঃ*** এই নীতির আলোকে জগতের সকল প্রসিদ্ধ-ভাষায় পবিত্র কুরআনর তরজমা ও তফসীর প্রকাশ, হাদীসের অনুবাদ ও প্রচারনার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত। ***তৃতীয়তঃ*** বিশ্বব্যাপী মসজিদ ও প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। বিশেষত: এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের দিকে অধিকতর দৃষ্টি প্রদান করা হচ্ছে। কারণ, শেষ-যুগে "পশ্চিম হতে ইসলামের সূর্য উদিত হবে" বলে হাদীসের ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে (মুসলিম শরীফ)। ***চতুর্থত:*** আফ্রিকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ক্লিনিক স্থাপন করা হচ্ছে।

***পঞ্চমত:*** 'সুলতানুল কলম' হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ:) যে সকল বই-পুস্তক (৯০খানা) লিখেছেন, সেগুলো পুন:প্রকাশ, অনুবাদ ও প্রচারনা সহ অন্যান্য পুস্তক, পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার কাজ চলছে। যুগ-খলীফার খুতবা এবং লেকচার, সাক্ষাৎকার, ইত্যাদি নানাভাবে প্রচার করা হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি পত্রিকা বিভিন্ন দেশ হতে প্রকাশিত হচ্ছে।

***ষষ্ঠত:*** আধুনিক প্রচার-মাধ্যম, কম্পিউটার-প্রযুক্তি, রেডিও, টিভি, 'MTA, ভিডিও ক্যাসেট, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার-কার্য দ্রুত সফলতা অর্জন করছে।

***সপ্তমত:*** প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত 'মোবাল্লেগ' (প্রচারক) এবং 'মোয়াল্লেম' (শিক্ষক) হিসেবে শত শত যুবক জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খলীফার তত্ত্বাবধানে প্রচারকার্য করে যাচ্ছেন।

***'ওয়াকফে নও'*** স্কীমের মাধ্যমে আগামী শতাব্দীতে প্রচারক, তথা-মুবাল্লিগদের চাহিদা পূরণের জন্য যুগ-খলীফা যে ঘোষণা দান করেছেন, তাতে হাজার হাজার পিতামাতা তাদের নবজাত শিশুদেরকে ইসলামের খেদমতের জন্যে উৎসর্গ করেছেন।

***অষ্টমত:*** প্রত্যেক আহ্‌মদী-সদস্য উত্তম-আখলাক, উত্তম-ব্যবহার এবং হৃদ্যতার সংগে ***'দায়ী ইলাল্লাহ'*** (আল্লাহ্‌র-দিকে-আহবানকারী) হিসেবে ইসলামের প্রচার-কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। কেননা, তাঁরা খলীফার হস্তে বয়আতের মাধ্যমে এই মর্মে বিশেষভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, 'তাঁরা ধর্মকে যাবতীয় পার্থিব-বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করবে' ।

***নবমত:*** কেন্দ্রীয়, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সম্মেলন,পরামর্শ-সভা, জলসা, ইজতেমা, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার ও প্রশিক্ষণ-কর্মসূচী গতিময়তা লাভ করে চলেছে।

### (খ) ইসলামী খেলাফত ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাঃ

আহ্‌মদীয়া জামা'তের খলীফার পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রনাধীন অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট (নাযারত), আঞ্জুমান এবং মজলিস রয়েছে, যেগুলোর মূল-উদ্দেশ্য হলো ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ এবং প্রচারকার্যকে দেশ-দেশান্তরে কার্যকর-

**আধ্যাত্মিক- আন্দোলন হিসেবে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল কর্মকান্ড একটি মুল-উদ্দেশ্যের দিকেই ধাবিত এবং সেদিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে। সেই উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্‌র-সন্তুষ্টি এবং তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য ও ফরমাবরদারী।**

পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনা করা। বর্তমানে পৃথিবীর ২০২ টি দেশে স্থানীয়-জামা'তসমূহ রয়েছে। কিশোর ও যুবকদের জন্যে মজলিসে আতফালুল আহ্‌মদীয়া ও মজলিসে খোদ্দামূল আহ্‌মদীয়া রয়েছে। বয়স্কদের জন্য রয়েছে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ এবং কিশোরী ও মহিলাদের জন্য রয়েছে নাসেরাতুল আহ্‌মদীয়া ও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌।

এ ছাড়া রয়েছে কতকগুলো বিশেষ স্কীম, যেমন– তাহ্‌রীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ, ওয়াকফে নও, ইত্যাদি। দেশীয় ও স্থানীয় জামা'ত ও মজলিস সমূহের নিজ নিজ নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সংসদ রয়েছে এবং কার্য সম্পকিত রিপোর্ট-পদ্ধতি এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে পরামর্শ গ্রহণের (শূরা) পদ্ধতি রয়েছে।

খলীফা নির্বাচনের জন্যে "মজলিসে ইন্তেখাব" রয়েছে। উল্লেখ্য যে, খলীফা 'যীল্ল' বা প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন । তাঁকে কোন কারণে অপসারণ করা যায় না। মোটকথা, ইসলামী খেলাফত-ভিত্তিক একটি সুবিন্যস্ত এবং সাংগঠনিক কাঠামো সুবিশাল কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিল তিল করে সাফল্যের দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে।

## (গ) ইসলামী খেলাফত ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

বিশ্বব্যাপী ইসলামের শিক্ষা ও প্রচার-ব্যবস্থা, পরিকল্পনা এবং সাধারণভা দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরনের জন্যে অর্থের প্রয়োজন। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী সদস্যদের চাঁদা এবং উইলকৃত (ওসিয়্যত) সম্পত্তি ও আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা এবং বিধিবদ্ধ যাকাত হতে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা "নেযামে বায়তুল মাল" গঠন করা হয়েছে। বিশেষত: বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে পরিচালিত যাকাত ও ওসিয়্যত ব্যবস্থা পৃথিবীতে নতুন-বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল-সুত্র রূপে দিক-নির্দেশনা এবং বিশ্বব্যাপী বিরাজিত আর্থিক ও নৈতিক সমস্যাবলীর যুগপৎ সমাধান দান করবে, একথা আমরা দৃঢ়তার সাথে ঘোষনা করতে পারি।

## (ঘ) সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ

আহ্‌মদীয়া মুসলিমা জামা'ত তার সীমিত আর্থিক-ক্ষমতা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থানে বিশেষত: আফ্রিকার প্রত্যন্ত-অঞ্চলে অবহেলিত- মানবতার কল্যাণে উন্নয়নমূলক-প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করছে। 'নুসরত জাঁহা স্কীম', শিক্ষামূলক কর্মসূচী, আফ্রিকা-ভারত স্কীম, গৃহ-নির্মাণ স্কীম, হযরত বেলাল স্কীম, মরিয়ম শাদী ফান্ড, Humanity First, ইত্যাদি বিশেষ-প্রকল্প ছাড়াও স্থানীয়ভাবে শাখা-সংগঠন ও মজলিস সমূহ সদা-সর্বদা মানবতার সেবায় সচেষ্ট রয়েছে। ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষার প্রচার এবং অনুশীলন এবং মানবতার কল্যাণে পৃথিবীর কোণে কোণে বসবাসকারী আহমদীগণ প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ, যেভাবে বয়আত গ্রহণের অন্যতম শর্তে বলা হয়েছেঃ "প্রত্যেক বয়আতকারী আল্লাহ্‌ তাআলার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।" আহমদীরা পৃথিবীর কোণে কোণে "Love For All, Hatred For None" অর্থাৎ "সকলের জন্য ভালোবাসা, কারো প্রতি ঘৃনা নয়"- এই নীতি অবলম্বন করছে এবং প্রচার করছে। ফলত: সমাজের যে যে জায়গায় আহমদীরা বসবাস করছে, সেখানে তারা মানুষের হৃদয় জয়ের চেষ্টা করছে।

## (ঙ) ঐশী -সাহায্য এবং ঐশী-অনুগ্রহভিত্তিক কর্মকান্ডঃ

আধ্যাত্মিক-আন্দোলন হিসেবে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল কর্মকান্ড একটি মুল-উদ্দেশ্যের দিকেই ধাবিত এবং সেদিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে। সেই উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্‌র-সন্তুষ্টি এবং তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য ও ফরমাবরদারী। তাই, বিগত প্রায় একশত পঁচিশ বছরের ইতিহাসে বিরোধিতার অগ্নি-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এবং বিরুদ্ধবাদীদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচালিত সর্ব প্রকার বাধা-বিঘ্ন ও ফত্‌ওয়াবাজী সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহে এই আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করছে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী

(আ.) বলেছেন: "যা কিছু হবে দোয়ার দ্বারাই হবে, দোয়াই আমাদের অস্ত্র।" পৃথিবীতে এক মৃদু-সমীরণ বইতে শুরু করেছে, যার ফলে সৎ-স্বভাবের আত্মাগুলো উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। তারা দিক্-দিগন্ত থেকে ছুটে আসছে- বহু আকাংখিত স্বপ্নের বাস্তবায়নের মহা-লক্ষ্যে। পক্ষান্তরে, বৃদ্ধি পাচ্ছে বিরুদ্ধবাদীদের অন্তর্জ্বালা এবং প্রতিপদে তাদের পরাজয়ের গ্লানি (সুরা ফাতহ: ৩০)।

## (চ) বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় হতে উদ্ধারঃ

ব্যক্তি ও পরিবার, জাতি ও আন্তর্জাতিক-জীবনের সকল ক্ষেত্রে আজ মূল্যবোধের অবক্ষয়, জটিল সমস্যা ও সঙ্কটের বলয়ে পড়ে মানুষ হিমসিম খাচ্ছে। পবিত্র কুরআনের মূল্যায়ণের প্রেক্ষিতে বলতে হয় যে, "স্থলে ও জলের সর্বত্র ফাসাদ ও বিশৃংখলা ছেয়ে গিয়েছে"(সুরা রূম: ৪২)। সকল অবক্ষয় এবং সংকটের অন্তর্নিহিত কারণগুলো সঠিকভাবে নিরূপন করতে হবে। তারপর যথোপযুক্ত প্রতিকার-ব্যবস্থা এবং পদক্ষেপ নিতে হবে। সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আধুনিক প্রযুক্তি ও আবিস্কারগুলোর অপব্যবহার দ্বারা অবক্ষয়ের পরিমাণ, প্রচন্ডতা এবং পরিধি অতীতের সকল হিসাব-নিকাশের উর্ধ্বে চলে যাচ্ছে। এগুলো থেকে উদ্ধারের জন্য আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক সংশোধনের জন্য খলীফার নেতৃত্ব অনস্বীকার্য ।

***প্রথমত:*** দাজ্জালী ফেতনার ভয়াবহতা সম্বন্ধে হাদীসে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.)-এর জন্মের পর হতে কেয়ামত পর্যন্ত এত বড় ফেতনার সৃষ্টি হয় নাই (মিশকাত)। এই ফেতনা পৃথিবীতে বস্তুবাদিতা এবং পাপ-প্রবণতা ছড়াচ্ছে এবং এজন্য মূলত: ত্রিত্ববাদী ও প্রায়শ্চিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম-বিশ্বাস দায়ী। যিশু খ্রিষ্টের ইশ্বরত্বে বিশ্বাস করলে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ব হয়ে যায়-এই মতবাদের ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে পাপের প্রবণতা সীমাহীন-মাত্রা লাভ করেই চলেছে। এই সকল ফেতনা হতে রক্ষা করার জন্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) প্রমান করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন এবং কাশ্মীরে তাঁর সমাধি রয়েছে। এই ভাবে তিনি ত্রিত্ববাদী মতবাদ বিধ্বস্ত করেছেন। আহ্‌মদীয়া খেলাফতের মাধমে এই সত্য দ্রুতগতিতে পৃথিবীব্যাপী প্রচারিত হয়ে চলেছে্ ।

***দ্বিতীয়তঃ*** ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনার কারণে বর্তমান যুগে পৃথিবীব্যাপী যান্ত্রিক-বস্তুবাদ, নাস্তিকতা এবং যুদ্ধ-বিবাদ ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন পরাশক্তি এবং তাদের সমর্থনে বিশ্বব্যাপী এক ধরণের নৈরাজ্য এবং ধ্বংস চলছে, যা যেকোন-মুহূর্তে আর একটি মহাযুদ্ধের আকারে কেয়ামতসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি করবে। এই নাজুক বিশ্ব-পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্যে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামী শিক্ষার আলোকে যে সমাধান পেশ করে চলেছে, সেই সমাধান যদি আজ জাতিসমুহ গ্রহণ করে, তবে আজ থেকেই বিশ্ব-শান্তি নিশ্চিততম-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে [দেখুন: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত "ইসলামী নীতি-দর্শন" এবং হযরত খলীফাতুল মহীহ্ সানী (রা.)-এর "আহ্‌মদীয়াত, দি ট্রু-ইসলাম" পুস্তক, খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) প্রণীত "বিশ্ব-সমস্যাবলীর ইসলামি সমাধান" পুস্তক, যুগ- খলীফাগণের এতদসংক্রান্ত পুস্তকাবলী এবং বক্তৃতামালা, www.alislam.org দ্রষ্টব্য]।

***তৃতীয়তঃ*** হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আখেরী-যুগের মুসলমানদের অবস্থার সঙ্গে ইহুদীদের অবস্থার সাদৃশ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, তারা মারামারি, ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে , একটি মাত্র দল সত্যিকার ইসলামী-শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আরো বলা হয়েছে ঃ সত্যিকার-ইসলাম থাকবে না, কুরআনের শিক্ষা অনুসৃত হবে না, সুরম্য-মসজিদগুলো হেদায়েত-শূণ্য হবে , আলেমগণ নিকৃষ্টতম-জীব বলে প্রমাণিত হবে ('তিরমিজি , বাইহাকী, মিশকাত')। ***এই অবস্থা থেকে রক্ষা-কল্পে নেক ও মুত্তাকীগণের কর্তব্য হবে গোঁড়ামী এবং অন্ধ-বিশ্বাস পরিহার করা। যে ব্যক্তি বা জাতীর ঘাড়ের ওপর গোঁড়াপন্থী এবং যুদ্ধংদেহী আলেমগণ চেপে বসেছে, তাদের মুক্তির কোন পথ নেই, যতক্ষণ তারা ন্যায়-পরায়নতা এবং সুস্থ-বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পরিচালিত না হয়। সমকালীন মানব-ইতিহাসের ঘটনাবলী একথার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করছে।***

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ ***"মোকাম ও মুবিঁ আজরাহে তাহকীর। বদওরে আনোশ রাসুলাঁ নাজ করদন্দ।"*** অর্থঃ তাঁর মোকাম ও মর্যদার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাইওনা। কারণ, তাঁর যুগের জন্য অতীতের রসুলগণ গৌরব করে গেছেন ।

## ৩। খেলাফত এবং অন্যান্য সংগঠনঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ "কত ছোট ছোট দল আল্লাহর ইচ্ছায় বড় বড় দলের উপর বিজয় লাভ করেছে এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলের সঙ্গে আছেন" (সূরা বাকারাঃ ২৫০)। আহমদীয়া মুসলীম জামা'ত একজন খলীফার নেতৃত্বাধীনে সুপরিকল্পিত-পথে অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্যের সংগে বিশ্বব্যাপী ইসলামী-শিক্ষা ও আদর্শের পুনর্জাগরণ ও প্রচারের কাজ করে যাচ্ছে ।

## (ক) পীরতন্ত্র ঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ"যে-ব্যক্তি সত্যপথ অনুসরন করে, সে কেবল তাহার নিজের আত্মার জন্যই তাহা অনুসরণ করে। এবং যে-ব্যক্তি বিপথগামী হয়, সে তাহার নিজের ক্ষতির জন্যই বিপথগামী হয়। এবং কোন বোঝা-বহনকারী (আত্মা) অন্য কাহারও বোঝা বহন করিবে না" (সূরা বনী ইস্রায়েলঃ ১৬)। এই নীতির আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে , প্রচলিত পীর-পন্থা, মাজার-পুজা, উসিলা-পন্থা, ইত্যাদি নিরর্থক-প্রচেষ্টারই নামান্তর মাত্র। ব্যক্তিবিশেষ নিজে ধর্মীয়-অনুশাসন পালন না করে পীর-ফকির অথবা মাজার, ইত্যাদির মাধ্যমে কোন সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা করা ইসলাম সম্মত নয়।

## (খ) স্বকপোল- কল্পিত বিভিন্ন সংগঠন ঃ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে হযরত আদম (আ.) হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত ধর্মীয় ও নৈতিক সমস্যাবলী এবং অবক্ষয় হতে উদ্ধারের জন্য 'মামুর মিনাল্লাহ্' তথা

ঐশী-নির্দেশিত নবী-রসূল এবং তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে খলীফাগণের অথবা মুজাদ্দিদগণের দ্বারা এবং আখেরীযুগে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কার, পূনর্জাগরণ ও সম্প্রচারের দায়িত্ব পালনের কথা রয়েছে। হাজার হাজার বছরের ধর্মীয়-ইতিহাস একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের স্বকপোল-কল্পিত কোন 'ইসলামী দল' অথবা কোন 'প্রচার-সংঘ' অথবা কথিত 'খেলাফত- আন্দোলন', ইত্যাদি আপাতঃদৃষ্টিতে শ্রুতিমধুর মনে হলেও বিষয়গুলোর সত্যিকার কোন ভিত্তি নেই। সে জন্যেই সেগুলো সত্যিকার অর্থে জগতের সামনে ইসলামী-শিক্ষা ও আদর্শকে উপস্থাপন করতে পারছে না । ধর্ম মানুষের তৈরী কোন বিষয় নয়। তাই এইসব সংগঠনের নেতাগণের উচিত, ঐশী-নির্দেশিত "খেলাফত কোথায়" - প্রথমেই তা নিরূপন করা।

## (গ) রাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতি ঃ

বলা নিস্প্রয়োজন যে, রাষ্ট্র-শাসনের জন্যে ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিদের ওপর দায়িত্ব অর্পণের শিক্ষা প্রদান করেছে এবং ন্যায়পরায়নতা, পারস্পরিক-পরামর্শ ও আলোচনার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছে (সূরা নেসাঃ ৫৯, শূরাঃ৩৯, হুজুরাত ঃ৭-১২)। ফলতঃ বংশগত-অধিকার অথবা পেশীশক্তির বলে যারা শাসন করছে, তাদের শাসনাধিকার ইসলাম তো নয়ই, যুক্তি-জ্ঞান বা পরিশীলিত কোন মানদন্ড দ্বারাও গ্রহণযোগ্য নয় ।

মৌলিক মানবাধিকারের নীতি অবহেলিত হওয়ার কারণে ইসলাম কতকগুলো শাসন-ব্যবস্থা সমর্থন করে না, যেগুলো মূলত অধিকাংশ জনসাধারণ কর্তৃক সমর্থিত নয় এবং যেখানে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নাই।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্রের পার্থিব-ব্যবস্থাপনার বাহ্যিক বিষয়গুলো মূলত: রাষ্ট্রের শাসকদের ওপরেই ন্যস্ত থাকবে। আর্থ-সামাজিক ও পার্থিব-বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক-পদ্ধতির অনুসরন অবশ্যই উত্তম-পন্থা। এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ্য যে, আহমদীয়া জামা'ত কোন রাজনৈতিক-সংগঠন নয় এবং কোন দেশের শাসন-ক্ষমতা লাভের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করছে না। আহমদীরা বর্তমানে ২০২টি দেশে বসবাস করছে এবং তারা নিজ নিজ দেশের সুনাগরিক এবং রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রত্যেক দেশের সভ্য ও সুশীল-সমাজ যেভাবে ধর্মীয়-স্বাধীনতার মৌলিক-অধিকার নীতিতে বিশ্বাসী, তেমনিভাবে আহমদীগণও ধর্মীয়-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের নীতিতে বিশ্বাস করে না।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

*হামকো কেয়া মুলকোঁ ছে- হামারা মুলক হ্যায় সব জুদা ।*

*হামকো কেয়া তাজোঁছে- হামারা তাজ হ্যায় রিজওয়ানে ইয়ার ।*

অর্থ- রাজ্য দিয়ে আমরা কি করবো- আমাদের রাজত্ব অন্যদের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। আমাদের রাজ-মুকুটের কি দরকার- আমাদের মুকুটতো হচ্ছে আমাদের পরম বন্ধুর ( আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি।

## (ঘ) অন্যান্য ধর্মীয় মতবাদঃ

ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌তালা কর্তৃক সকল জাতিতে প্রেরিত নবী-রসুলগণের ওপর ঈমান আনতে নির্দেশ দিয়েছে (বাকারা ২৮৬)। সুতরাং বিশ্বব্যাপী ঐক্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ ইসলামেই সঠিকভাবে নিহিত। বিশেষত: শেষ-যুগে হিন্দুধর্মে 'কলকি অবতার' বৌদ্ধ-ধর্মে মৈত্রেয়', পার্শী-ধর্মে মসিদর বহরমী, খৃষ্ট-ধর্মে 'মনুষ্যপুত্র ঈসা' এবং শিখ-মতবাদে 'মাহদী-মীর' নামক যে মহাপুরুষের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বানী সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলীতে রয়েছে, সেগুলো একজনের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, যাকে ইসলাম ধর্মে 'ইমাম মাহ্‌দী' ও 'মসীহ্ মাওউদ (আ.)' রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং উদাত্ত আহবান এই যে, আপনারা উন্মুক্ত হৃদয়ে স্ব স্ব ধর্ম-গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পর্যালোচনা করে দেখুন এবং প্রতিশ্রুত 'আখেরী যামানা' বা 'কলি যুগ'-এর প্রতিশ্রুত-মহাপুরুষ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঐশী-সংগঠনকে সনাক্ত করার চেষ্টা করুন। তাহলে অব্যশ্যই আহ্‌মদীয়া সংগঠনের সত্যতার সন্ধান পাবেন।

বর্তমানে আহ্‌মদীয়া জামা'তের সদস্য-সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু সেই সংগে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম ঈসা (আ.)-এর যুগে তিনশত নয় বছর খৃষ্টানগণ গিরি-গুহায় তথা 'আসহাবে কাহাফ' হিসেবে জীবন যাপন করেছেন (কাহাফ: ২৬১)।

সেই তুলনায় তিনশত বছরের মধ্যে দ্বিতীয় ঈসা (আ.)-এর যুগে ইসলামী খেলাফতের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মহাবিজয়ের ঐশী-প্রতিশ্রুতি এবং সেই লক্ষ্যে অগ্রগতি অবশ্যই মহা-তাৎপর্যপূণ। মানবজাতির আসন্ন দুটি শতাব্দীর ইতিহাস এ কথার সত্যতার সমুজ্জল সাক্ষ্য বহন করবে (ইনশাআল্লাহ)।

## (ঙ) জাতিপুঞ্জ এবং জাতিসংঘঃ

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মত ও পথের বিভিন্নতা এবং মুষ্টিমেয় পরাশক্তি গুলোর ভেটো দানের ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে জাতিসংঘ সত্যিকার-অর্থে যথার্থ-ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। ফলে যে-কোন মূহর্তে চলমান আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতি মহাযুদ্ধে পর্যবসিত হতে পারে। ইতিপূর্বে জাতিপুঞ্জের সীমাবদ্ধতার কারণে সংগঠিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনা থেকে একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী শিক্ষার আলোকে জাতি সমূহের জন্য সত্যিকার অর্থে বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তা এবং মানব-কল্যাণ নিশ্চিত ভিত্তির উপর রচিত হতে পারে (সূরা নূর :৫৬, সূরা হুজুরাত: ১০)। সম্প্রতি আহমদীয়া জামা'তের যুগখলিফা এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সম্বোধন করে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ ও পন্থা সম্পর্কে পত্র দিয়েছেন এবং বিভিন্ন স্থানে ভাষণ প্রদান করেছেন যেগুলো মিডিয়ার মাধ্যমে সম্প্রচারিত হচ্ছে আহমদীয়া জামাতের ২০২টি দেশের প্রচার কেন্দ্র থেকে।

(চলবে)

# হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্ম প্রচার

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান

হযরত ইমরান (আ.)-এর পরিচয় : 'ইমরান' নামটি দু'ব্যক্তির প্রতি আরোপ করা যেতে পারে: (ক) তিনি হযরত মূসা (আ.) হযরত হারুন (আ.) ও মরিয়মের পিতা ছিলেন। হযরত মূসা (আ.) ছিলেন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান (জিউ এনসাই, আমরান শীর্ষক যাত্রা পুস্তক ৬ : ১৮-২২)। তিনি একজন নবী ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) এর মা মরিয়মের পিতা ইমরান, অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) এর নানা, এ ইমরান হলেন যশীমের পুত্র (জরীর এবং কাসীর)। তিনি কোন নবী ছিলেন না (৩ : ৩৬)।

মরিয়ম নামে হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.) এর একজন বোন ছিলেন। কুরআনের বাকধারা ও সাহিত্য-রীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ খৃষ্টান লেখকগণ, যারা কুরআনকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রণীত গ্রন্থ বলে মনে করে এ ভুল ধরে বেড়ায়, মুহাম্মদ (সা.) অজ্ঞানতা বশত: হযরত মূসা (আ.) এর ভগ্নী মরিয়মের সাথে যীশুর মা মরিয়মকে একাকার করে ফেলেছেন। এসব বলে তারা মনে করে যে, তারা কুরআনে ঐতিহাসিক ভুল তথ্য আবিষ্কার করে ফেলেছে। অথচ কুরআনে বহু স্থানের লেখা হতে দেখা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) এ দু' নবীর মধ্যবর্তী সময়ে বহুনবী আগমন করেছেন, সময়ের দিক দিয়ে এ দু' নবীর দূরত্ব ও ব্যবধান খুবই দীর্ঘ (২ : ৮৮, ৫ : ৪৫)। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সা.) যখন মুগীরাকে (রা.) নাজরানের খৃষ্টানদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন খৃষ্টানেরা তাকে প্রশ্ন করলো 'তুমি কি কুরআন পড়নি যে, সেখানে মরিয়মকে হারুনের ভগ্নী বলে উল্লেখ রয়েছে, অথচ তুমি আমি সবাই জানি যে, হযরত মূসা (আ.) এর কত সুদীর্ঘ সময় পরে যীশুর জন্ম হয়েছিল?"

মুগীরা বলেন, আমি উত্তর জানতাম না, তাই মদীনায় ফিরে আমি এটা রসূল করীম (সা.) এর গোচরীভূত করি।" তিনি বল্লেন, তুমি তাদেরকে একথা বলতে পারতে যে, বনী ইসরাঈলরা প্রথা-অনুসারে তাদের সন্তানদের নাম হামেসা নবীদের বা সাধুদের নামানুসারে রেখে এসেছে। অর্থাৎ এক নামে বহু ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে হাদীস রয়েছে যে, হান্নার স্বামী এবং সে হিসাবে মরিয়মের পিতা ইমরান নামে পরিচিত ছিলেন এবং তার পিতার নাম ছিল যশীম। অতএব, এ 'ইমরান' মরিয়মের পিতা হযরত মূসা (আ.) এর দাদার নাম ছিল কোহাফা (যাত্রা পুস্তক ৬ : ১৮-২০)।

হযরত মরিয়ম (আ.) যাজক শ্রেণীভুক্ত : বনী ইসরাঈলদের মধ্যে এ-প্রথা প্রচলিত ছিল যে, সন্তানকে ধর্মশালার সেবায় উৎসর্গ করা হতো। এসেনিসদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে মরিয়মের মা হান্না মরিয়মকে উপাসনালয়ের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। এ সময় এসেনিসরা সমকালীন মানুষের কাছে বড় সম্মানের পাত্র ছিলেন। কেননা, এসেনিস সম্প্রদায় সন্ন্যাস-ব্রত পালন ও স্ত্রীলোকের সংসর্গ ত্যাগ করে কেবল মাত্র ধর্ম সেবা ও মানব-সেবার কাজে নিজদেরকে উৎসর্গ করতেন। ইহা প্রনিধানযোগ্য বিষয় যে, সুসমাচারের শিক্ষা এবং এসেনিসদের শিক্ষার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। মরিয়মের মা হান্না তাকে উপাসনালয়ে উৎসর্গ করার মানত করা দ্বারা এই ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যে, মরিয়ম কখনও বিবাহ করবে না এবং সান্নাসিনী থেকে যাজক শ্রেণীভুক্ত হবে। এ উদ্দেশ্য নিয়ে ইমরানের স্ত্রী হান্না বললেন, 'হে আমার প্রভু! যা কিছু আমার গর্ভে আছে তাকে আমি সংসার মুক্ত করে তোমার ধর্মের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে এটা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী (৩ : ৩৬)।

মরিয়মের মা হান্না গর্ভস্থ-সন্তানকে এই আশায় উৎসর্গ করেছিলেন যে, তার পুত্র-সন্তান হবে। কিন্তু তিনি যখন কন্যা-সন্তান প্রসব করলেন, তখন স্বভাবত: তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। এবং বললেন, হে আমার প্রভু! আমি যে এক কন্যা প্রসব করেছি। অথচ আল্লাহ্ তা সর্বাপেক্ষা অধিক জানতেন, যা তিনি প্রসব করেছিলেন, আল্লাহ্ বললেন, তার কাম্য পুত্র-সন্তান (এই প্রসূত) কন্যা সন্তানের সমতুল্য নয়। তখন হান্না বললেন, এবং আমি তার নাম মরিয়ম রাখলাম এবং তাকে এবং তার বংশধরগণকে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সোপর্দ করছি (৩ : ৩৭)। মরিয়মের মা হান্না দিব্য-দর্শনে আল্লাহ্‌র তরফ হতে জানতে পেরেছিলেন যে, মরিয়ম দীর্ঘজীবি হবেন এবং তার একটি আদর্শ সন্তানও হবে। এরূপ জানতে পেরে তিনি বিশ্ব প্রভুর কাছে এ দোয়া করেছিলেন। মরিয়মের ভবিষ্যৎ প্রভুর হাতে সপে দিয়ে তিনি তাকে স্বীয় শপথ অনুযায়ী উপাসনালয়ের সেবায় সোপর্দ করছিলেন (৩ : ৩৬)। ইহা একটি ব্যতিক্রম-ধর্মী উৎসর্গ ছিল। কেননা, এ উৎসর্গের জন্য কেবল পুরুষেরা মনোনীত হওয়ার রীতি ছিল। মরিয়মের মা স্বপ্নে এরূপ দেখছিলেন যে, তার কন্যা মরিয়মের একটি পুত্র সন্তান হবে (৩ : ৩৭)।

হযরত মরিয়ম (আ.) যখন জন্ম নিলেন, পুরোহিতের মধ্যে বাদানুবাদ চলছিল যে, তাদের মধ্যে হতে কে মরিয়মের অভিভাবক হবে এবং লালন-পালন করবে। তখন তারা আপন আপন তীর নিক্ষেপ করছিল, অর্থাৎ তারা ভাগ্য পরীক্ষার

মাধ্যমে ঠিক করলেন, উক্ত ভাগ্য পরীক্ষায় হযরত মরিয়ম (আ.)-এর ভগ্নীপতি হযরত যাকারিয়া (আ.) এর নাম আসায় তিনি মরিয়ম (আ.) এর অভিভাবক হলেন। হযরত যাকারিয়া (আ.) হলেন হযরত ইয়াহইয়া (আ.) (যোহন) এর পিতা, হযরত ঈসা (আ.) যীশুর খালু। হযরত যাকারিয়া বা যাকারিয়াস বনী ইসরাঈলের একজন পবিত্র লোকের নাম, কুরআনে তাকে নবী নামে অভিহিত করা হয়েছে (৬ : ৮৬)।

আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম ভাবে কবুল করলেন এবং তাঁকে উত্তমভাবে বর্ধিত করলেন। যখন হযরত যাকারিয়া (আ.) তাকে মেহরাবে অর্থাৎ ইবাদত-খানায় দেখতে যেতেন, তখন তার নিকট খাদ্য সামগ্রী পেতেন। তিনি একদিন বললেন, হে মরিয়ম! ইহা তোমার জন্য কোথা হতে আসে? মরিয়ম (আ.) বললেন, ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হতে (৩০ : ৩৮)। আসলে ঐসব ছিল উপহার-স্বরূপ, যা ঐ স্থানে আগমনকারীরা দান করতেন। মরিয়ম (আ.) এ কথা বলাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, 'আল্লাহ্‌র নিকট হতে'। কেননা, ভাল যা কিছু মানুষ প্রাপ্ত হয়, তা আসলে আল্লাহ্‌র কাছ হতে আসে। কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে, তিনি মূল দাতা বলে সাব্যস্ত হন। বস্তুত: মরিয়মের মত ধর্মীয়-পরিবেশে লালিত-পালিত একটি মেয়ের কাছ হতে এরূপ উত্তর না পাওয়াটা আশ্চর্যের বিষয় হত। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান, বেহিসাব দান করেন (৩ : ৩৮)।

শিশু বা কিশোরী মরিয়মের এই উত্তর হযরত যাকারিয়া (আ.) এর মনে এমনি গভীর রেখাপাত করলো যে, তাঁর অন্তরের অন্ত:স্থল হতে এই স্বাভাবিক উদাত্ত-বাসনা জেগে উঠলো, তারও যদি এমন একটি পবিত্র ও ধর্মপরায়ণ সন্তান লাভ হত। তিনি সাথে সাথে দোয়া করলেন, "রাব্বিহাবলী মিল্লাদুনকা যুর্‌রিয়াতান তাই'বাতান, ইন্নাকা সামীউদ্ দুয়া" হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর। নিশ্চয় তুমি বড় দোয়া শ্রবণকারী। (৩ : ৩৮)। এ দোয়া তিনি দীর্ঘকাল যাবত বার বার করেছিলেন।

আল্লাহ্ হযরত মরিয়ম (আ.) কে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পবিত্র করেছিলেন এবং তাকে তদানীন্তন বিশ্বের মহিলাদের উপরে মনোনীত করেছেন (৩ : ৪৩)। এবং

**হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর। নিশ্চয় তুমি বড় দোয়া শ্রবণকারী।**

তিনি বললেন, হে মরিয়ম! তুমি তোমার প্রভুর আনুগত্য কর এবং সেজদা, অর্থাৎ পরম-দীনতা প্রকাশ কর এবং রুকুকারীগণের, অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীগণের সাথে মিলে রুকু কর (৩ : ৪৪)। এবং তার উপর শান্তি-যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং যেদিন সে মৃত্যুবরণ করেছিল, এবং যে দিন তাকে জীবিত করে পুনুরুত্থিত করা হবে।

হযরত মরিয়ম (আ.) এর স্বপ্ন: যখন হযরত মরিয়ম (আ.) তার পরিবার বর্গ হতে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে অবস্থিত পূর্বমুখী উপাসনালয়ে চলে গেলেন, এবং নিদ্রায় গেলেন, তখন তিনি এক সত্য স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ দেখলেন। তিনি দিব্য-দর্শনে দেখলেন, এক ফিরিশ্‌তা স্বাস্থ্যবান-পুরুষ রূপে তাঁর নিকট দর্শন দিয়েছিলেন। যখন হযরত মরিয়ম (আ.) ফিরিশ্‌তাকে মানুষের আকৃতিতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, সতীত্ব সম্পন্না যুবতী-নারী ছিলেন বিধায় স্বভাবত তিনি ভীত ও বিব্রত হয়েছিলেন। জাগ্রত অবস্থায় সে ব্যক্তিকে তাঁর নিকটবর্তী দেখলে যে রূপ ভীত ও বিব্রত হতেন এবং এ কারণে তিনি সে ব্যক্তি হতে রহমান আল্লাহ্‌র আশ্রয় চেয়ে বললেন, আমি তোমা হতে রহমান আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যদি তুমি মুত্তাকী হয়ে থাক।

ফিরিশ্‌তা বললেন, আমি তোমার প্রভুর এক বাণী-বাহক মাত্র, যেন আমি তোমাকে এক পবিত্র-পুত্র সম্পর্কে সুসংবাদ দান করি। কাশ্‌ফের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। স্বপ্নের মধ্যে তার অনুভূতি এবং কথা কখনো স্বপ্নের প্রভাব এবং এর ফলাফল বহন করে, আবার কখনো এরূপ করে না এবং সে স্বপ্নের ঘটনাকে বাস্তব মনে করে এবং অনুভব করে, যেমন সে জাগ্রত- অবস্থায় করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বপ্নে কোন লোক যদি তার পুত্রের মৃত্যুতে খুশী হয়, তার এ অনুভূতি স্বপ্নের আরোপিত প্রভাব বলয় দ্বারা বুঝতে হবে, কারণ-কোন সুস্থ-প্রকৃতির মানুষ জাগ্রত অবস্থায় তার পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে কাশ্‌ফে ফিরিশ্‌তাকে দেখে মরিয়ম (আ.) যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা স্বপ্নের প্রভাবাধীন হয়ে বলেছিলেন; কেননা তাঁকে যখন শুভ-সংবাদ দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি আনন্দদায়ক বিস্ময় হয়ে ভাবলেন, খোদা কি এক পুত্র দান করে এরূপ অলৌকিক ব্যাপার ঘটাবেন? কিন্তু একথাগুলি যদি তাঁর স্বাভাবিক এবং বাস্তব অবস্থার উক্তি হত, তাহলে পুত্র জন্মের এ সুসংবাদ শুনে তিনি সম্পূর্ণরূপে হত-বুদ্ধি এবং আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়তেন এ চিন্তায় যে, তাঁর মত এক কুমারীর এক পুত্র জন্ম হবে! সেই কথা প্রথমোক্ত অবস্থায় অর্থাৎ কাশফের অবস্থায় আল্লাহ্ হযরত মরিয়মকে (আ.) পুত্র সন্তান দান পূর্বক যে, মহান অনুগ্রহে ভূষিত করতে যাচ্ছিলেন, এতে তার আনন্দ ও হর্ষ-বোধক বিস্ময় প্রকাশ পায়, যা কাশ্‌ফে ঘটে ছিল। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থায় তাঁর উক্তি মনে আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে নিজেকে নি:সঙ্গবোধ করার ভাব প্রকাশ করে, যা আসলে ঘটেনি। ফিরিশ্‌তা বললেন, তিনি ইহকাল এবং পরকালে সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকগণের অন্তর্ভুক্ত হবে; এবং সে দোলনায় এবং প্রৌঢ়বস্থায় লোকদের সাথে কথা বলবে এবং সৎকর্মপরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত হবে'। হযরত মরিয়ম (আ.) বললেন, 'হে আমার প্রভু! কিরূপে আমার সন্তান হবে, যখন কোন পুরুষ মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নি?

ফিরিশ্‌তা বললেন, এভাবে তোমার প্রভু বলেছেন, ইহা আমার জন্য সহজ, আল্লাহ্ যা চান সৃষ্টি করেন, যখন কোন বিষয় তিনি ফায়সালা করেন, তখন উহার সম্বন্ধে তিনি শুধু বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়, এবং

তিনি তাকে কিতাব এবং হিকমত এবং তওরাত এবং ইঞ্জিল শিক্ষা দিবেন। আল্লাহ্ আরও বলেছেন, 'ইহা এ জন্য করব যে, আমরা তাকে আমাদের তরফ হতে মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং রহমতের কারণ করি, এবং ইহা তকদীরে নির্ধারিত হয়ে আছে।

হযর ঈসা (আ.) এর পিতা-বিহীন জন্ম হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে, যা ইসরাঈলীদের জন্য অবশ্য এক বড় নিদর্শন ছিল। ইহা অঙ্গুলী নির্দেশ করেছিল যে, ইসরাঈলী ঘর হতে ইসমাঈলী বংশে নবুওয়াত স্থানান্তরিত হওয়া আসন্ন এবং ইহুদীদের জন্য সতর্ক-সংকেত স্থাপন করেছিল যে, তারা আত্মিক ভাবে এত কলুষিত এবং নৈতিকতায় এত অধ:পতিত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের কোন পুরুষ আল্লাহ্‌র নবীর পিতা হওয়ার জন্য যোগ্য ছিল না। ইহা এ অর্থে যে, কুরআনে হযরত ঈসা (আ.)-কে নির্ধারিত সময়ের জন্য একটা নিদর্শন বলা হয়েছে (৩৪ : ৬২)। অর্থাৎ, সে সময়ের নিদর্শন যখন নবুওয়াত ইসরাঈলী বংশ হতে ইসমাঈলী বংশে বদলী হয়ে যাওয়ার সময় ছিল। পিতা ছাড়া হযরত মরিয়মের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবে এবং এ ঐশী ফায়সালা অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ্‌র অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশার্থে কুরআন করীমে 'ক্বাযা ও 'ক্বদর' বলা হয়, এবং যখন এর সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র ফায়সালা চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন ইহাকে 'ক্বদর' বলা হয়। হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম পিতা ছাড়া হওয়া আল্লাহ্‌র ফয়সালা ছিল।

**স্বামী ছাড়া গর্ভধারণ :** স্বামী-সংসর্গ ব্যতিরেকে হযরত মরিয়ম (আ.) কিরূপে গর্ভধারণ করেছিলেন, তা আল্লাহ্‌র সে সকল গোপন রহস্যের অন্যতম, যা এখনও পর্যন্ত, সাধারণ প্রাকৃতিক বিধান সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, ইহা তার অনেক উর্ধে। কিন্তু মানুষের সর্বোচ্চ জ্ঞানও অত্যন্ত সীমিত। মানুষ সকল প্রকার ঐশী গুপ্ত-তথ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। প্রকৃতির মধ্যে এমন রহস্য বিদ্যমান, যা মানুষ এখনও উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়নি; সম্ভবত: সে কখনও এতে সক্ষম হবে না। সে সবের মধ্যে পিতা ছাড়া হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম একটি ধরে নেওয়া যায়। আল্লাহ্‌র পদ্ধতি দুর্জেয় ও দুর্বোধ্য এবং তাঁর শক্তি অসীম। কেবল 'কুন' (হও) শব্দ উচ্চারণে যে খোদা এ-বিশ্ব সৃষ্টি করতে পেরেছেন, নিশ্চয় তিনি জড়পদার্থে এরূপ পরিবর্তন আনতে পারেন, যা বাহ্য-দৃষ্টিতে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া, সমাধান করা অসম্ভব।

অধিকন্তু, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি হতে প্রকৃতির বিশেষ-অবস্থাধীনে যৌন-সংসর্গ ব্যতীত সন্তান জন্ম বা পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে নারীর সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবতা নাকোচ করা যায় না। চিকিৎসাবিদগণ নারীর শ্রেণীতে বা নিম্নাঙ্গের ভিতর সময়ে সময়ে প্রাপ্ত 'আরেনো ব্লাসটোমা' নামীয় এক বিশেষ প্রকার টিউমারের কারণে এ সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এসব টিউমার পুরুষ শুক্রানু বা পুং জনন-কোষ উৎপাদন করতে সক্ষম। যদি এ 'আরেনো ব্লাসটোমা' দ্বারা কোন নারী দেহে স্বক্রিয় বা জীবিত পুংজনন-কোষ সৃষ্টি হয়, তাহলে সে নারী কুমারী হলেও তার গর্ভ ধারণ করার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা যায় না; অর্থাৎ তার নিজ দেহ এরূপ ভাবে ক্রিয়াশীল হবে, যেন কোন পুরুষের দেহ হতে শুক্রানু সাধারণ প্রক্রিয়া দ্বারা অথবা কোন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর সাহায্যে তার দেহে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

সম্প্রতিকালে ইউরোপের একদল স্ত্রীরোগ-বিশারদ সন্তান-প্রসবের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করতে এমন সব ঘটনা প্রকাশ করেছেন, যেখানে প্রসূতি মাতার কোন সম্পর্ক বা সংযোগ কোন পুরুষের সঙ্গে ছিলনা (Lanecet)। হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম পিতার সহযোগ ব্যতিরেকে হওয়ার ব্যাপারটা বোধ হয় সম্পূর্ণভাবে একমাত্র ও অদ্বিতীয় ঘটনা নয়। পিতা ছাড়া শিশু জন্মের বহু ঘটনার প্রমাণ রয়েছে। যদি আমরা এ সমস্ত সম্ভাবনাকে বাদ দেই এবং অগ্রাহ্য করি, তাহলে হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম নাউযুবিল্লাহ্ অবৈধ বিবেচিত হবে। খৃষ্টান এবং ইহুদী উভয়ে একমত যে, হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম। খৃষ্টানদের মতে ইহা অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃত এবং ইহুদীদের মতে ইহা অবৈধ ছিল (যিউ এনসাইক)। এমনকি পারিবারিক কুষ্ঠি-নামাতেও হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম এরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে (তালমুদ)। কেবলমাত্র এ বাস্তব-ঘটনাটি গ্রহণ-যোগ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে যে, হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম অসাধারণ ছিল। বাইবেলের নতুন নিয়মানুযায়ী মরিয়মের স্বামী যোসেফ হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের পর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেনি (মথি: ১-২৫)। অতএব, সে তাকে গর্ভে ধারণ করল বাক্যাংশ কোন পুরুষের সংসর্গ ছাড়া হযরত মরিয়মের অসাধারণভাবে গর্ভবতী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করছে।

**হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম :** নাযারেথ হতে প্রায় সত্তর মাইল দক্ষিণে বেথেলহেম অবস্থিত। সেখানে হযরত ঈসা (আ.) ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। বেথেলহেমে যে সরাই খানায় হযরত ঈসা (আ.) ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেখানে কোন প্রকার প্রকোষ্ট ছিল না। যোসেফ এবং মরিয়ম (আ.) বাধ্য হয়ে খোলামাঠে অবস্থান করছিলেন এবং মরিয়ম (আ.) এর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে খেজুর গাছের কান্ডের নিকটে ছায়ার নীচে গেলেন, প্রসব বেদনায় কিছু অবলম্বন করার জন্য এবং তিনি বললেন, 'হায়', এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম এবং আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম। পাহাড়ের ঢালু দিক হতে ফিরিশ্‌তা ডাক দিয়ে বললেন, 'হে মরিয়ম! তুমি দু:খিত হইও না, নিশ্চয় তোমার প্রভু নিম্ন দেশ দিয়ে এক ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বেথেলহেম শহর সমুদ্রতল হতে ২৩৫০ ফুট উচ্চ পর্বতের উপর অবস্থিত এবং খুব উর্বর-উপত্যকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ পাহাড়ে ঝর্ণাসমূহ রয়েছে, এদের মধ্যে একটি সুলায়মানের ঝর্ণা নামে পরিচিত। অন্য একটি ঝর্ণা শহরের দক্ষিণ পূর্ব দিকে ৮০০ গজ দুরে অবস্থিত। এ সকল ঝর্ণা হতে বেথলহেম শহরে পানি সরবরাহ হয়ে থাকে।

হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন জুদাইয়াতে বৃক্ষে তাজা পাকা খেজুর ছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্টত: প্রমাণ হয় যে, ইহা আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাস ছিল, যা সেখানকার খেজুরের মৌসুম। কিন্তু খৃষ্টানদের প্রচলিত ধারণামতে হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর। এদিনটি খৃষ্টানজগতের সর্বত্র মহাসমারোহে 'বড়দিন' হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। খৃষ্টানদের এ বিশ্বাসকে কেবল কুরআন একা ভুল প্রতিপন্ন করেনি, বরং ইতিহাস, এমনকি বাইবেলের নতুন-নিয়মও এ দিনটি সম্বন্ধে একমত নয়।

(চলবে)

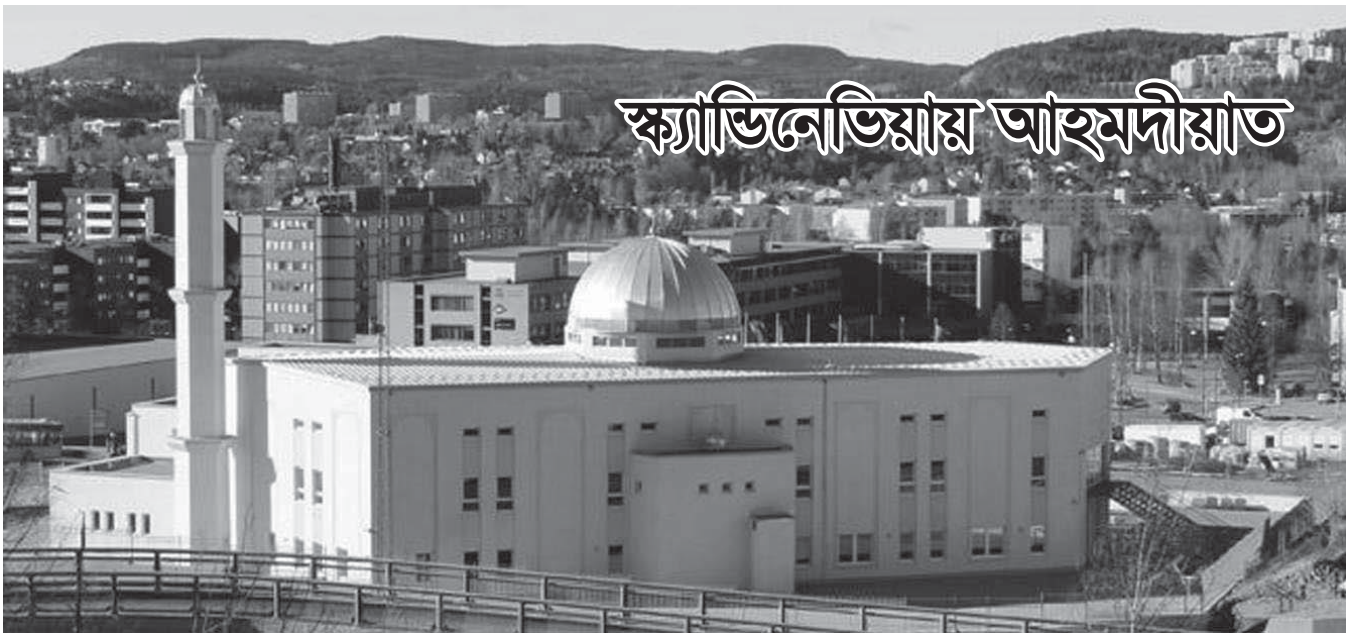

# স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় আহমদীয়াত

১৯৩২ সালে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) একটি স্বপ্নে দেখেন, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং হাঙ্গেরির লোকজন আহমদিয়াতের বাণীর জন্য অপেক্ষা করছেন। গুটেনবার্গে কামাল সাহেবের তবলীগে ৭ আগস্ট ১৯৫৬ তারিখে মি. এরিকসন যখন আহমদিয়াত গ্রহণ করেন তখন এই স্বপ্ন বাস্তবতায় রূপায়িত হয়। কামাল সাহেব সেখানে পৌঁছেছিলেন ১৪ জুন ১৯৫৬ তারিখে। আর পরবর্তীতে মি. এরিকসনের নাম রাখা হয় সাইফুল ইসলাম মাহমুদ। তাকে অনারারি আহমদি মিশনারি হিসেবে সুইটজারল্যান্ডে নিয়োজিত করা হয়। গুটেনবার্গে এবং স্টকহোমে কিছুকাল থাকার পর কামাল ইউসুফ সাহেব অসলোতে ২৮ আগস্ট ১৯৫৮ তারিখে আহমদিয়া মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ডেনমার্কে তবলীগি কার্যক্রম শুরু করেন।

ডেনমার্কের প্রথম আহমদি মুসলমান মি. আব্দুস সালাম ম্যাডিসন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর অনুমোদনক্রমে ১৯৬০ সালে তিনি ডেনিস ভাষায় আল কুরআনের অনুবাদ শুরু করেন, যা ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। কোপেনহেগেনে একটি আহমদি মসজিদ নির্মিত হয়, যার অর্থায়ন করেছিলেন আহমদিয়া জামা'তের মহিলাগণ।

২১ জুলাই ১৯৬৭ তারিখে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) সেই 'নুসরত জাহান মসজিদ'টি উদ্বোধন করেন। এটি স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের প্রথম মসজিদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হুজুর (রাহ.) বলেন, "এই মসজিদটি আল্লাহর ঘর এবং এটি আর কারো নয়। মুসলমানদের মসজিদের দরোজা সব ধর্মের অনুসারীদের জন্য উন্মুক্ত, যারা এক

**সৈয়দ কামাল ইউসুফ**

আল্লাহর ইবাদত করতে চায়।" (*আল-ফজল*, ১১ আগস্ট, ১৯৬৭)।

নরওয়ের অসলোতে ১ আগস্ট ১৯৮০ তারিখে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) জুম্মার নামাজ পড়িয়ে সে দেশের প্রথম মসজিদ 'নুর মসজিদ'-এর উদ্বোধন করেন।

২৯ জুলাই ১৯৮০ তারিখে এক সাক্ষাতকারে হুজুর (রহ.) বলেন, "আমি নিশ্চিত যে, ভালবাসা, মমতা এবং আমাদের নিঃস্বার্থ মানবসেবার মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোনো দিন আমরা আপনাদের হৃদয় জয় করবো। সেদিন আমরা প্রমাণ করবো, আপনাদের সামনে আমরা যে ধর্ম উপস্থাপন করছি তা আপনাদের ধর্মের চেয়ে ভালো। তখন আপনারা তা (সেই সত্য ধর্ম) মেনে নিবেন এবং গ্রহণ করবেন।" (*দৌরা মাগরিব*, পৃষ্ঠা: ১৮৫)।

২৫ জুন ১৯৯৩ তারিখে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে. (রহ.) নরওয়ের নর্ড কাপ সফর করেন। তিনি সেখানে জুম্মার খুতবা প্রদান করেন। এভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, 'আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো' পরিপূর্ণতা লাভ করে। (*সেন্টেনারি খিলাফত-এ-আহমদিয়া*, পৃষ্ঠা: ২৮৮-২৮৯, তাহরিকে জাদীদ আঞ্জুমান আহমদিয়া, পাকিস্তানের একটি প্রকাশনা, ২০০৮)।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রথমবারের মতো নরওয়ে সফর করেন ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসেও তিনি পুনরায় নরওয়ে সফর করেন এবং অসলোতে 'বাইতুন নসর' মসজিদ উদ্বোধন করেন।

*মাসিক তাহরিক-এ-জাদীদ (রবওয়া) অবলম্বনে*
*সিকদার তাহের আহমদ*

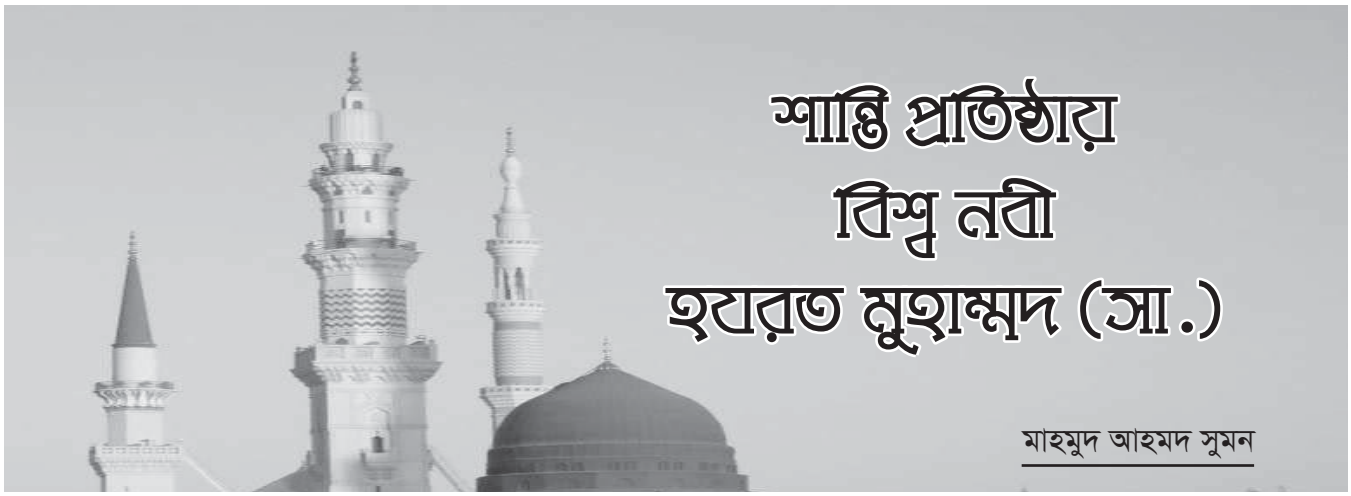

# শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

(৯ম কিস্তি)

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর অসংখ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, নারী ও পুরুষ এক ও অভিন্ন জীবন- সত্তা থেকে সৃষ্ট। সৃষ্টিগত দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাবেদ বা বৈষম্য নেই। আবার ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন : মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তারা হলো তোমাদের পোশাক এবং তোমরা হলে তাদের পোশাকস্বরূপ" (সূরা বাকারা :১৮৮)। এই একটি আয়াতের মাধ্যমে কতই না চমৎকারভাবে একটি-মাত্র বাক্যে কুরআন স্ত্রী-লোকের অধিকার ও মর্যাদা বর্ণনা করেছে। বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মে নারীর অবস্থান-দৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন সভ্যতা ও ধর্মে নারীকে এরূপ সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করা হয় নি।

মানুষ আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি। সমগ্র মানুষকে সামাজিকভাবে একতাবদ্ধ করার জন্যই মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী, রসূল পাঠিয়েছেন। সমাজে ভেদাভেদ দূর করে শান্তিময় সমাজ গড়ার লক্ষে সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্ তাআলা ঐশী-গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি (সা.) যেন এই ঐশী কিতাবের মাধ্যমে সমাজকে আলোকিত করেন, আর মানব-জাতি হিসেবে যেন কারো মাঝে ভেদাভেদ না করেন। তিনি (সা.) আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষা অনুযায়ী মানব জাতির মাঝে সৃষ্ট সকল প্রকার ভেদাভেদ দূর করে একটি শান্তিময়-সমাজ এবং দেশ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি (সা.) আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, সকলই এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই সত্তা থেকে সবার সৃষ্টি। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গি সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন' (সূরা আন নেসা: ২)। এখানে কোন ধর্ম বা জাতির কথা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, 'হে মানুষ' অর্থাৎ-সমস্ত মানুষের কথা বলা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে, তিনি একই প্রাণ থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তা থেকেই এর জোড়া সৃষ্টি করেছেন' (সূরা আয যুমার: ৭)।

তাই একজন মানুষ, সে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন মানুষ হিসেবে সবাই একই সম্প্রদায়ভূক্ত। তাই কাউকে অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। যেভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে 'আর মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে তারা মতভেদ করল' (সূরা ইউনুস: ২০)। আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে সবাইকে এক ধর্মেরই অনুসারী বানাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি নিজেই যেহেতু মানুষকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করেছেন, তাই কোন ধর্মের অনুসারীর প্রতি মন্দ আচরণ করা মোটেও ঠিক নয়।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন, অবশ্যই তিনি সব মানুষকে এক উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তারা সব সময় মতভেদ করতেই থাকবে' (সূরা হূদ: ১১৯)। তারপর আরো অন্যান্য স্থানে যেমন উল্লেখ রয়েছে, 'আর আল্লাহ চাইলে তিনি তাদেরকে এক-উম্মত বানিয়ে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে চান নিজ কৃপার অন্তর্ভূক্ত করেন। আর যালেমদের জন্য কোন বন্ধুও নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই' (সূরা আশ শুরা: ৯)। 'আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন, তিনি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে একই উম্মতে পরিণত করে দিতেন। কিন্তু যে পথভ্রষ্ট হতে চায়, তিনি তাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন এবং যে সঠিক পথ পেতে চায়, তিনি তাকে সঠিক পথ দেখান। আর তোমরা যা-ই করতে, সে-সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে' (সূরা আন নাহল: ৯৪)। 'আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন তোমাদের সবাইকে তিনি একই উম্মত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। অতএব, তোমরা সৎকাজে পরস্পরে প্রতিযোগিতা কর' (সূরা আল মায়েদা: ৪৯)। 'নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত একই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' (সূরা আল আম্বিয়া: ৯৩)। 'আর জেনে রাখ, তোমাদের এ সম্প্রদায় একটিই সম্প্রদায়। আর আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব, তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর' (সূরা আল মোমেনুন: ৫৩)।

পবিত্র কুরআনে উপরোক্ত বিষয়টি উল্লেখ বার বার কেন হয়েছে? নিশ্চয় এর কোন বিশেষ কারণ রয়েছে। মহান আল্লাহ্ হচ্ছেন সকল জ্ঞানের আধার। তিনি জানতেন যে, এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ একে

**“একজন মানুষ, সে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন মানুষ হিসেবে সবাই একই সম্প্রদায়ভূক্ত।**

**তাই কাউকে অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই”**

অপরের ধর্ম নিয়ে মতবিরোধ করবে, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, এক ধর্মের অনুসারী অন্য ধর্মের লোকদের তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তাই আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি চাইলে সকলকে এক উম্মতভুক্তই করতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি আমাদের পরীক্ষার জন্য। পবিত্র কুরআন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, আমরা যেন সকল মানুষের প্রতি দয়াশীল হই এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি। সমাজে বা দেশে কোনভাবেই অশান্তি সৃষ্টি করা যাবে না। সর্ব ক্ষেত্রে শান্তিময় পরিবেশ তৈরীর জন্যইতো বিশ্ব নবীর (সা.) আগমণের উদ্দেশ্য।

আমাদের সবাইকে একটি বিষয় নিয়ে ভাবা উচিৎ, যেহেতু আমাদের সবার সৃষ্টির মূল একটাই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদেরকে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠিতে বিভক্ত করেছেন। তাহলে কেন আমরা একে অপরের সাথে আমাদের আচরণ ভাল করি না? আজকে সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, শুধু অশান্তি আর অশান্তি। এক ধর্মের অনুসারী আরেক ধর্মের অনুসারীকে যেন সহ্যই করতে পারে না। প্রতিনিয়ত হাজার হাজার নিরীহ-মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে শুধু ধর্মীয় মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে। আজ মনে হয় কোন ধর্মাবলম্বীই নিরাপদ নয়। মানবতা বলতে মনে হয় আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই। সবাই নিজ নিজ স্বার্থ অর্জনের জন্য ব্যস্ত। একে অপরের প্রতি নেই কোন প্রেম-ভালোবাসা।

আমরা কি পারি না, যে শিক্ষা নিয়ে আমাদের বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ পৃথিবীতে এসেছিলেন, সেই শিক্ষার আলোকে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে? আমরা কি পারি না, সবাই মিলে ঐকবদ্ধ হয়ে এক সাথে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে? দেশকে মায়ের মত ভালোবাসতে? দেশের সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করতে? কেন পারবো না, চেষ্টা করলে অবশ্যই আমরা পারব। আমরা সেই জাতি, যারা বুকের রক্ত বিলিয়ে দিয়ে লাল সবুজের পতাকাকে ছিনিয়ে এনেছিলাম। দেশ-প্রেমের কারণেই সে দিন একাজ সম্ভব হয়েছিল। তাই দেশ প্রেম যদি আমাদের মাঝে না থাকে, তাহলে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়।

আমাদের এই শান্তির দেশে আমরা যদি আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে সকল ধর্মের লোকদের ঐকবদ্ধ হতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে সবাইকে একে অপরের জন্য ঝাপিয়ে পড়তে হবে এবং বিশ্ব নবী (সা.)-এর আদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে, তাহলেই আমরা একই খোদার একই উম্মত বলে খোদার কাছে বিশেষ মর্যাদা লাভ করব। আমরা যদি আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলো সংশোধনের চেষ্টা না করি, তাহলে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে ধ্বংসও করে দিতে পারেন। আর যদি আমরা সংশোধনের চেষ্টা করতে থাকি, তাহলে তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক কোন জনপদকে অন্যায়ভাবে কখনো ধ্বংস করেন না, যখন এর অধিবাসীরা সংশোধনের কাজে রত থাকে’ (সূরা হূদ : ১১৮)।

মহান আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টির পর দু’টি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। একটি হল ভাল আর অপরটি হল মন্দ। যে ভাল-কাজ করবে সে তার প্রতিদান পাবে, আর যে মন্দ-কাজ করবে, সেও তার প্রতিদান পাবে। আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছে করলে সবাইকে মু’মিন বানাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। যেভাবে বলা হয়েছে, ‘আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সবাই অবশ্যই এক সাথে ঈমান নিয়ে আসতো। তুমি কি তবে বল প্রয়োগে লোকদেরকে মু’মিন হতে বাধ্য করতে পার?’ (সূরা ইউনুস: ১০০)। আল্লাহ্ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে কারো উপর কোন ধরণের বল প্রয়োগের অনুমতি দেননি। এ ব্যাপারে সবার স্বাধীনতা রয়েছে। আমরা যদি পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করি, তাহলে কিন্তু আমাদের সমাজে কোন ধরণের অরাজকতা থাকতে পারে না, আর সমাজ এবং দেশ হতে পারে শান্তিময়।

আমরা জানি, আল্লাহ্ তাআলার সকল নবী-রসুলগণই সমাজে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করেছেন। যেহেতু সব নবী-রসূল একই ঐশী-উৎস থেকে এসেছিলেন, এবং তাদের শিক্ষাসমুহ কমবেশি একইরূপ ছিল। এছাড়া তাদের আবির্ভাবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ছিল এক ও অভিন্ন-পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তৌহিদ এবং মানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা। দেখা যায়, সকল ধর্মের একই মূলনীতি, আর তা হল, আল্লাহ্‌র তৌহিদের প্রচার। পৃথিবীর সকল স্বাধীন-দেশে সকল মানুষ কতগুলি জন্মগত মৌলিক-অধিকার ভোগ করতে পারে–যার মধ্যে ধর্মীয়-মত পোষণ করা, ধর্ম পালন করা এবং শান্তিপূর্ণ-পদ্ধতিতে ধর্ম প্রচার করা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। পৃথিবীর কোন সত্য-ধর্ম এবং সত্য-আদর্শ ধর্মীয় ব্যাপারে জোর-জুলুমের শিক্ষা দেয় নাই। তেমনিভাবে, পৃথিবীর স্বাধীন ও সভ্য-রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানে এবং জাতিসংঘের সর্বসম্মত ঘোষণাতেও ধর্মীয়-স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছে। মানবীয় বিচার-বুদ্ধি ও বিবেক এবং সভ্য-জগতের রীতি-নীতি কখনই একথা মানতে প্রস্তুত নয় যে, এক ব্যক্তির ধর্ম, অন্য কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রীয়-যন্ত্রের আইন দ্বারা নির্ণীত হবে–সেই ব্যক্তি নিজেকে যে-ধর্মের অনুসারী বলে ঘোষণা করে তদ্বারা, নয়। আসুন, আমরা সবাই দেশকে ভালোবাসি, সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করি এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসি। আর এর ফলেই সম্ভব হবে শান্তিপূর্ণ দেশ গড়া।

(চলবে)

masumon83@yahoo.com

# হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাজারো নিদর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.)

সংকলন: মোজাফফর আহমদ রাজু

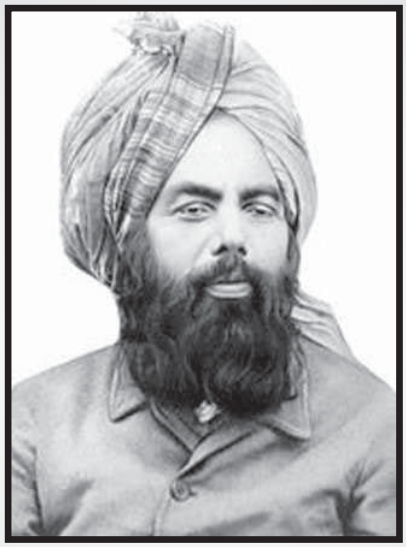

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী
(১৮৩৫-১৯০৮)

(৪র্থ কিস্তি)

আমরা সবচেয়ে বেশী ব্যথিত ও আঘাত প্রাপ্ত হই তখন, যখন মানুষ আমাদের জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, মির্যা সাহেব (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে মানে না বা তাঁর (সা.) কোন ধরনের অবমানা করে থাকে, নাউযুবিল্লাহ্। এই লেখার মাধ্যমে জগতবাসীকে জানাতে চাই যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ও তাঁর জামা'তের মান্যকারীরা যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে মানে ও প্রেম করে, তার হাজার ভাগের এক ভাগও মানা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। হযরত (আ.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আনিত শিক্ষা-দীক্ষার কাছে শয়তানী সকল শিক্ষা-দীক্ষা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হয়ে গেছে। কেউ যদি জানতে চায়, তাহলে বলবো, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সৈয়্যদনা ও মাওলানা। আমাদের আনুগত্য ও একমাত্র-ভালবাসা শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্য সংরক্ষিত। তাঁর (সা.) রশ্মিমালা সরাসরি হাজারো হৃদয়কে আলোকিত করে তুলেছে, অগণিত বক্ষস্থলকে অভ্যন্তরীণ অন্ধকার-রাশি থেকে মুক্ত করে নূরে কদীম বা চিরন্তন আলোও আল্লাহ্‌তে পৌঁছে দিচ্ছে।

তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীতে সবচাইতে সর্ব উত্তম অত্যন্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পুত:পবিত্র দিল বা হৃদয় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর। আপন প্রকৃতিতেই স্বচ্ছ শুভ্র স্ফটিকের ন্যায় সকল প্রকারের মালিন্য থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র হলেন আমার প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)। অতিশয় আলোকিত ও জ্যোতি-বিকীর্ণকারী সত্তা হলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অভ্যন্তরীণ আলো বাইরের সমতলে পানির মত প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্ তাআলার সকল নবীদের মধ্যে একমত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই সত্তার নবী, যার (সা.) প্রকৃতির মধ্যে না আছে কোন বাড়তি, না কোন কমতি। তাঁর (সা.) সত্তা সর্বোত্তমভাবে পরিমিত ও সুসমন্বিতরূপে সত্তাবান এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে নির্মিত। তাঁর (সা.) মেজাজ ছিল চরম স্তরের অবিচলতার উপরে অধিষ্ঠিত। তিনি (সা.) এমন এক পরম-সত্তা, যিনি সর্বক্ষেত্রেই নম্রতা অবলম্বন করতেন না। তেমনি তিনি প্রতি ক্ষেত্রে ক্রোধান্বিতও হতেন না। তাঁর (সা.) জালালী ও জামালী গুণাবলীর যথপোযুক্ত প্রকাশস্থল, অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান-বুদ্ধির তৈল স্বরূপ যার দ্বারা ঐশীবাণী বা ওহীর প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)কেই শুধু মাত্র দান করা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) আপন সত্তায় সমস্ত উন্নত গুণাবলীতে এরূপ পরিপূর্ণ যে, তার বেশি কল্পনা করা আর সম্ভবই নয়। তিনি (সা.) এমন এক নবী, যিনি সদ্ব্যবহার, দয়া-মায়া, সভ্যতায় চরমত্বের চূড়ায় পৌঁছেছিলেন। আমানতদারীর শ্রেষ্ঠ চূড়ায় যে রসূলের অবস্থান, তিনি হলেন আমাদের রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যথাস্থানে ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত, যথাস্থানে দয়াশীলতার প্রতীক, যথাস্থানে উপকার বা কল্যাণ-সাধনকারী, যথাস্থানে সাহসিকতা প্রদর্শনকারী, যথাস্থানে নম্রতা দেখানে-ওয়ালা রসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর (সা.) সত্তা মঙ্গলময় ও তাঁর মধ্যে অনেক প্রকারের আলো বিদ্যমান ছিল, যা কয়েক জগত আলোকিত করার শক্তি রাখতো।

***হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আত্মার কেন্দ্র-বিন্দু ছিল আরশ।*** তাঁর (সা.) চাইতে বড় মর্যাদাবান ও বড় সম্মানিত আর কেউ নেই। তাঁর (সা.) আত্মা ছিল সর্বোন্নত ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর (সা.) মোহর ব্যতীত কারো উপরেই কোনও কল্যাণ বর্ষিত হতে পারে না। একমাত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আল্লাহ্ তাআলার সাথে বাক্যালাপ কাল কেয়ামত পর্যন্ত কখনও বন্ধ হবে না। তিনি (সা.) ছাড়া আর কোন নবীই মোহরের অধিকারী ছিলেন না। তিনি (সা.) এমন যে, তাঁর মোহরই পারে নবুওয়ত পয়দা করতে। ওহীর মতো মহা-কল্যাণ শুধুমাত্র হযরত

মুহাম্মদ (সা.) এর অনুবর্তিতায় লাভ করা যাবে। যে-ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মতি নয়, তার জন্য ঐশী-ওহীর দরজা বন্ধই থাকবে। খোদা তাআলা একমাত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে খাতামুল আম্বিয়া করেছেন, যে গুণ আর কোন নবীকেই প্রদান করা হয়নি, যা হচ্ছে নবী- পয়দাকারী গুণ।

এ যুগে হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) হবার দাবীদার যেভাবে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর গোলামী করেছেন, তার দৃষ্টান্ত বিরল। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যত ধরনের নেয়ামত লাভ করেছেন, তা সবই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত-গোলামীর ফলে। তিনি বলেন, যে-ব্যক্তি প্রকৃত-আনুগত্য দ্বারা নিজের উম্মতি হওয়া সাব্যস্ত করবে না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার তরফ হতে কোন প্রকার নেয়ামত প্রাপ্ত হবে না। কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত হওয়া প্রমাণ না করে, তাহলে সে-ব্যক্তি কেয়ামত পর্যন্ত খোদা তাআলার পক্ষ থেকে কোন ধরনের ওহী প্রাপ্ত হবে না। তিনি (আ.) বলেন, 'মুস্তাকিম নবুওয়াত' বা সরাসরি নবুওয়াত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনের মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে। তিনি (আ.) বলেন, 'জিল্লি নবুওয়াত' বা 'প্রতিবিম্ব নবুওয়াত' শুধু মুহাম্মদ (সা.)-এর আশিসের মাধ্যমে আমি লাভ করেছি।

তিনি (আ.) বলেন, 'কামালাতে নবুওয়াত' বা নবুওয়াতের পরিপূর্ণতা শেষ হয়ে গেছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনের মাধ্যমে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে আলাদা হয়ে কোন সত্যতা উপস্থাপন করা যাবে না। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর জীবনের সমস্ত সময়টা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর গুণ-গানে কাটিয়েছেন, যার হাজার হাজার প্রমাণ তাঁর (আ.) লিখনিতে রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, আমি হলফ করে বলছি, সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বাদ দিয়ে তাঁর পরে কাউকে স্বতন্ত্র-নবী বলে বিশ্বাস করে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খতমে নবুওয়াতকে ভেঙ্গে ফেলে কোন নবুওয়াত নেই। যার উপরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মোহর থাকবে না, সে কোন-ধরনের নবুওয়াতে সমৃদ্ধ হবে না। আমাদের বিরুদ্ধবাদী মুসলমানরা খতমে নবুওয়াত ভেঙ্গে ফেলে আসমান থেকে ইসরাঈলী নবীকে আনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

এ যুগে মসীহ্ মাওউদ আগমন করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মোহর ধারণ করে। তিনি (আ.) বলেন, এই আকিদা বা ধর্মবিশ্বাস, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের ধারায় এসেছে, তা যদি কুফর হয়, তাহলে আমি সেই কুফরকে প্রিয় মনে করি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর খাতামকে যারা বুঝবে না, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তিনি (আ.) বলেন, যাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের নূর থেকে অংশ দেয়া হয়নি, তারা বিষয়টিকে অনুধাবন করতেই পারবে না। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের ফয়েজ দ্বারা পরিপূর্ণতা ও চিরজীবি হওয়া প্রমাণিত হয়। সমস্ত নবুওয়াতই হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর নবুওয়াতের অনুসরণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমের নবুওয়াত ছাড়া সমস্ত নবুওয়াতের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি (আ.) বলেন, তামাম সত্যতা যা 'ফানা' পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, তা সবই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেন, মুহাম্মদীয়া নবুওয়াত নিজস্ব ফয়েজ বা কল্যাণ বিতরণে অপ্রর্যাপ্ত নয়, অপরাগও নয়। সমস্ত নবুওয়াতের কল্যাণের চেয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের কল্যাণ অনেক অনেক বেশী। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াতের আনুগত্যের ধারা অনেক সহজেই খোদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। তাঁর (সা.) পূর্ণ আনুগত্যকারী নিজেকে খাসভাবে শুধু নবী বলতে পারবে না, কেননা এতে করে মুহাম্মদীয় পরিপূর্ণ ও অখন্ড নবুওয়াতের অবমাননা হয়।

তিনি (আ.) বলেন, এই উম্মতে আগমনকারী কোন ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্য 'উম্মতী-নবী', এই উভয় শব্দই একত্রিত অবস্থায় তার উপরে প্রযুক্ত হতে পারে। সেই ব্যক্তি কাফের, যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শরীয়তের সামান্যতম এদিক-সেদিক করে। তাঁর (সা.) আনুগত্যকে যে ঘাড় বাঁকায়, সে-ই যখন আমাদের কাছে কাফের, তখন সেই ব্যক্তির কী অবস্থা, যে কোন নুতন শরীয়ত আনয়নের দাবী করে, যে তাঁর (সা.) সুন্নতের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য ও রদ বদল করে, অথবা কোন আদেশকে বাতিল বা মনসুখ মনে করে, সেও আমাদের দৃষ্টিতে ইসলামের ও মহানবী (সা.)-এর শত্রু। সেই ব্যক্তি সঠিক আনুগত্যকারী ও মু'মিন, যে-ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদেশের মধ্য থেকে এক অনু পরিমাণও পরিবর্তন না করে চলে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শরীয়তের মান্যকারীরা ইনসানিয়াতের শিকড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এবং শুষ্ক হওয়া থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে নেয়। তিনি (আ.) বলেন, সর্বাপেক্ষা অধিক সবুজ ও সতেজ হচ্ছেন আমাদের নেতা ও প্রভু খাতামুল মুরসালীন, ফখরে আউয়ালীন ও আখেরীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। মহান আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সর্বাপেক্ষা অধিক আতরসিক্ত বা সুঘ্রাণময় করেছেন। বরকতময় নামগুলির মধ্যে রহস্য রেখে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে (সা.) 'মুহাম্মদ' ও আহমদ নামে ডেকেছেন। পৃথিবীর সমস্ত নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), তিনি দুনিয়ার এই অবস্থা দেখে দেখে কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে যেতেন। তিনি (সা.) মানবজাতির জন্য এত বেশী কষ্ট পেতেন যে, তাঁর (সা.) জান যাওয়ার উপক্রম হতো। তিনি (সা.) মানবজাতির জন্য অতি ব্যাকুল প্রার্থনার-জীবন কাটাতেন। তাঁর (সা.) যত অতি উন্নত চরিত্রের কথা কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, তা মূসার চাইতে হাজারো গুণ বেশী।

আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগমনকারী নবী-রসূলদের বিরোধিতা করে আজ অবধি কোন জাতি কখনও কামিয়াব হয়নি, তো আজ কিরূপে কামিয়াব হওয়া সম্ভব। হে জগতের আলেম সমাজ ও তাদের সহচরগণ! তোমরা এ-যুগে আগমনকারী, আল্লাহ্‌র তরফ হতে মনোনীত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.)-এর অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে যে ধরনের মিথ্যা, বানোয়াট, আজগুবি, অপপ্রচার করছো, তাতো শুধুই তোমাদের মন দুনিয়া-মুখী হওয়ার কারণে। এ যে নেহায়াতই শত্রুতা ও অনেক বড় অন্যায়, যার জন্য তোমরা খোদার কাঠগড়ায় ধৃত হবে। তোমরা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে মান্য না করে তাঁর বিরোধিতায় মত্ত হয়েছো, তাতে তোমরা সত্যকে গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকছ, অপরদিকে তোমাদের এহেন মন্দ ও ঘৃণিত ইবলিসি-আচরণ দেখে সাধারণ মানুষ সত্য গ্রহণ করা থেকে যেমন বিভ্রান্ত হচ্ছে, তেমনি সত্য-মাহ্‌দী (আ.)কে গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকছে। সত্য সত্যই তোমাদের সৃষ্টি-কর্তাকে ভয় ও চিন্তা করা উচিত।

[হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বিভিন্ন পুস্তকের আলোকে সংকলিত]

[চলবে]

# প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৮ম কিস্তি)

মোহাম্মদ ওসমান গনি

এলাকার মৌলবিদের সাথে বহস করতে হবে। কিন্তু আমাদের মাওলানা নেই। একজন মাওলানা দিতে হবে। তখন সুন্দরবন প্রেরণের জন্য উপস্থিত কোন মাওলানা দারুত তবলীগে ছিলেন না। আমীর সাহেব ভাবতে লাগলেন।

তখন পাশে দাঁড়ানো ছিলেন খোদার রাহে ফানা তবলীগ-পাগল যুবক ওসমান গনি। তিনি অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমীর সাহেবকে বলেন–'আমীর সাহেব, আমাকে অনুমতি দেন, আমি যাবো। মৌলবিদের সাথে আমি বহস করবো'। তখন আমীর সাহেব বলেন–'তুমি তো ধর্মীয় জ্ঞানে কোন আলেম নও। তুমি কিভাবে তাদের সাথে বহস করবা। পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে যুক্তিতর্কে তাদেরকে পরাভূত করতে না পারলে সমস্যা হবে'। তখন তেজোদ্দীপ্ত ওসমান গনি বলে–'আমি আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের রচিত হাদীসুল মাহ্‌দী গ্রন্থটি পাঠ করেছি। এটি নিয়ে যাবো। এ গ্রন্থের আলোকে বহস করবো। বিরুদ্ধবাদীদের এর বাইরে আপত্তি তোলার কোন প্রশ্ন নেই'। অত:পর আমীর সাহেব তাঁকে যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু যাতায়াতের জন্য তখন তাঁর হাতে অর্থকড়ি ছিল না। এছাড়া তিনি জামাতের কাজে জামা'ত থেকে অর্থ নেওয়া অপছন্দ করতেন। তাই এক বন্ধুর নিকট থেকে টাকা ঋণ নিয়ে জনাব আলী মাষ্টারের সাথে সুন্দরবন চলে যান। এটা ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকের ঘটনা।

তখন সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত ক্ষিপ্তমান বিরুদ্ধবাদী মৌলবিদের সাথে জামাতে আহমদীয়ার বহস হয়। মাদ্রাসা থেকে পাশ করা বড় বড় ডিগ্রিধারী আলেমদের মোকাবেলায় তর্কযুদ্ধে জড়িত হন ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানে ডিগ্রিবিহীন যুবক ওসমান গনি। দাড়িবিহীন এবং পোশাক পরিচ্ছদে আধুনিক এক যুবক। কিন্তু ধর্মীয়-আলোচনার বাকযুদ্ধে গর্জে উঠেছেন সিংহের মতো। জামাতে আহমদীয়ার উপর যত আপত্তি উত্থাপন করা হয়, তা তিনি হাদীসুল মাহ্‌দীর আলোকে কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলমের ব্যাখ্যায় অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে খন্ডন করেন।

ফলে বিরুদ্ধবাদীরা পরাভূত হন। তারা স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও জামাতের প্রেসিডেন্ট সামসুর রহমান সাহেবের ব্যক্তিগত প্রভাবে তাদের শুধু প্রথাগত বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করতে পারেনি। তখন যতীন্দ্রনগর এলাকায় আহমদীয়াতের ইতিবাচক প্রভাব পরে, সুবাতাস বহে। অনেকে বয়আত করেন। গ্রামের মাত্র কয়েকটি পরিবার ছাড়া বাকীরা আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ফলে গ্রামের একমাত্র মসজিদটি আহমদীয়া জামাতের মসজিদ হিসেবে রূপান্তরিত হয়।

তখন গনি সাহেব পনর দিন সুন্দরবন অবস্থান করে সামসুর রহমান সাহেবের সাথে দিবারাত তবলীগ করেছেন। হাসিমুখে সালাম বিনিময়, বিনয়ের সাথে কথা বলা, তাঁর চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য ছিল। ফলে মানুষ সহজে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তবলীগের রণকৌশল প্রয়োগে তাঁর একনিষ্ঠ দক্ষতায় বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। সুন্দরবন জামাতের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আজকের বৃহৎ সুন্দরবন জামাতের গোড়াপত্তনে ওসমান গনির এ অবদান অনস্বীকার্য।

২। ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৪তম সালানা জলসা। এ জলসায় সুন্দরবন জামাতের নবদীক্ষিত অনেক আহমদী জেরে তবলীগ বন্ধুসহ যোগদান করেন। তারা গ্রামের দরিদ্র কৃষক-পরিবারের সাধারণ মানুষ। পোশাক পরিচ্ছদে কোন আড়ম্বরতা নেই। কিন্তু তাঁরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মেহমান। তাঁর ঐশী জামাতের মিলন মেলার জলসার অতিথি। এটাই ছিল জামাতের উত্তম-খাদেম ওসমান গনির নিকট বড় পরিচয়। তাদের অনেকে তাঁর তবলীগে বয়আত করেছেন। তাই তিনি এ সম্মানিত অতিথিদের সেবায় বিভিন্নমুখী কাজ করেন। কুয়া থেকে পানি তোলে নিজ হাতে তাদের ময়লা জামা-কাপড় ধুয়ে দেন। তাদের ময়লা সেন্ডেল ও জুতা পরিস্কার করে দিতেও তিনি কোন লজ্জাবোধ করেন নি। বরং সেবা প্রদানের এ কাজে গর্ববোধ করেন। একজন শিক্ষিত শহরের মানুষের এ ধরনের মানব সেবা দেখে সে দিন সকলেই বিস্মিত হন। সেবাভোগকারীরা অভিভূত হন। জেরে তবলীগ বন্ধুগণ জামাতে আহমদীয়ার আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত দেখে বয়আত করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) 'আপনার সন্ধানে আছি' শিরোনামের বাণীতে জামাতের খেদমতের জন্য যে উত্তম চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খাদেমের সন্ধান করেন, যেমন–মহল্লার গলি ঝাড়ু দেয়া, বোঝা বহন করে সারা দিনরাত ঘুড়ে বেড়ানো, সারা দিনরাত জেগে পরিশ্রম করা, অকপটে সত্যকথা বলা এবং সত্যের তরে জীবন কুরবানী করে দেয়া, প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন ওসমান গনি। তাই তিনি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ক্রয়ে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভে জীবন কুরবানীর পুরস্কার লাভ করেন। কেননা, আল্লাহ্

তাআলা বলেন– প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হয় (সূরা আল জাসিয়াহ, ৪৫ : ২৩)।

৩। একবার এক আহমদী তাঁর এক ছোট ছেলেসহ গ্রাম থেকে ঢাকায় আসেন। রাতে বকশীবাজার দারুত তবলীগের মসজিদে ঘুমানোর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ছেলেটি রাতে ঘুমের ঘোরে প্রশ্রাব করে দেয়। ফলে পিতা তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে মারমুখী হয়ে উঠেন। ভীষণ লজ্জায় পড়ে যান। কেননা, একটু পরই মুসল্লিরা ফজরের নামাযের জন্য আসবেন। জামাতে আহমদীয়ার অতন্দ্র-প্রহরী ওসমান গনি তা দেখে পিতাকে বারণ করেন। বলেন–'অবুঝ ছেলেটিকে মারবেন না-মারবেন না। আমি মসজিদ পরিস্কার করছি'। তৎক্ষণাৎ তিনি কুয়া থেকে পানি তোলে নিজেই মসজিদ পরিস্কার করে ফজরের নামাযের ব্যবস্থা করেন।

বলাবাহুল্য, পনরশত বছর পূর্বে আরব দেশে এক বেদুইন মসজিদে প্রশ্রাব করা শুরু করলে এক সাহাবী তাকে মারতে উদ্যত হন। মানব প্রেমিক আঁ-হযরত (সা.) তা প্রত্যক্ষ করে তাকে মারতে বারণ করেন। বলেন–'তাকে মারিও না-মারিও না। প্রশ্রাবের ব্যাঘাত হলে তার ক্ষতি হবে। পরে মসজিদ ধূয়ে ফেললে চলবে'। আদর্শ মানব (সা.) এর মানবতার প্রতি এমন দৃষ্টান্তের অনুকরণেই সেদিন ওসমান গনি মসজিদ পরিস্কার করেন।

৪। সেকালে দারুত তবলীগে কাঁচা-পায়খানা ছিল। তা-ও ছিল জলসার সময় প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই কাঁচা-পায়খানায় ময়লা জমে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। মানবসেবার উৎকৃষ্ট খাদেম তা দেখে নিজেই ময়লা পরিস্কার করে জলসায় যোগদানকারী অতিথিদের সেবায় কাজ করেন। এমন মানব দরদী মানুষের দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার।

৫। এক আহমদী-ব্যক্তি দারুত তবলীগে মসজিদে রাতে মাথার নীচে জায়নামায মুড়ে ঘুমাচ্ছিলেন। মানুষের দুঃখকষ্টে ব্যথিত মানুষ ওসমান গনি তা দেখে নিজের বালিশ তাকে দিয়ে দেন। এবং নিজে বালিশ ছাড়া রাত কাটান। হযরত উমর (রা.) এর সময় এক যুদ্ধে আহত সাহাবীরা মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছটফট করা অবস্থায় তাদের পিপাসা মিটানোর জন্য পানি নিয়ে গেলে তাঁরা নিজে তা পান না করে একে অপরের সহমর্মিতায় আহত ভাইকে তা দানে ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে উৎকৃষ্ট-আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ওসমান গনি সেই দিন সে আদর্শের অনুপ্রেরণায় নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে অপর ভাইয়ের সুখের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

৬। ১৯৩৭ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এক জুমুআর খুতবায় বলেন–'আমি এমন ব্যক্তি চাই, যে নিজে পাগল এবং অপরকে পাগল করে তোলে'। আমাদের গনি সাহেব আহমদীয়া জামাতের কাজে এমনই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তবলীগে মানুষকে পাগল করে তোলেন। পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলমের জ্ঞানে তিনি একজন আলেম না হলেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাদাকাতে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। হাসোজ্জল নুরানী চেহারার মানুষটি বিভিন্ন জনের সাথে সালাম বিনিময়ে অতি আপন হয়ে যেতেন এবং মানুষের সাথে কথোপকথনে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আবির্ভাবের সত্যতা ব্যক্ত করতেন। আলোচনায় কখনো ঘন্টার পর ঘন্টা সময় চলে যেতো, তাঁর খেয়াল থাকতো না।

দূর-দূরান্তের কোন লোকের সাথে পরিচয় হলে পরবর্তীতে তাঁর সাথে পত্রালাপের মাধ্যমে সেতু-বন্ধন গড়ে তোলেছেন। জামাতের বইপুস্তক প্রেরণ করতেন। তাঁর আবেগাপ্লুত তবলীগি পত্রগুলোতে ঐশীবাণীর ব্যাখ্যার প্রাণবন্ত ধারা পরিস্ফুটিত হয়। শহীদের মুকুট লাভের তিন মাস পূর্বে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দূর্গারামপুর গ্রামের আবু মোহাম্মদ খানকে এমনই একটি তবলীগি পত্র লিখেছিলেন। এটা নিম্নরূপ :

দোয়াবর : পিয়ারে ভাই–

আবু মোহাম্মদ খান সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

সালামবাদ সমাচার এই যে, খোদার ফজলে আপনার ৪/৮/১৯৬৩ইং তারিখের লিখা পোষ্ট কার্ডখানা রি-ডাইরেক্ট হয়ে আমাদের বাড়ীতে এসেছে। অদ্যই আপনার এই পত্রটি পেয়েছি। যা-হউক পত্রখানা পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি যে, আপনি খোদা তাআলার মেহেরবাণীতে পাশ করেছেন।

পিয়ারে ভাই–আপনার পত্রখানা গভীর মনযোগের সহিত পড়েছি। কিন্তু বর্তমানে আমি শারিরীক অসুস্থতার জন্য বাড়ীতেই অবস্থান করতেছি। আপনার লিখা সম্বন্ধে অবশ্যই উপস্থিতিতে আলোচনা করে যা সমিচীন তাহাই করবো। আমার অনুপস্থিতিতে আপনি আমাদের ঢাকা লোকাল জামাতের কায়েদ জনাব মৌলবি শহীদুর রহমান সাহেবের সাথে আলাপ করে অবশ্যই উহার একটা সমাধান করবেন। আশা করি খোদা চাহেতো পানাউল্লাহ্ সাহেবের সাহচর্যে ঢাকা এসে আপনি ভূত-ভবিষ্যতের সংস্থাপন করে নিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা আপনার জীবনের গতিপথের একটা বিধি-ব্যবস্থা করে দিবেন। যা আপনাকে সত্যের দিকে সুদৃঢ় করে দিবে। আমি অবশ্যই আগামী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ঢাকা থাকার ইচ্ছা করি। সম্ভবত উক্ত সময়ে আপনি ঢাকায় আসলে সব বিষয়ে একটা সন্ধান করা যাবে।

সত্যই ভাই আবু! সে কি আপনার মনের আবেগের সাড়া। আল্লাহ্ তাআলার মহীমায় আপনিও আমাদের মত কি সোহার্দ্যপূর্ণ জীবন গড়ে তুলবেন? যা হযরত রসূল করীম (সা.) এর মারফত বিশ্বের মুসলিম মানব সমাজ পেয়েছিল। হায়! আজ কোথায় সেই হযরত বেলাল (রা.), কেমনে দেখাবো বেনজীর আদর্শের খলীফার গুরু- ভক্তি হযরত আলী (রা.)কে। চমকে উঠতে হয় হযরত আবু বকর (রা.) এর অটল অচল ধৈর্যের আদর্শ শুনে। সারা আরব যেদিন গ্রাস করতে চেয়েছিল মুসলমানকে, তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে মুষ্টিমেয় এবং সর্বস্বহারা গুটিকতক নবীন মুসলিম। ঘাত-প্রতিঘাত তাদেরে দিতে লাগল নতুন উদ্দীপনা ও সত্যের অনুসন্ধিৎসা।

কিন্তু তাদের বসার ছিল না স্থান। ক্ষুদ্রকুটিরে ছিল না পূর্ণ খেজুরের তৈরী ছাদ। তার মধ্যে রজনীতে প্রবেশ করত চাঁদের আলো এবং দুপুরে ভীষণ রৌদ্রের তাপ কি বিচিত্র! এরা কল্পনা করত সারা বিশ্বে প্রচারকারী মহান স্রষ্টার বিধি।

আমি কি? তা জানি না, বুঝি না, আমাকে কি করতে হবে। সে আলো, সে নূর, আসতেছে সারা জগতের গগণ জুড়ে। কে তা দেখে? কে তা লুটে নেয় আপনজনের তরে? ধন্য হবে বিনয়ী ধর্মের মূর্তি। সুবহানাল্লাহ্!

পরীক্ষায় আল্লাহ্ তাআলা ফলদাতা। তিনি অগণিত ও অযাচিত দানের মালিক। দোয়া গো। আজি সব যে তোমার কাছে মাগি। সবই কর গো খোদা, যা তোমার কাছে সপি।

তাং ধুল্লাহ্, ১০/৮/১৯৬৩ইং

ইতি
ওসমান গনি

(চলবে)

# আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়া'র ৬৭ তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত

মহান খোদা তাআলার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়া'র ৬৭ তম সালানা জলসা গত ৮-৯ মার্চ, ২০১৩ রোজ শুক্র ও শনি বার মসজিদ বাশারত প্রাঙ্গণে ধর্মীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়-আলহামদুলিল্লাহ।

দেশের প্রতিকুল অবস্থা উপেক্ষা করে তারুয়ার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় অ-আহমদী ভাইদের সহযোগীতায় ৬৭ তম জলসা সালানার প্রথম দিনের কার্যক্রম বাদ জুমুআ শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশশেরউর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। উদ্বোধনী অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মাহবুব আলম। উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব সুপান আহমদ। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবার্ষিকীর কার্যক্রম ও আমাদের করনীয় সম্পর্কে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। উদ্বোধনী অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার ৫ জন জনপ্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী জুবলী উপলক্ষে আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সম্মাননা স্মারক ও জামাতের ডাইরী উপহার প্রদান করেন। আমন্ত্রিত ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগণ সংক্ষিপ্তভাবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তারা আমাদের এই মহতী জলসায় যোগদান করতে পারায় গর্বিত বলে উল্লেখ করেন এবং সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করেন। এই প্রোগ্রামটি আহমদীয়াতের শতবার্ষিকী জুবলী প্রোগ্রামের আওতায় তারুয়া জলসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক ছিল।

এরপর আল্লাহ্‌ তাআলার গুনাবলী ও দোয়া কবুলিয়ত সম্পর্কে মুল্যবান বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এরপর হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত খাতামান নবীঈন (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। এ পর্যায়ে প্রথম অধিবেশনের সমাপ্ত ঘটে।

জলসার দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন মোহতরম মোহাম্মদ শামসু মিয়া, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়া'র সভাপতিত্বে সকাল ৯-৩০ মি. শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, জনাব শফিউল আজম শশি। উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব আব্দুল ওয়াহেদ। বক্তৃতা পর্বে নামাযে সাদ পাওয়ার উপায় বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এ পর্যায়ে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব খলিল আহমদ। এরপর সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা ও পর্দার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। এর পর যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতি সমূহের সংশোধন হতে পারেনা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মাহবুবুর রহমান, সেক্রেটারী ওসিয়্যত,

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। জলসার সমাপনী অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ২:৩০ মি থেকে। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ সাহাবউদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শাহজাদা খান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। এরপর পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। এরপর ঈসা (আ.) এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরুব্বী সিলসিলাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, অফিসার, জলসা সালানা তারুয়া। অতঃপর সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

জলসায় বিভিন্ন জামা'ত থেকে প্রায় ১,৮০০ (এক হাজার আট শত) খোদ্দাম আনসার লাজনা নাসেরাত ও মেহমান অংশগ্রহণ করেন।

**জহির আহমদ মিয়াজী**
অফিসার, জলসা সালানা, তারুয়া।

# জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এ ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৮ম ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ৩০শে এপ্রিল ২০১৩ এর মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, ৪নং বকশি বাজার, ঢাকা বরাবর পৌঁছাতে হবে। আগামী ২১, ২২. ২৩ এবং ২৪শে মে ২০১৩ তারিখে ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। ***আবেদনকারীকে অবশ্যই ২০মে ২০১৩ তারিখ বিকাল ৫.০০টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হবে।***

আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ (১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ. এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর (৫) ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি-বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে (৯) আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে এবং এই তিন বছর জামা'তের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১১) আবেদনকারীকে অবশ্যই খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্থানীয় হতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের তালিম-তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১২) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড-এ ভাল ফলাফল করতে হবে (১৩) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে- অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামা'তের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতগ্রহণকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে। (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে (জ) জামা'তি মজলিসি চাঁদা পরিশোধ রয়েছে মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ-যোগ্যতা থাকলে তা উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামা'তের এমন দু'জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে, যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামা'তের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তবে তা উল্লেখ করুন।

বি. দ্র. প্রত্যেক স্থানীয়-জামা'তে জুমুআর নামাযে একাধিক দিন সার্কুলারটি এলান এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার মোবাইল নম্বর ০১১৯১৩৬৩৪১৮, ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯ অথবা ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১।

সেক্রেটারী
বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

# সংবাদ

## বিভিন্ন জামা'তে অত্যন্ত ভাবগম্ভীয্যপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে পালিত হয় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

### রাজশাহী

মজলিস আনসারুল্লাহ্ রাজশাহীর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা গত ২৫ জানুয়ারী/২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় ১৮ জন আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যসহ সর্বমোট ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন। কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে বাংলা নযম পাঠ করা হয় তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে জনাব ড: তারিক সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। জনাব ড: আব্দুল্লাহ্ সামস্ বিন তারিক, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রাজশাহী, জনাব তারিক আহমেদ, জেলা নাযেম, জনাব জি, এম সিরাজ উদ্দিন, যয়ীম, রাজশাহী। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

*জি, এম, সিরাজ উদ্দিন*

### তেরগাতী

গত ২৮/০১/২০১৩ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতীর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট, জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী। সন্ধ্যা ৭-২৫মি. হতে রাত ৯-৩০ মি. পর্যন্ত জলসার কার্যক্রম চলে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আশরাফুল আশিক ছোটন, নযম পরিবেশ করন, মোহাম্মদ রিফাত আহমদ এরপরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবন আদর্শ এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন এ, বি, সিদ্দিক, নজরুল ইসলাম, নূরুল ইসলাম, সৈয়দ তোফায়েল আহমদ এবং মৌলবী বশির আহমদ এরপর নযম পরিবেশন করেন আবজাল আহমদ ইয়াছিন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসার কার্যক্রম সমাপ্তি করা হয়। এতে ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

*সৈয়দ তোফায়েল আহমদ*

## চান্দপুর চা-বাগান

গত ০১/২/২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আব্দুল কাদির চৌধুরীর সভাপতিত্বে সীরতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন কামরুল হাসান (ইমন) নযম পাঠ করেন ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী (রাসেল)। সীরাতুন নবী (সা.) এর বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, কামরুল হাসান চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, রানু বেগম চৌধুরী ও তাহেরা বেগম। সভাপতির বক্তৃতার পর দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্তি করা হয়।

*আনোয়ার হোসেন চৌধুরী*

## তালিম ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে গত ২৫-২৬ জানুয়ারী বায়তুর রহমান মসজিদে এক তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্লাসে সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জানিয়া আশা। হাদীস পাঠ করেন মরিয়ম সিদ্দীকা ইভা। দোয়া ও আহাদ পাঠ করেন সভানেত্রী। নযম পেশ করেন সোফিয়া খিলাত। এতে কুরআন ও উর্দু ক্লাস পরিচালনা করেন, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। ইসলামী নীতিদর্শন এর উপর ক্লাস করান জহুরা তাজনীন। অর্থসহ নামায শিক্ষা, অযুর দোয়া ও নিয়ম এর উপর ক্লাস পরিচালনা করেন রোকসানা মঞ্জুর ডলি। নযম পেশ করেন আয়েশা কোমল সেতু। উক্ত ক্লাসে গড় উপস্থিত ছিলেন ২৬ জন।

**রোকসানা মঞ্জুর ডলি**

## যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়।

গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রোজ বুধবার ফতুল্লা মসজিদ নূরে বাদ আসর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফতুল্লা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এজাজ আহমদ। এরপর নযম পাঠ করেন মহমুদ আহমদ মামুন ও মাসরূর আহমদ হাদী। এতে দিবসের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য বিস্তারিত আলোকপাত করেন সর্বজনাব ফরিদ আহমদ, কাজী মোবাশ্বের আহমদ ও মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। পরিশেষে জনাব আবুল হাশেম বীর প্রতীক সভাপতি হিসেবে সমাপ্ত ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন। এতে ২ জন মেহমান সহ মোট ৫৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

*মুহাম্মদ আমীর হোসেন*

# বানিয়াজান

গত ২২/০২/২০১৩ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বানিয়াজানে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মনছুর আহমদ, নযম পরিবেশন করেন আব্দুল আজিজ ও পর্দার আড়াল থেকে মোসাম্মাৎ রোজি আক্তার। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মুজাফফর আহমদ, মনছুর আহমদ, আব্দুর রহিম খাঁন, ডা, আব্দুর রাজ্জাক মুভি আহমদ, আব্দুল বারি ও স্থানীয় মোয়াল্লেম মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ১ জন জেরে তবলীগ মেহমান সহ মোট ৩২ জন সদস্য ও সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

**মোহাম্মদ মিজানুর রহমান**

# রাজশাহী

আল্লাহ্‌র ফযলে রাজশাহীতে গত ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ বাদ জুমুআ মুসলেহ মাওউদ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান। দোয়ার পর নযম পেশ করেন জেলা কায়েদ ও সেক্রেটারী তরবিয়ত জনাব শাহ মোস্তাফিজুর রহমান। আতফালের মধ্য থেকে মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সাদমান সাকিব।

লাজনার পক্ষ থেকে আঞ্চলিক মুফাত্তিস মিসেস শাজলীনা রহমানের বক্তৃতার বিষয় ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারি এক অবিস্মরণীয় দিন। এরপর খোদ্দামের মধ্য থেকে রিজিওনাল নায়েব কায়েদ জনাব এনামুর রহমান মুসলিম উম্মাহ্‌র বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর দিকনির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। মজলিস আনসারুল্লাহর জেলা নায়েম জনাব তারেক আহমদ চৌধুরীর বক্তৃতার বিষয় ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর ভূমিকা। জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান বাংলাদেশের মানুষ ও বাংলাদেশে তবলীগ সম্পর্কে মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে শুনান।

শেষে সভাপতির ভাষণে মুসলেহ মাওউদ (রা.) কেমন জাতি গড়তে চেয়েছেন- এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে পুরুষ-মহিলাসহ প্রায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, রাজশাহী এরপর ১লা মার্চ বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ৪ঠা মার্চ বাদ আসর খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে পৃথকভাবেও মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত হয়। এর আগে জানুয়ারি মাসে মজলিসে আনসারুল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সীরাতুন নবী (সা.) জলসাও উদ্‌যাপিত হয়।

***আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক***

# লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসের সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন নাজিয়া সুলতানা। আহাদনামা পাঠ করান স্থানীয় লাজনা প্রেসিডেন্ট। হাদীস পাঠ করেন মিলা পাটোয়ারী এবং দলীয়ভাবে নযম পাঠ করেন তামান্না হাছিন, নূর জাহান, শাওন ও তানিয়া। এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও কর্মময় জীবনের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করেন–আফরোজা মতিন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বক্তব্য দেন নাফিয়া শারমিন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন–নাছিমা বশির। এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য এবং সার্বিক দিক নিয়ে সর্বশেষ আলোচনা করেন স্থানীয় লাজনা প্রেসিডেন্ট। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে ৪২ জন লাজনা ১০ জন নাসেরাত ও ২ জন অ-আহমদী বোন উপস্থিত ছিলেন।

**মিলা পাটোয়ারী**

# চান্দপুর চা-বাগান

গত ২২/০২/২০১৩ বাদ জুমুআ জনাব আব্দুল কাদির চৌধুরীর সভাপতিত্বে মসুলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন কামরুল হাসান ইমন চৌধুরী নযম পাঠ করেন ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী রাসেল। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, সারোয়ার হোসেন চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, রানু বেগম চৌধুরী ও তাহেরা বেগম। সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি করা হয়।

***আনোয়ার হোসেন চৌধুরী***

# মাহিগঞ্জ

মাহিগঞ্জে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বাদ মাগরিব মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামাতের মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে উক্ত সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহীম। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ নাসের আহমদ। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, মোহাম্মদ নযমুল হোসেন, মোহাম্মদ মোশারফ মিয়া এবং স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. এস, এম, রাশিদুল ইসলাম প্রমুখ। সবশেষে সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি করা হয়। এতে সর্বমোট ৮২ জন উপস্থিত ছিলেন।

**মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মিয়া**

# আশকোনা হালকা

গত ২২/০২/২০১৩ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আশকোনা হালকায় আধ্যাত্মিক পরিবেশে এবং অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব সাবের হোসেনের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সাব্বির আহমেদ মত্তাকি।

এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর খেলাফত কাল নিয়ে আলোচনা করেন জনাব শমসের আলী, কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, আশকোনা। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্পর্কে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা নিয়ে আলোচনা করেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। সবশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনি বক্তব্য প্রদানের পর দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভায় আনসার, খোদ্দাম এবং লাজনাসহ মোট ৮০ জন অংশগ্রহণ করেন।

***আফজাল আহমদ খাদেম***

# কটিয়াদী

গত ২০/০২/২০১৩ বাদ জুমুআ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুল মান্নান, নযম উর্দু পাঠ করেন জনাব যাদিব আহমদ। বক্তৃতা করেন আব্দুল হামিদ ভূঞা, ডা. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, আব্দুল মান্নান, সবশেষে সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়া মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি করা হয়। এতে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

**এম, এ, হান্নান**

# শালশিড়ি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শালশিড়ির উদ্যোগে গত ২২ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় জামে মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল হাফিজ মীর-এর সভাপতিত্বে রাশেদ আহমদ এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। নযম পাঠ করেন জনাব মীর আব্দুল মওলা। দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব ইব্রাহীম দেওয়ান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর বিশাল কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম মৌলবী সেলিম আহমদ কাজল। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের কার্যক্রম শেষ করা হয়।

**আবদুল হাফিজ মীর**

# নূরনগর

গত ২০/০২/২০১৩ তরিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নূরনগর এর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে উক্ত সভার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ তৌফিক জামান (মাহি) এবং নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ ময়নুল ইসলাম (সনি)। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, ডা. মোহাম্মদ যিল্লুর রহমান ও মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। সবশেষে সভাপতির বক্তৃতা, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

**মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান**

## বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

গত ২৫/০২/২০১৩ রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে, আহমদনগর মসজিদ প্রাঙ্গনে এক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। সকাল ৯টায় কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত বনভোজনের আয়োজন শুরু হয়। এরপর নাসেরাতদের খেলাধূলা এবং লাজনাদের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন রকম খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। যোহর এর নামায ও খাওয়া-দাওয়ার পর পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত বনভোজনের সমাপ্তি হয়। উক্ত বনভোজনে ৬০ জন লাজনা ও ১৮ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

# লাজনা ইমাইল্লাহ্ শালশিড়ি

লাজনা ইমাইল্লাহ্ শালশিড়ির উদ্যোগে গত ২০ ফেব্রুয়ারী রোজ বুধবার বাদ আসর মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়।

উক্ত দিবসে কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া, হাদীস, নযম, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত ইলহাম, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একজন প্রতিশ্রুত সংশোধনকারী, মুসলেহ্ মাওউদহ দিবস ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পরিশেষে স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট-এর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে উক্ত মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের সমাপ্তি করা হয়। উক্ত দিবসে মোট ৭৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

# তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ শালশিড়ির উদ্যোগে গত ১৫ ও ১৬ জানুয়ারী দু'দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিমা বশির। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ক্লাসের উদ্বোধন করা হয়।

ক্লাসে ইসলামী দোয়া, অর্থসহ নামায, হাদীস, নযম এবং ইসলামী বিভিন্ন পুস্তকের উপর ক্লাস নেয়া হয়। ক্লাস শেষে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত ক্লাসে গড়ে ২২৫ জন করে উপস্থিত ছিলেন।

**রাফিয়া খাতুন**

# বাংলাদেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠান

গত ০৪/০১/২০১৩ তারিখ তেরগাতী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্যোগে বাংলাদেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসে আলোকসজ্জা করা হয়। তাহাজ্জুদের নামায পড়া হয়। একটি খাসি সদকা দেয়া হয়। ফজরের নামাযের পর সকলের মধ্যে মিষ্টি এবং পিঠা বিতরণ করা হয়। নাস্তা খাওয়ার পর ২য় পর্বে শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আশিক ছোটন, নযম পরিবেশন করেন জনাব রিফাত আহমদ। এরপর স্থানীয় জামা'তের বিকাশ লাভ এবং জামাতের পরিচয় এবং শতবার্ষিকী জুবিলী বাংলাদেশ জামাতের কিভাবে ইমারত কায়েম হয় ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তারা হলেন নজরুল ইসলাম, মৌ. বশির আহমদ, নূরুল ইসলাম। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মেহমানসহ ৭৫ জন।

### মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দিবস

গত ২০/০২/২০১৩ স্থানীয় মসজিদে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আশরাফুল আশিক ছোটন, নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ রিফাত আহমদ। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় বক্তাগণ পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তারা হলেন সৈয়দ তোফায়েল আহমদ, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, নূরুল ইসলাম মৌ. বশির আহমদ। নযম পরিবেশন করেন আবজাল আহমদ ইয়াছিন। সবশেষে সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি করা হয়। এতে মেহমানসহ ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

*সৈয়দ তোফায়েল আহমদ*

## শুভ বিবাহ

* গত ২৬/১০/২০১২ তারিখ মোহছেনা খাতুন, পিতা-ইব্রাহীম সরদার, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে জাহিদুর রহমান মোড়ল, পিতা-আবুদাউদ মোড়ল, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১৮,০০০/- (আঠারো হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৩৬/১২

* গত ০৭/১১/২০১২ তারিখ শায়লা আক্তার (শান্তি), পিতা-আব্দুর রহমান, তেবাড়িয়া, নাটোর-এর সাথে মুস্তাক আহমদ, পিতা-ইদ্রিস, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৩৭/১২

* গত ৩০/১০/২০১২ তারিখ মোছাঃ ইলা খাতুন, পিতা-মোহাম্মদ আবুল কাশেম, চানতারা, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল-এর সাথে মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, হাতী লেইট, বাবুলের বাজার, ময়মনসিংহ-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৩৮/১২

* গত ২৬/১০/২০১২ তারিখ মোকসেদা বেগম, পিতা-মোহাম্মদ মোখলেছার রহমান, তুলা ডাঙ্গা, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ শামিম আহমদ, পিতা-আবু হুরায়রা, খানপাড়া, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৪০,০০০/- (চাল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৩৯/১২

* গত ০২/১১/২০১২ তারিখ মোছাঃ সুমনা আক্তার (লিজা), পিতা-মোহাম্মদ আজিজুল হক, পঞ্চড়র-এর সাথে মোহাম্মদ হাসিবুল পাঠান, পিতা মৃত-নুরু পাঠান, শালশিড়ী, (পাঠানবাড়ি)-এর বিবাহ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৪০/১২

* গত ২৯/০৬/২০১২ তারিখ মোছাঃ বিলকিস আক্তার, পিতা-রমজান আলী, শালশিড়ী-এর সাথে মনামিয়া, পিতা-মৃত-আব্দুল খালেক, ডাংগাবাড়ী, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশহাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৪১/১২

## শোক সংবাদ

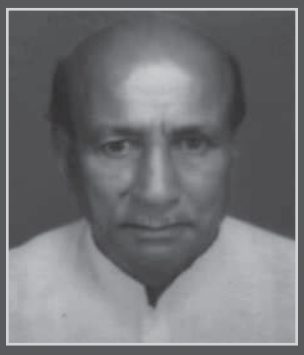

অত্যন্ত দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা'র প্রেসিডেন্ট জনাব মজিবুর রহমান লস্কর গত ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রোজ রবিবার রাত ৮ ঘটিকায় জাতীয় হৃদরোগ ইনিষ্টিটিউট হাসপাতালে হৃদরোগ জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। মরহুম মৃত্যুকালে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, নাতি-নাতনীসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমের দাদা মরহুম আব্দুর রাজ্জাক লস্কর মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের হাতে বয়আত গ্রহণ করেন।

মরহুম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত ৬৩তম সালানা জলসায় বিরোধীদের আক্রমণে শিকার হন এবং দীর্ঘদিন সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মরহুম ঘাটুরা জামা'তের উন্নয়নের জন্য সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। জামা'তের সব চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করতেন এবং সব ধরণের আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিতেন। জামা'তের সকল অনুষ্ঠানে নিজে যেমন উপস্থিত থাকতেন তেমনি অন্যদেরকেও উৎসাহিত করতেন।

মরহুম মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বরত ছিলেন। মরহুম তার জীবনে সত্যবাদী, বিনয়ী, দানশীল এবং ধর্মানুরাগী ছিলেন। তার আত্মার মাগফিরাত ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের ধৈর্যধারনের জন্য জামা'তের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

*রাসেল লস্কর*
মরহুমের বড় ছেলে
আহমদীয়া, মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

*বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত*
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

New Vol. No. 75 | 17th Issue

# The Ahmadi

Fortnightly

15th March, 2013 Tk. 18.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com